এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

NARSINGHA
ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com
# একদিন
EKDIN
এগিয়ে চলার সঙ্গী

২০৮বি. বি. গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা – ১২
ফোন ঃ ০৩৩ ২২৪১ ৬২৮১/৮২০৩

৩ নিম্নচাপের জেরে কলকাতায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা
যাদবপুরে পিএইচডি ভর্তি প্রক্রিয়া ঘিরে দুর্নীতির অভিযোগ ৩

কলকাতা ৩০ অগস্ট ২০২৬ ১২ ভাদ্র ১৪৩৩ রবিবার বিংশ বর্ষ ৮০ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 30.08.2026, Vol. 20 Issue No. 80, 8 Pages, Price 3.00

### হাইকোর্টের নির্দেশ অমান্য

# মমতার নামে এফআইআর

নিজস্ব প্রতিবেদন: তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসের সভা ঘিরে নতুন করে আইনি জটে জড়াল শাসকদল। হাইকোর্টের একাধিক শর্ত অমান্য করা, নির্ধারিত সময় পেরিয়ে যাওয়ার পরেও সভা চালানো এবং কর্তব্যরত পুলিশকর্মীদের ওপর চড়াও হওয়ার অভিযোগে তৃণমূলের শীর্ষনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ সভার উদ্যোক্তাদের বিরুদ্ধে এফআইআর রুজু করল পুলিশ। ভারতীয় ন্যায় সংহিতার অর্থাত বিএনএস-এর একাধিক জামিনঅযোগ্য ধারায় হেস্টিংস থানায় স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এই মামলা দায়ের করা হয়েছে।

শুক্রবার ক্যাথিড্রাল রোডে টিএমসিপির সমাবেশ আয়োজনের অনুমতি দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট। তবে শহরের ব্যস্ততম রাস্তায় যাতে সাধারণ মানুষের চরম দুর্ভোগ না হয়, সে কথা মাথায় রেখে আদালত বেশ কিছু কঠোর শর্ত বেঁধে দেয়। প্রধান শর্ত ছিল, রাস্তার অন্তত একটি লেন সার্বিক যান চলাচলের জন্য সম্পূর্ণ খোলা রাখতে হবে এবং দুপুর ১২টা থেকে বিকেল ৩টের মধ্যে পুরো কর্মসূচি শেষ করতে হবে। কিন্তু বাস্তব চিত্র ছিল একেবারেই ভিন্ন। অভিযোগ, সভা শুরুর কিছুক্ষণের মধ্যেই হাইকোর্টের নির্দেশ বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ক্যাথিড্রাল রোডের দুটি লেনই পুরোপুরি স্তব্ধ করে দেওয়া হয়। শুধু তা-ই নয়, নির্ধারিত সময়সীমা পার হয়ে গেলেও দীর্ঘক্ষণ সভা চলতে থাকে। এর জেরে দক্ষিণ কলকাতার একটা বড় অংশে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয় এবং দুর্ভোগে পড়েন হাজার হাজার নিত্যযাত্রী। পুলিশের দায়ের করা অভিযোগে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, সভার একপর্যায়ে মঞ্চ থেকে তৃণমূল সুপ্রিমোর বার্তা ও ইশারার পর উত্তেজিত সমর্থকেরা নিরাপত্তাবেষ্টনী ভেঙে এগোনোর চেষ্টা করেন। বাধা দিতে গেলে কর্তব্যরত পুলিশকর্মীদের সঙ্গে ব্যাপক ধস্তাধস্তিতে জড়িয়ে পড়েন তারা। রাস্তায় বসানো ব্যারিকেড ভেঙে তছনছ করা হয়।

আইন লঙ্ঘনের এই ঘটনা নিয়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তিনি অবিলম্বে আইনি পদক্ষেপের দাবি তুলে বলেন, 'আদালতের স্পেশ্যাল নির্দেশ ছিল একটি ফ্ল্যাঙ্ক খালি রেখে সভা করার। কিন্তু ক্ষমতার দম্ভে হাইকোর্টের নির্দেশকে প্রকাশ্যে ভাঙা হলো। সাধারণ মানুষের পথ আটকে আইনশৃঙ্খলা ব্যবস্থার চরম অবনতি ঘটানো হয়েছে। পুলিশকে স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে পূর্ণাঙ্গ এফআইআর দায়ের করে উচ্চ আদালতে বিষয়টি জানাতে।'

শনিবার তারাপীঠে গিয়ে তারা মায়ের পুজো করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

# রাজ্যের মঙ্গলকামনা করে তারাপীঠে পুজো শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের মঙ্গল কামনায় শনিবার মা তারার কাছে পুজো দেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। দুপুরে দুর্গাপুর থেকে হেলিকপ্টারে বীরভূমের তারাপুর গ্রাম সংলগ্ন সরস্বতী শিশু মন্দির সংলগ্ন অস্থায়ী হেলিপ্যাডে নামেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সেখান থেকে সড়ক পথে মন্দিরের পূর্ব সাগর মোড়ে নেমে হেঁটে মন্দিরে আসেন শুভেন্দু। সেখানে পুষ্পস্তবক দিয়ে তাঁকে সম্বর্ধনা জানান মন্দিরের সভাপতি নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়, গুরুসরন বন্দ্যোপাধ্যায়, ধ্রুব চট্টোপাধ্যায়, অশোক মুখোপাধ্যায়রা। এরপরেই নিজে হাতে পুজো ডালি নিয়ে মা তারার গর্ভগৃহে ঢুকে ষোড়শ উপাচারে পুজো দেন।

পাঁচটি মালা মা তারাকে পরান। তবে মন্দিরে সেবায়েতদের সঙ্গে যে সময় দেওয়ার কথা ছিল, সেই সময় তিনি দিতে পারেননি বলে জানান মন্দির কমিটির সম্পাদক পুলক চট্টোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'কৌশিকী অমাবস্যা অন্যান্যবারের থেকে আরও ভালোভাবে করতে হবে।' এদিকে এদিন মুখ্যমন্ত্রীকে কাছে পেয়ে বেশ কিছু দাবি জানায় মন্দির কমিটি। পুলকবাবু বলেন, 'আমরা দাবি রেখেছি দ্বারকা নদীর জল দূষিত হয়েছে। নদীর জল দূষণমুক্ত করতে হবে। নদীর জল ধরে রাখতে জলাধার নির্মাণ করতে হবে। নদীর দুধারে সৌন্দর্যায়ন করতে হবে। তারাপীঠ মন্দিরের কাছাকাছি কোনও স্বাস্থ্যকেন্দ্র নেই। দূরে থাকলেও সেই স্বাস্থ্যকেন্দ্র অস্বাস্থ্যকর। ফলে বড় কিছু হলে রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে যেতে হয়।

মন্দিরে পুজো দেওয়ার পর শুভেন্দু অধিকারী তারাপীঠের হোটেলের ৯ জনের মৃত্যু নিয়ে দুঃখপ্রকাশ করেন। এরপরেই বলেন, 'সরকার সব কিছু দেখছে। যে লজে ঘটনা ঘটেছিল সেই লজ জতুগৃহ করে রেখেছিল। আমরা প্রশাসনকে বলেছি। সব যেন ঠিকঠাক থাকে সেটা দেখতে হবে। কারণ তারাপীঠে শুধু পশ্চিমবঙ্গের লোকজন আসেন তা নয়, সারা ভারতবর্ষ থেকে তারাপীঠে মানুষ আসেন। তাদের নিরাপত্তা দেওয়া আমাদের কর্তব্য।'

### বন্ধ হবে না উন্নয়ন পর্ষদের তদন্ত

# মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠকে পরিকল্পনার ডালি

মৃণালজিৎ গোস্বামী

রামপুরহাটে প্রশাসনিক বৈঠক শেষে একগুচ্ছ উন্নয়ন পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী। একই সঙ্গে প্রয়াত ডেপুটি স্পিকার আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর ঘটনায় তারাপীঠ রামপুরহাট উন্নয়ন পর্ষদকে ঘিরে যে তদন্ত চলছে, তা বন্ধ হবে না বলেও স্পষ্ট জানালেন তিনি। শনিবার রামপুরহাটে প্রশাসনিক বৈঠক শেষে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের আত্মহত্যা অত্যন্ত বেদনাদায়ক। তার মানে এই নয় যে দুর্নীতির বিরুদ্ধে যে তদন্ত চলছে তা আমরা থামাব। তারাপীঠ রামপুরহাট উন্নয়ন পর্ষদ নিয়ে তদন্ত হয়েছে। তদন্ত অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

প্রশাসনিক বৈঠক শেষে বিকেলে প্রয়াত আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের রামপুরহাটের বাড়িতে যান মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন এবং তাঁদের পাশে থাকার আশ্বাস দেন। পরিবার চাইলে প্রয়োজনীয় তদন্তের ক্ষেত্রেও সহযোগিতার আশ্বাস দেওয়া হয়। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পরিবারের সদস্যরা তাঁকে জানিয়েছেন, প্রশাসন কিংবা বিজেপির কেউ আশিসবাবুকে উত্যক্ত করেননি। কেন তিনি এমন চরম সিদ্ধান্ত নিলেন, তা তাঁরাও জানেন না। বিষয়টির মধ্যে রহস্য রয়েছে বলেও পরিবারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে বলে দাবি করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি আরও বলেন, ধ্রুব সাহা, যিনি তাঁকে পরাজিত করেছিলেন, তিনিও এসে আশিসবাবুকে প্রণাম করে গিয়েছেন। স্থানীয় বিজেপি কর্মীরাও তাঁকে সম্মান করতেন বলে পরিবারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। আশিসবাবুর স্ত্রীও কোনও অভিযোগ করেননি, শুধু পাশে থাকার আবেদন জানিয়েছেন বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী।

**আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের আত্মহত্যা অত্যন্ত বেদনাদায়ক। তার মানে এই নয় যে দুর্নীতির বিরুদ্ধে যে তদন্ত চলছে, তা আমরা থামাব। তারাপীঠ-রামপুরহাট উন্নয়ন পর্ষদ নিয়ে তদন্ত হয়েছে। তদন্ত অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।**

-- শুভেন্দু অধিকারী, মুখ্যমন্ত্রী

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'ওনাকে ফিরিয়ে দিতে পারব না। বৌদি আমার উপর ভরসা রেখেছেন।' আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় কৃষিমন্ত্রী থাকাকালীন তাঁকে একটি কালীমূর্তি উপহার দেওয়ার কথাও স্মরণ করেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী জানান, সেই মূর্তিটি এখনও আশিসবাবুর বাড়িতে পুজিত হচ্ছে।

এদিন প্রয়াত আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছেলে শতদল বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'শুভেন্দু অধিকারী এসেছিলেন, আমরা তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। যা বলার উনাকে বলেছি। এনিয়ে সংবাদমাধ্যমকে কিছু বলব না।' বাড়িতে উপস্থিত ছিলেন বীরভূমের সাংসদ শতাব্দী রায় এবং বোলপুরের সাংসদ অসিত মাল। শতাব্দী রায় বলেন, 'পরিবার কোনও দাবি রাখেননি। শুধুমাত্র জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী আসায় তাঁরা কৃতজ্ঞ। তাঁরা কোনও নিরাপত্তা চান না।'

এদিকে প্রশাসনিক বৈঠকে তারাপীঠের উন্নয়ন ও আসন্ন কৌশিকী অমাবস্যা নিয়েও একাধিক পরিকল্পনার কথা জানান মুখ্যমন্ত্রী। তারাপীঠ রামপুরহাট উন্নয়ন পর্ষদকে পাঁচ কোটি টাকা বরাদ্দের কথা ঘোষণা করে তিনি বলেন, টাকার কোনও অভাব হবে না। কৌশিকী অমাবস্যা যাতে নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়, তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। হেলিকপ্টার থেকে পুষ্পবৃষ্টি করার পরিকল্পনার কথাও জানান তিনি।

তারাপীঠে সাধারণ ও মধ্যবিত্ত মানুষের থাকার সুবিধার জন্য একটি বড় টুরিস্ট লজ তৈরির উদ্যোগ নেওয়ার কথাও জানান মুখ্যমন্ত্রী। জেলা প্রশাসনকে এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করতে বলা হয়েছে বলে জানান তিনি। তাঁর কথায়, সব শ্রেণির মানুষ যাতে তারাপীঠে এসে পুজো দিয়ে থাকতে পারেন, সেই লক্ষ্যেই এই পরিকল্পনা।

কৌশিকী অমাবস্যাকে কেন্দ্র করে নিরাপত্তা ব্যবস্থাও জোরদার করা হবে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। পুলিশ-প্রশাসনকে পাঁচ কিলোমিটার অন্তর সহায়তা শিবির রাখার পাশাপাশি পর্যাপ্ত পুলিশ মোতায়েন ও নজরদারির ব্যবস্থা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তারাপীঠ রামপুরহাট উন্নয়ন পর্ষদের তত্ত্বাবধানে কৌশিকী অমাবস্যার জন্য বরাদ্দ পাঁচ কোটি টাকা উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার কাজে ব্যবহার করা হবে বলে জানান তিনি।

এদিনের প্রশাসনিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন উচ্চশিক্ষামন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়, কৃষিমন্ত্রী দুধকুমার মণ্ডল, সাংসদ অসিত মাল, সাংসদ শতাব্দী রায়-সহ জেলার বিধায়করা এবং প্রশাসনের আধিকারিকেরা।

## শুভেন্দুর ডাক

নিজস্ব প্রতিবেদন: ক্রীড়া সংগঠনকে রাজনীতির প্রভাবমুক্ত করার পক্ষে সওয়াল করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। জাতীয় ক্রীড়া দিবস উপলক্ষে শনিবার কলকাতায় আয়োজিত অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, শুধুমাত্র রাজনৈতিক পরিচয়ের ভিত্তিতে ক্রীড়া সংস্থাগুলি পরিচালিত হওয়া উচিত নয়। একই সঙ্গে রাজ্যের ক্রীড়া পরিকাঠামো উন্নয়নে একাধিক পদক্ষেপের ঘোষণা করেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী জানান, পর্যায়ক্রমে রাজ্যের ২৯৪টি বিধানসভা কেন্দ্রে আধুনিক সুযোগ-সুবিধাসম্পন্ন মিনি ইনডোর স্টেডিয়াম গড়ে তোলা হবে। চলতি অর্থবর্ষে ১০০টি স্টেডিয়াম তৈরির লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। এ জন্য বাজেটে ৪০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

-বিস্তারিত শহরের পাতায়

# ২৯ দিনে ৮৯ শিশুর মৃত্যু মালদহ মেডিক্যালে

নিজস্ব প্রতিবেদন: মাস শেষ হতে এখনও দু'দিন বাকি। তার আগেই চরম অস্বস্তি আর চাঞ্চল্য জেলা জুড়ে। চলতি অগস্টের ১ থেকে ২৯ তারিখের মধ্যে মালদহ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে মোট ৮৯টি শিশুর মৃত্যু হয়েছে! যার মধ্যে অগস্টের মাঝামাঝি সময়ে একদিনেই প্রাণ হারিয়েছিল ১০ নবজাতক। সেই সময় বিষয়টি জানাজানি হতেই তোলপাড় শুরু হয় রাজ্য প্রশাসনিক অলিন্দে। পরিস্থিতি সামাল দিতে ও ঘটনার আসল কারণ অনুসন্ধানে শেষ পর্যন্ত নবান্নের নির্দেশে গঠিত বিশেষজ্ঞ কমিটি শনিবার পৌঁছয় মালদহ মেডিক্যালে। সারাদিনের সমীক্ষা ও টানা বৈঠকের পর প্রতিনিধি দলের পর্যবেক্ষণে যে তথ্য উঠে এসেছে, তা এককথায় আশঙ্কাজনক। কারণ, এই মর্মান্তিক শিশুমৃত্যুর নেপথ্যে প্রধান ভিলেন প্রসূতি ও সদ্যোজাতের চরম 'অপুষ্টি'। সেই সঙ্গে প্রকাশ্যে চলে এসেছে জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের অভ্যন্তরীন সমন্বয়হীনতা ও পরিকাঠামোগত মারাত্মক ত্রুটি।

## নেপথ্যে অপুষ্টি এবং পরিকাঠামোর অভাব

শনিবার সকালে স্বাস্থ্য ভবনের অতিরিক্ত ডিরেক্টর তথা বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধি দলের চেয়ারম্যান ডঃ প্রলয় আচার্যের নেতৃত্বে বিশেষ দলটি মালদহ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে যায়। প্রতিনিধি দলের সদস্যরা হাসপাতালের চিকিৎসা ব্যবস্থা, পরিকাঠামো সরেজমিনে খতিয়ে দেখার পাশাপাশি চিকিৎসকদের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনায় বসেন। বৈঠক শেষে ডঃ আচার্য জানান, ৮৯টি শিশুর মৃত্যুর পিছনে নানা জটিল চিকিৎসাগত কারণ রয়েছে ঠিকই, তবে সিংহভাগ ক্ষেত্রেই মূল কারণ চরম অপুষ্টি। পাশাপাশি সদ্যোজাতদের কম ওজন, জন্মের পরই মারাত্মক শ্বাসকষ্ট, হৃদরোগ এবং জন্ডিসের মতো শারীরিক জটিলতাও প্রাণহানির অন্যতম কারণ।

পরিদর্শন শেষে প্রতিনিধি দলের চেয়ারম্যান স্পষ্ট স্বীকার করে নেন, জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের বিভিন্ন শাখার মধ্যে প্রশাসনিক সমন্বয়ের চরম ঘাটতি রয়েছে। সেই সঙ্গে পরিকাঠামোগত কিছু গলদও চোখ এড়ায়নি। এমনকি এলাকায় সক্রিয় 'অবৈধ গর্ভপাত চক্রের' অভিযোগকেও উড়িয়ে দিচ্ছেন না তাঁরা। ডঃ প্রলয় আচার্য আশ্বাস দিয়েছেন, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে এবং ত্রুটি কাটাতে আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে হাসপাতাল ও জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর একাধিক জরুরি ও কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

যদিও মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষ প্রথম থেকেই দায় এড়ানোর মরিয়া চেষ্টা চালিয়েছিল। তাদের সাফাই ছিল, এক দিনে মারা যাওয়া ১০টি শিশুর মধ্যে ৮টি শিশুকেই জেলার অন্যান্য প্রান্তিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা বেসরকারি নার্সিংহোম থেকে শেষ মুহূর্তে অত্যন্ত আশঙ্কাজনক অবস্থায় 'রেফার' করা হয়েছিল।

# উজবেক-কিরগিজ সফরে প্রধানমন্ত্রী

**নয়াদিল্লি, ২৯ অগস্ট: উজবেকিস্তান ও কিরগিজস্তান সফরে গিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তাঁর আশা, এই সফর মধ্য এশিয়ায় ভারতের কৌশলগত অংশীদারিত্বকে আরও মজবুত করবে। উল্লেখ্য, দু'দিনের জন্য তাসখন্দে কাটাবেন মোদী। এরপর দু'দিন তিনি থাকবেন বিশকেকে।**

**রওনা হওয়ার আগে মোদী জানিয়েছেন, '২০১৭ সাল থেকে ভারত এসসিও-র এক সক্রিয় ও গঠনমূলক সদস্য হিসেবে ভূমিকা পালন করে আসছে। নিরাপত্তা, সংযোগ এবং সুযোগ; এই তিনটি স্তম্ভের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা ভারতের দৃষ্টিভঙ্গিকে তুলে ধরার বিষয়ে আমি আশাবাদী। একই সঙ্গে, সন্ত্রাসবাদ, বিচ্ছিন্নতাবাদ ও চরমপন্থার মতো যেসব বিষয় আমাদের পার্শ্ববর্তী অঞ্চল ও তার বাইরের শান্তি ও স্থিতিশীলতাকে প্রতিনিয়ত আশঙ্কার মুখে ফেলছে, সেগুলোর কবল থেকে মুক্ত করে এক অঞ্চল গড়ে তোলার লক্ষ্যে আমি সহযোগী সদস্য দেশগুলোর সঙ্গে কাজ করে যেতে চাই।'**

# এখনও ২৮৭ জন ভারতীয় নিখোঁজ

### পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে দ্বিতীয় দল

**কাঠমাণ্ডু, ২৯ অগস্ট:** হড়পা বানে বিধ্বস্ত নেপালে আটকে পড়েছেন অনেক ভারতীয়। তাঁদের অধিকাংশই পর্যটক। আবার কেউ কেউ কর্মসূত্রে নেপালে ছিলেন। শনিবার বিকেলে ভারতের বিদেশ মন্ত্রক বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছে, এখনও পর্যন্ত কত জন ভারতীয়কে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। নিখোঁজই বা কত জন। বিদেশ মন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী, বিপর্যস্ত নেপাল থেকে এখনও পর্যন্ত ৮৮ জন ভারতীয়কে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। নিখোঁজ ভারতীয়ের সংখ্যা ২৮৭।

নেপাল পুলিশ জানিয়েছে, এখনও পর্যন্ত হড়পা বানের কারণে ৫৯৯ জনের মৃত্যুর খবর মিলেছে। নিখোঁজ অনেকে। বিপদের সময় প্রতিবেশী হিসেবে ভারতের ভূমিকার প্রশংসা করেছে নেপাল সরকার। এই প্রচেষ্টাকে নরেন্দ্র মোদীর 'উদারতা' হিসেবে বর্ণনা করেছে তারা। নেপালের বন্যাদুর্গত এলাকায় বৃষ্টির কারণে বার বার বাধা পাচ্ছে উদ্ধারকাজ। তবে তার মধ্যেই উদ্ধারকারী দলগুলি সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে উদ্ধার চালিয়ে যাচ্ছে। এখনও পর্যন্ত আড়াই হাজারের বেশি মানুষকে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছে। বুধবার থেকে নেপালের বন্যাবিধ্বস্ত এলাকায় ত্রাণসামগ্রী পাঠাচ্ছে ভারত। এখনও পর্যন্ত ৫৭.৬ টন ত্রাণসামগ্রী পাঠিয়েছে তারা।

বিপর্যস্ত নেপালের পাশে প্রথম থেকেই রয়েছে প্রতিবেশী দেশ ভারত। এ দেশ থেকে ত্রাণ সামগ্রী পৌঁছে যাচ্ছে পড়শি দেশে। নয়াদিল্লি এ-ও জানায়, তারা উদ্ধারকারী দল পাঠাতে চায় নেপালে। যদিও প্রথমে বলেন্দ্র শাহের সরকার সেই সাহায্য নিয়ে চায়নি। তবে পরে আন্তর্জাতিক চাপের সামনে তাদের নতিস্বীকার করতে হয়েছে। নেপাল রাজি হওয়ার পরেই সেখানে উদ্ধারকারী দল পাঠানোর প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে ভারত। ভারতের বিদেশ মন্ত্রক জানিয়েছে, তারা ফরেনসিক দল এবং সুড়ঙ্গ খননকারী দল পাঠাচ্ছে। এই সুড়ঙ্গ খননকারী দল মূলত পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করবে। ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সবাল আগেই বলেছিলেন, 'ওই দল গিয়ে সেখানকার পরিস্থিতি খতিয়ে দেখবে। কী কী সরঞ্জাম দরকার হবে, খতিয়ে দেখা হবে।' তাদের থেকে তথ্য সংগ্রহ করে ভারতের মূল উদ্ধারকারী দল রওনা দেবে নেপালের উদ্দেশে।

# আফতাবের সেলে আইফোন-ওয়াইফাই, নগদ টাকা

নিজস্ব প্রতিবেদন: বন্দি ২০০২ সালের কলকাতার আমেরিকান সেন্টারে জঙ্গি হামলার মূলচক্রী আফতাব আহমেদ আনসারি। যে সেলে তাঁকে রাখা হয়েছে, সেটি রাজ্যের অন্যতম হাই-সিকিউরিটি জোন, প্রেসিডেন্সি কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারের ১৪ নম্বর কুঠুরি। কিন্তু সেই কুঠুরির ভেতরেই যেন নিঃশব্দে গড়ে উঠেছিল আস্ত এক 'টেলিকম হাব'! কড়া নিরাপত্তাবলয় চিরে কারাকুঠুরিতে কী ভাবে পৌঁছল চারটি দামি স্মার্টফোন, উচ্চগতির ইন্টারনেট রাউটার এবং তাড়া তাড়া নগদ টাকা, তা নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন। শুধু তাই নয়, এই প্রশ্নে এখন তুলকালাম রাজ্য স্বরাষ্ট্র এবং কারা দপ্তরে। গোটা ঘটনায় কারাকর্মীদের একাংশের প্রত্যক্ষ যোগসাজশের স্পষ্ট ইঙ্গিত মিলছে।

গোয়েন্দা সূত্রে খবর, সম্প্রতি তাঁদের কাছে গোপন তথ্য আসে যে, জেলের চার দেয়াল টপকে বাইরের দুনিয়ায় নিয়মিত যোগাযোগ রাখছে মৃত্যুদণ্ড মকুব হয়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্ত এই বন্দি। শুধু

স্বাভাবিক কল নয়, হোয়াটসঅ্যাপ ও টেলিগ্রামের মতো এনক্রিপ্টেড মেসেজিং প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে দেশ-বিদেশের নেটওয়ার্কে সক্রিয় সে। সেলে বসে আফতাব পাকিস্তানে থাকা চেনা জঙ্গি মাথার সঙ্গেও যোগাযোগ রাখছিল কি না, তা নিয়ে জোর চর্চা শুরু হয়েছে লালবাজারের অলিন্দে।

এই সুনির্দিষ্ট খবরের ভিত্তিতেই গত ২৩ অগস্ট, রবিবার ঠিক সন্ধে ৬টা ২০ মিনিটে আচমকা অভিযানে নামে কারা দপ্তর। দমদম সংশোধনাগারের ডিআইজি-র এক ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে চালানো চিরুনি তল্লাশিতে আফতাবের কুঠুরি থেকে উদ্ধার হয় তাজ্জব করে দেওয়া সব সরঞ্জাম। যার মধ্যে মেলে একটি আইফোন-সহ মোট ৪টি দামি স্মার্টফোন এবং ৩টি জিও সিমকার্ড। সঙ্গে মেলে ২টি জিও রাউটার, ১টি ওয়াইফাই হটস্পট, ২টি কার্ড রিডার, ৩টি ওটিজি এবং ১২৮ জিবি-র ১টি পেনড্রাইভ। এছাড়াও মেলে ১টি হেডফোন এবং ৫০০ টাকার নোটে সাজানো নগদ ৩১ হাজার টাকা। আর এতেই প্রশ্ন উঠছে, মেটাল ডিটেক্টর এবং সিসিটিভি-র নজরদারি এড়িয়ে এই বিপুল সরঞ্জাম এবং নগদ টাকা ভেতরে ঢুকল কী ভাবে সে ব্যাপারেও। সঙ্গে এ প্রশ্নও উঠেছে, জেলের নিরাপত্তা বেষ্টনী কি তবে শুধুই খাতায়-কলমে তা নিয়েও।

ঘটনার পর কারা কর্তৃপক্ষের তরফে হেস্টিংস থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ সুনির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে। বাজেয়াপ্ত হওয়া ফোন এবং পেনড্রাইভ ল্যাবরেটরিতে পাঠানো হচ্ছে কল ডিটেলস রেকর্ড এবং ডাটা উদ্ধারের জন্য। এদিকে রাজ্যে শুভেন্দু অধিকারীর সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই সংশোধনাগারগুলির নিরাপত্তা জোরদার করতে একাধিক কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। ইতিপূর্বে জেলের ভিতরের বেআইনি কর্মকাণ্ড ও 'ঘুঘুর বাসা' ভাঙতে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নির্দেশে প্রেসিডেন্সির তৎকালীন সুপার ও চিফ কন্ট্রোলারকে বরখাস্ত স্তও করা হয় এবং পুরো ঘটনার সিআইডি তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়। তা সত্ত্বেও বারবার প্রেসিডেন্সি জেল থেকে মোবাইল উদ্ধারের ঘটনায় প্রশ্ন উঠছে, কারা প্রশাসনের অন্দরে নজরদারির ফাঁক কোথায় তা নিয়েও। হেস্টিংস থানা এই ঘটনার পেছনে থাকা অভ্যন্তরীণ যোগসাজশ উন্মোচন করতে তল্লাশি ও জিজ্ঞাসাবাদ জারি রেখেছে।

# প্রতিমা ভাঙচুর নবান্ন সংলগ্ন শিবপুরে, সিসিটিভি দেখে পুলিশি জালে দুষ্কৃতী

**নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া:** দুর্গোৎসবের আর বাকি মাত্র কয়েকটা মাস। থিম হোক বা সাবেকিয়ানা, শহর থেকে শহরতলি, মাটির প্রতিমা গড়ার কাজ এখন তুঙ্গে। দিনরাত এক করে মৃৎশিল্পীরা ব্যস্ত দেবীমূর্তি তৈরিতে। ঠিক এমন এক চূড়ান্ত ব্যস্ততার মরশুমে নবান্ন সংলগ্ন এলাকাতেই ঘটল এক চরম অপ্রীতিকর ঘটনা। রাতের অন্ধকারে রাস্তার ধারে রাখা সার সার নির্মীয়মাণ দুর্গা প্রতিমা ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠল এক যুবকের বিরুদ্ধে। শনিবার সকালে বিষয়টি জানাজানি হতেই ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে হাওড়ার শিবপুর মন্দিরতলা এলাকায়। তবে হাওড়া সিটি পুলিশ দ্রুত পদক্ষেপ করে গ্রেপ্তার করে অভিযুক্তকে। সূত্রে খবর, ঘটনার কেন্দ্রস্থল নবান্ন সংলগ্ন শিবপুর মন্দিরতলায় দ্বিতীয় হুগলি সেতুর একদম নিচে একটি মৃৎশিল্পীর কারখানা রয়েছে। স্থানীয় সূত্রের খবর, কারখানাটির মালিক অচিন্ত্য ভট্টাচার্য। পুজোর মুখে কারখানার ভেতরে জায়গা কম থাকায় বেশ কিছু নির্মীয়মাণ মাটির প্রতিমা তিনি মন্দিরের সামনের রাস্তায় ও গোলার বাইরে শুকোতে রেখেছিলেন। প্রতি বছরের মতো এবারও সেখানে দিনরাত এক করে চলছিল শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি।

শনিবার ভোরে অচিন্ত্যবাবু ও তাঁর কারখানার কারিগরেরা কাজে এসে দেখেন, রাস্তার ধারে থাকা বহু প্রতিমা ভেঙে গুড়িয়ে পড়ে রয়েছে। কাদা মাটির আধগড়া প্রতিমাগুলির মুখ, হাত ও পেট টুকরো টুকরো হয়ে রাস্তায় ছিটকে রয়েছে। পুজোর আগে এই বিশাল আর্থিক ও শ্রমের ক্ষতি দেখে কান্নায় ভেঙে পড়েন মৃৎশিল্পী অচিন্ত্য ভট্টাচার্য। মুহূর্তের মধ্যে এই খবর এলাকায় ছড়িয়ে পড়লে তীব্র চ্যাঞ্চল্য ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। খবর পাওয়া মাত্রই তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছয় শিবপুর থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। খবর যায় হাওড়া সিটি পুলিশের পদস্থ কর্তাদের কাছেও। এলাকার নিরাপত্তা ও নবান্ন সংলগ্ন স্পর্শকাতর জোন হওয়ায় বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে দেখা শুরু হয়। পুলিশ প্রথমেই মন্দিরতলা ও আশপাশের এলাকার একাধিক সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করে তা খতিয়ে দেখতে শুরু করে। সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যায়, শুক্রবার গভীর রাতে এক যুবক চরম মদ্যপ অবস্থায় টলতে টলতে গোলার সামনে

আসে। এরপরই সে অতর্কিতে রাস্তার পাশে রাখা নির্মীয়মাণ মূর্তিগুলির ওপর চড়াও হয় এবং একের পর এক প্রতিমা ধাক্কা মেরে রাস্তায় ফেলে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়। ফুটেজ স্ক্যান করে পুলিশ খুব দ্রুতই অভিযুক্ত যুবককে চিহ্নিত করে। জানা যায়, ধৃত যুবকের নাম সাহেব সিং রাজ। তার বাড়ি শিবপুরেরই গোলাম মুস্তাফা লেনে। এরপরই পুলিশ তার বাড়িতে অভিযান চালিয়ে সাহেবকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে যায়।

পুলিশের প্রাথমিক জেরা ও তদন্তে উঠে এসেছে এক চমকপ্রদ তথ্য। শিবপুর থানা সূত্রের খবর, এটি কোনো ধর্মীয় বা সাম্প্রদায়িক উস্কানিমূলক ঘটনা নয়, বরং এর নেপথ্যে রয়েছে পুরানো ব্যক্তিগত আক্রোশ। ধৃত সাহেবের সঙ্গে প্রতিমা কারখানার মালিক অচিন্ত্য ভট্টাচার্যের অনেক দিন ধরেই ঝামেলা চলছিল। মন্দিরের সামনের রাস্তায় ও চলাচলের পথে প্রতিমা রাখা নিয়ে প্রায়শই অচিন্ত্যবাবুর সঙ্গে বচসায় জড়াত সাহেব। শুক্রবার রাতে অতিরিক্ত মদ্যপান করার পর পুরানো সেই রাগের বশেই সে রাতের অন্ধকারে এই ঘটনা ঘটিয়েছে বলে প্রাথমিক তদন্তে মনে করছে পুলিশ। ধৃত যুবকের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর।

# শ্মশানরন্ধুকে কোনও দিন মিথ্যা মামলায় আটকে রাখা যায় না: নির্মল ঘোষ

**নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর:** শ্মশান বন্ধুকে কোনও দিন মিথ্যা মামলায় আটকে রাখা যায় না। খড়দা থানা থেকে শনিবার ব্যারাকপুর আদালতে নিয়ে যাবার সময় এমনটাই বললেন ধৃত পানিহাটির প্রাক্তন বিধায়ক নির্মল ঘোষ। এদিন তিনি বলেন, সরকারের পরিবর্তন হয়েছে। তাই বিরোধীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু মানুষ এর বিচার করবে। ধৃতের সংযোজন, দল দলের জায়গায় আছে। তিনি তৃণমূলের ওপর ভরসা রাখছেন। তাঁর দাবি, উন্নয়নমূলক কাজ না করে বিরোধীদের মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানি করা হচ্ছে। অভয়ার মায়ের বিরুদ্ধে এই প্রথম মুখ খুললেন ধৃত পানিহাটির প্রাক্তন বিধায়ক। তাঁর দাবি, ক্ষমতার লোভে অভয়ার মা ৪ তারিখের পর থেকে পাগল হয়ে গেছে। প্রসঙ্গত, দ্বিতীয় দফার সাত দিনের পুলিশি হেপাজতের মেয়াদ শেষে এদিন ফের ব্যারাকপুর মহকুমা আদালতে

পাঠানো হয় লটারি প্রতারণা-সহ অভয়া কাণ্ডে ধৃত পানিহাটির প্রাক্তন বিধায়ক নির্মল ঘোষ তথা নান্টুকে। প্রসঙ্গত, গত ১৩ অগস্ট ওডিশার একটি হোটেল থেকে পানিহাটির প্রাক্তন বিধায়ক নির্মল ঘোষকে গ্রেপ্তার করে খড়দা থানার পুলিশ। ১৪ অগস্ট তাকে প্রথমবারের জন্য ব্যারাকপুর আদালতে তোলা হলে বিচারক ধৃতকে ৮ দিন পুলিশি হেপাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছিলেন। পুলিশি হেপাজতের প্রথম দফার মেয়াদ শেষে ফের তাকে আদালতে তোলা হলে বিচারক দ্বিতীয়বারের জন্যে ৭ দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছিলেন। পুলিশি হেপাজত শেষে এদিন ফের তাঁকে ব্যারাকপুর আদালতে তোলা হলে বিচারক দু'দিন পুলিশি হেপাজতে রাখার নির্দেশ দেন।

# ডেঙ্গু দমনে পুরসভা ও মেট্রোর স্পেশ্যাল ড্রাইভ

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** শহরের বুকে ডেঙ্গুর বাড়বাড়ন্ত রুখতে এবার কোমর বেঁধে ময়দানে নামল কলকাতা পুরসভা ও মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ। মঙ্গলবার এসপ্ল্যানেড মেট্রো স্টেশন চত্বর থেকে সূচনা হল এক বিশেষ যৌথ অভিযানের। আগামী ৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে চলবে এই 'স্পেশ্যাল ড্রাইভ'। কলকাতা পুরসভার প্রশাসক স্মিতা পাণ্ডে ও মেট্রোর পিসিএমও ড. রীনা মুখোপাধ্যায়ের যৌথ নেতৃত্বে এই অভিযান চালানো হচ্ছে। অভিযান শুরুর সময়ে উপস্থিত ছিলেন পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পল। তিনি জানান, 'সাধারণ মানুষ সচেতন না হলে ডেঙ্গু নির্মূল করা সম্ভব নয়।' এছাড়াও ফুটপাত দখল নিয়ে বলেন, 'চলাচলের জন্য ব্যবসায়ীদের অন্তত দুই-তৃতীয়াংশ জায়গা খালি রাখতে হবে।'

পুরসভা ও রেল সূত্রের খবর, কলকাতা পুরসভার স্বাস্থ্য বিভাগ ও

মেট্রোর মেডিক্যাল টিম যৌথভাবে এই অভিযানের নেতৃত্ব দিচ্ছে। শহরের ব্যস্ততম মেট্রো স্টেশনগুলো তো বটেই, পাশাপাশি দক্ষিণ-পূর্ব রেলের আওতাধীন একাধিক স্টেশন, ট্রেন রাখার কারশেড এবং রেল আবাসন চত্বরে চলবে জোর নজরদারি। যেসব পরিত্যক্ত জমি, ফাঁকা প্রাঙ্গণ বা ঝোপঝাড়ে জল জমে মশার লার্ভা জন্মানোর সম্ভাবনা রয়েছে, তার মালিকদের বিরুদ্ধে কলকাতা পুর আইনের ৪৯৬ নম্বর ধারা অনুযায়ী কড়া নোটিস পাঠানোর কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে।

পাশাপাশি, পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখতে সাধারণ মানুষকে কড়া বার্তা দিয়েছে প্রশাসন। নিষিদ্ধ প্লাস্টিক বা যত্রতত্র বর্জ্য ফেললে ২০০ থেকে ৪০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা হাতেনাতে আদায় করা হবে। শুধু তাই নয়, রাস্তার ওপর থুথু বা জঞ্জাল ফেললে কেবল জরিমানাতেই নিস্তার মিলবে না, অপরাধীকে দিয়ে দুর্ঘটনাস্থল বা নোংরা স্থান পরিষ্কার করিয়ে সেই দৃশ্য সামাজিক মাধ্যমে প্রচারের মতো হুঁশিয়ারিও দেওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে প্রশাসনের তরফে পরিষ্কার জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, এই অভিযান সাময়িক বা কেবল বর্ষাকালের জন্য সীমাবদ্ধ থাকবে না। আগামী দিনেও সেচ দপ্তর, পিডব্লিউডি-র মতো একাধিক সরকারি বিভাগের সঙ্গে সমন্বয় রেখে রাজ্যজুড়ে ডেঙ্গুবিরোধী এই যৌথ লড়াই চালিয়ে যাওয়া হবে।

অভিযান শেষে প্রশাসনিক কর্তারা জানান, 'ডেঙ্গু নির্মূলের লড়াই সরকারের একার পক্ষে জেতা সম্ভব নয়। একে গণআন্দোলনে রূপ দিতে হবে। সাধারণ মানুষ সচেতন না হলে মশার বংশবৃদ্ধি আটকানো কঠিন।' বাড়িতে, ফুলের টবে বা বাড়ির ছাদে জল জমতে না দেওয়ার পাশাপাশি জলের ট্যাঙ্ক নিয়মিত পরিষ্কার রাখার জন্য আমজনতার প্রতি বারবার আবেদন জানানো হয়েছে।

*কলকাতা, হাওড়া ও বিধাননগরে সুনির্দিষ্ট ও বৈধ পার্কিং ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে পুলিশ এবং নগরোন্নয়ন ও পুর বিষয়ক দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে প্রশাসনিক বৈঠকে মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পল।*

## শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

**Change of Name**

I, **DEBASHIS** S/o K.N. Chatterjee, residing at Suroma Kuthir, South Inda, Near Diamond Villa, P.O. Kharagpur, P.S. Kharagpur Town, Dist. Paschim Medinipur, West Bengal - 721301, shall henceforth be known as **DEBASHIS CHATTERJEE** and my minor son's actual/correct name is **SASMIT CHATTERJEE** instead of **"SASMIT"** for all purpose as declared vide affidavit No. 11052 In the Court of Ld. Judicial Magistrate 1st Class, at Kharagpur on dated 27/08/2026. **DEBASHIS & DEBASHIS CHATTERJEE** and **SASMIT & SASMIT CHATTERJEE** both are same and one identical person i.e. myself and my son.

**Change of Name**

I, **PARAMJEET KAUR NAGI** W/o **GURMIT SINGH NAGI**, resident at - 13/1, Chhota Tengra, Keshiary road, near State Hospital, P.O- Kharagpur, P.S. - Kharagpur(T), Dist.- Paschim Medinipur, 731301,W.B, shall henceforth be known as **PARAMJIT KAUR NAGI** in all purpose as declared vide Affidavit No. 11061 In the Court of Ld. Judicial Magistrate 1st Class, at Kharagpur on dated 27/08/2026. **PARAMJEET KAUR NAGI** and **PARAMJIT KAUR NAGI** both are same and one identical person.

**CHANGE OF NAME**

I, **Julekha Begum**, Daughter/Wife of Naren Sen, R/o 19, Manujendra Dutta Road, Dum Dum Cantonment, Kolkata- 700028, have changed my name from Julekha Begum to Swapna Sen and have also changed my caste from Muslim to Hindu and shall henceforth be known and identified as Swapna Sen for all purposes as declared by the affidavit vide Sl. No. 793 sworn before the Notary Public at Bidhannagar on 24.08.2026, Swapna Sen and Julekha Begum both are same and one identical person. Any person having any objection may raise the same before the concerned authority within the prescribed period.

**AFFIDAVIT**

I, **SITA DEVI** W/O Rambali Shaw residing at 2 No. Shibtala Path, P.O.-Athpur, P.S.-Jagaddal, Dist.-North 24 Parganas, PIN-743128 do hereby declare vide affidavit serial no. 284 dated 27.08.2026 in the Court of Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Barrackpore that my correct and actual name with surname is SITA DEVI which is recorded in my Aadhaar, PAN and Ration Card but in my Voter Identity Card being no. JGL0295121, my name with surname has been inadvertently recorded as SITA SHAW. SITA DEVI and SITA SHAW i.e. myself am the same and one identical person.

**আমমোক্তার নামা**

আমি সুনয়না দেবী, স্বামী- শ্রী লাল্লু প্রসাদ, সাং-৩৫/১, কুমোর পাড়া স্ট্রীট, পোঃ তেলিনীপাড়া, থানা-ভদ্রেশ্বর, জেলা-হুগলী, গত ২০.০৫.২০১৪ তারিখে চন্দননগর সাব রেজিষ্ট্রী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ৪নং বহির ১৯১ নং আমমোক্তার নামা পত্র বলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার শ্রী অর্জুন প্রসাদ সাউ, পিতা-জগদীশ প্রসাদ সাউ, সাং- আর.কে. ব্যানার্জী রোড, পোঃ তেলিনীপাড়া, থানা-ভদ্রেশ্বর, জেলা-হুগলী মহাশয়ের নিকট হইতে মৌজা-তেলিনীপাড়া, জে.এল. নং. ১০, আর.এস. খতিয়ান নং-৬৯৯, এল.আর. খতিয়ান নং-৮২৫, আর.এস. ১২৯৭ ও এল.আর. ১৩৫৪ দাগে ০.০৩৩ একর বা ০৩২ সহস্রাংশ বাস্তু সম্পত্তি ও তদুপরিস্থিত দ্বিতল গৃহাদি সহ সম্পত্তি খরিদ করিয়াছি। যাহার বিক্রেতা শ্রী শৈলেন্দ্র নাথ দাস, পিতা-মাখন লাল দাস। উক্ত সম্পত্তি আমার নাম বরাবর রেকর্ড করিবার জন্য দরখাস্ত দাখিল করিয়াছি। উক্ত বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে ৩০ দিনের মধ্যে মানকুন্ডু বি.এল. অ্যান্ড এল.আর.ও. অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

# গঠিত হল সনাতনী স্বাস্থ্য সেনা

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** বৃহস্পতিবার সনাতনী স্বাস্থ্য সেনা আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের সংগঠনের ঘোষণা করল। প্রখ্যাত চিকিৎসক ডঃ পি কে হাজরা আহ্বায়ক, ডঃ অশোক পোদ্দার সহ-সভাপতি, প্রবীণ সাংবাদিক বিবেক শুক্লা জাতীয় মুখপাত্র, সুস্মিতা মুখার্জি কোষাধ্যক্ষ, রাখি মিত্র সচিব এবং দীপঙ্কর দেবনাথ সাংগঠনিক সচিব হিসেবে নির্বাচিত হন। প্রেস ক্লাব, কলকাতায় আয়োজিত একটি সাংবাদিক সম্মেলনে এই ঘোষণাটি করা হয়। আহ্বায়ক ডঃ পি কে হাজরা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এবং আনুষ্ঠানিক ঘোষণাটি করেন। ডঃ হাজরা বলেন, যে সনাতনকে রক্ষা করাই আমাদের প্রথম কর্তব্য। আমরা সেবা ও সংস্কৃতির মাধ্যমে সনাতনকে রক্ষা করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আগামী সময়ে, ভারত জুড়ে হাজার হাজার চিকিৎসক সনাতনী স্বাস্থ্য সেনায় যোগ দেবেন। জাতীয় মুখপাত্র বিবেক শুক্লা সমস্ত সনাতনী স্বাস্থ্যকর্মীদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। স্বাস্থ্য সেনার প্রাথমিক লক্ষ্য হল বিশুদ্ধ আরএসএস ও বিজেপি মনস্ক স্বাস্থ্যসেবা কর্মীদের এক ছাদের নীচে আনা।

*বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে ছবিতে মাল্যদান করছেন তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ এবং পর্যটন বিভাগের প্রতিমন্ত্রী পূর্ণিমা চক্রবর্তী। শিশির মঞ্চে ছবিটি তুলেছেন অদিতি সাহা।*

# লিলুয়া স্টেশনে লিফটে আটকে পড়া ৯ যাত্রীকে উদ্ধার করল রেল পুলিশ

**নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া:** লিলুয়া রেলওয়ে স্টেশনে শনিবার একটি লিফট হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তাতে থাকা ৯ জন যাত্রী আটকে পড়েন। ঘটনাটি ঘটে স্টেশনের ১ ও ২ নম্বর প্ল্যাটফর্মের মাঝে থাকা লিফটটি যাত্রীদের নিয়ে নিচে নামার সময়। সেই সময় প্রযুক্তিগত ত্রুটির কারণে লিফটটি মাঝপথেই থমকে যায়। আটকে পড়া যাত্রীদের মধ্যে দুজন প্রবীণ নাগরিক এবং একটি শিশুও ছিল। ঘটনার খবর পাওয়া মাত্রই বেলুড় জিআরপি -র আধিকারিকেরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধারকার্য শুরু করেন। রেল পুলিশকর্মীরা তৎক্ষণাৎ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়ে লিফটের দরজা খুলে ৯ জন যাত্রীকে নিরাপদে বাইরে বের করে আনেন।

# থিম নিয়ে আপত্তি নেই, চাই সনাতনী শালীনতা, বার্তা বিশ্ব হিন্দু পরিষদের

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** দুর্গাপুজোর দিন গুনছে বাংলা। তবে আবাহনের আগেই তিলোত্তমার পুজো ঘিরে তুঙ্গে রাজনৈতিক ও সামাজিক চর্চা। বিশেষ করে রাজ্যে পালাবদলের পর শাসকদলের প্রথম শারদোৎসবে কলকাতার ঐতিহ্যবাহী 'থিম' পুজো থাকবে কি না, তা নিয়ে তৈরি হয়েছিল ঘোর ধোঁয়াশা। সোশ্যাল মিডিয়ায় ঝড় তোলা এই জল্পনার আবহেই এবার স্পষ্ট বার্তা দিল বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। সংগঠনের মার্গ দর্শকমণ্ডলীর অন্যতম প্রধান সদস্য নির্গুণানন্দ ব্রহ্মচারী সাফ জানিয়ে দিলেন, শিল্পের প্রসারে 'থিম' ব্যবহারে তাঁদের কোনও আপত্তি নেই, তবে থিমের নামে 'বিকৃত শিল্পকলা' এবং মণ্ডপ প্রাঙ্গণে আমিষের আধিপত্য কোনওভাবেই বরদাস্ত করা হবে না।

সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় সম্প্রচারিত এক ভিডিও বার্তায় নির্গুণানন্দ ব্রহ্মচারী পুজোর আয়োজন ও ভাবধারা নিয়ে ভিএইচপি-র অবস্থান বিস্তারিত তুলে ধরেন। পাশাপাশি তিনি এও জানান, 'আমরা থিম পুজোর বিরোধী নই। থিম হল উন্নতমানের এক শিল্পকলা। কিন্তু থিমের নামে যখন ডিম বা জুতো দিয়ে মণ্ডপ তৈরি হয়, তখন সনাতনী সংস্কৃতি অপমানিত হয়। আমরা ঠিক এই ধরনের বিকৃতিরই বিরোধিতা করছি। পুজোর আধ্যাত্মিক ভাবমূর্তির সঙ্গে যার কোনও দূরতম সম্পর্ক নেই, তা কেন মণ্ডপে স্থান পাবে?' সঙ্গে এও জানান, ভারতে ছড়িয়ে থাকা প্রাচীন ও বিখ্যাত মন্দিরগুলির আদলে মণ্ডপ তৈরিতে কোনও বাধা নেই, কারণ প্রতিমা আদতে মন্দিরেই অবস্থান করেন।

মণ্ডপসজ্জার পাশাপাশি উমার রূপ ও প্রতিমা গড়ার ক্ষেত্রেও কড়া বিধিনিষেধের কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন এই ধর্মগুরু। তাঁর সাফ বক্তব্য, প্রতিমার সাবেকিয়ানা ও মাতৃত্বের ভাব অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে। মূর্তিতে আধুনিকতার স্পর্শ থাকতে পারে, কিন্তু তা যেন সনাতন শাস্ত্রসম্মত রূপকে বিকৃত না করে। নির্গুণানন্দ ব্রহ্মচারীর তীব্র সংযোজন, 'থিমের দোহাই দিয়ে দেবীকে বিধবার শাড়ি পরিয়ে দেওয়া কিংবা দেবীর হাত থেকে অস্ত্র কেড়ে নিয়ে অন্য কোনও বস্তুর ব্যবহার মেনে নেওয়া যায় না। দেবীর পোশাকে ও সর্বাঙ্গে যেন শালীনতা এবং মাতৃত্বই প্রধান হয়ে ওঠে তা উদ্যোক্তাদের সুনিশ্চিত করতে হবে।'

প্যান্ডেল ও প্রতিমার পাশাপাশি মণ্ডপ সংলগ্ন খাবারের দোকান নিয়েও নিজেদের স্পষ্ট মনোভাব ব্যক্ত করেছে পরিষদ। ভিএইচপি স্পষ্ট করেছে, তারা বাংলা জুড়ে ঢালাও আমিষ খাদ্য নিষিদ্ধ করার কথা বলছে না। কিন্তু পুজোর দিনগুলিতে মণ্ডপ এবং মাতৃপ্রতিমার আশেপাশের নির্দিষ্ট এলাকা সম্পূর্ণ আমিষমুক্ত রাখতে হবে। প্রতিমার কাছে যাতে কোনওভাবেই আমিষের ছোঁয়া না লাগে, উদ্যোক্তাদের তা কড়া হাতে সামাল দিতে হবে। রাজ্যে বিজেপি পরিচালিত নতুন সরকারের প্রথম দুর্গাপুজোয় বিশ্ব হিন্দু পরিষদের এই কড়া অবস্থানকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই আলোড়ন ছড়িয়েছে বিভিন্ন পুজো কমিটি থেকে সাধারণ মানুষের মধ্যেও।

# দেহদান বন্ধের কথা বলিনি, সূক্ষ্ম ফারাক বোঝাতে চেয়েছিলাম, বার্তা স্বাস্থ্যমন্ত্রীর

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** দেহদান নিয়ে সম্প্রতি ছড়িয়ে পড়া বিতর্কে অবশেষে জল ঢালতে চাইলেন রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায়। তাঁর সাফাই, মরণোত্তর দেহদানের একেবারেই কোনও প্রয়োজন নেই; এমনটা তিনি কখনওই বলেননি। মূলত ব্রেন ডেথ বা মস্তিষ্কের মৃত্যুর ক্ষেত্রে দেহদানের বদলে অঙ্গদানকে অগ্রাধিকার দেওয়ার কথা বোঝাতে গিয়েই হয়তো কোথাও একটা ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছে।

শনিবার যাদবপুরের কেপিসি মেডিক্যাল কলেজে প্লাস্টিক সার্জারি সংক্রান্ত একটি বিশেষ সম্মেলনে যোগ দিয়ে সম্প্রতি তৈরি হওয়া বিতর্ক প্রসঙ্গে মুখ খোলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী। চিকিৎসাবিজ্ঞানের সূদ ফারাক তুলে ধরে নিজের বক্তব্যের সপক্ষে যুক্তি দিয়ে তিনি বলেন, 'যাঁদের ব্রেন ডেথ হয়েছে, অথচ আনুষ্ঠানিকভাবে মৃত ঘোষণা করা হয়নি, তাঁদের ক্ষেত্রে মরণোত্তর দেহদান করার চেয়ে অঙ্গদান করাটাই সবচেয়ে জরুরি। কারণ এর মাধ্যমে একাধিক মুমূর্ষু মানুষের জীবন বেঁচে যেতে পারে। অন্যদিকে, স্বাভাবিকভাবে যাঁদের মৃত্যু হয়, তাঁদের অঙ্গ আর প্রতিস্থাপনের যোগ্য থাকে না। ফলে সেই ক্ষেত্রে অঙ্গদানের বিশেষ মূল্য নেই। মেডিক্যাল পড়ুয়াদের শিক্ষাসংক্রান্ত কাজের জন্য স্বাভাবিক মৃত্যুর পর দেহদান করার রীতিই এতদিন ধরে চলে আসছে।' একইসঙ্গে মন্ত্রী এ দাবিও করেন, সাধারণ মানুষকে চিকিৎসাবিজ্ঞানের এই সূদ পার্থক্যটি বোঝাতে এবং অঙ্গদানে উৎসাহিত করতেই তিনি কথাগুলি বলেছিলেন। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, ঘটনার সূত্রপাত গত বৃহস্পতিবার। নিউটাউনে চক্ষুদান সংক্রান্ত একটি অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করে বসেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী। তিনি স্পষ্ট বলেছিলেন, 'দেহদান করে লাভ নেই। ওটা করবেন না প্লিজ।' শুধু তা-ই নয়, প্রযুক্তির অগ্রগতির দোহাই দিয়ে তিনি আরও দাবি করেছিলেন যে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও উন্নত প্রযুক্তির যুগে আমেরিকায় নাকি ময়নাতদন্ত ও ব্যবচ্ছেদের পাঠই উঠে

গিয়েছে। এর পাশাপাশি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর বার্ধক্যজনিত মৃত্যুর পর দেহদানের নজির স্মরণ করিয়ে মন্ত্রী দাবি করেছিলেন, জ্যোতি বসুর ব্রেন ডেথের সময় অঙ্গদান করা গেলে তা চিকিৎসাবিজ্ঞানের আরও বেশি কাজে লাগত। খোদ রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রীর মুখে এমন কথা শুনে স্বাভাবিকভাবেই স্তম্ভিত হয়ে যায় রাজ্যের চিকিৎসকমহল ও বিজ্ঞান আন্দোলনকারীরা। সমাজকর্মী ও সাধারণ মানুষের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ে তীব্র বিভ্রান্তি।

এদিকে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর এমন আপত্তিকর মন্তব্যের পরই সরব হয় 'পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ' ও একাধিক সামাজিক সংগঠন। বিজ্ঞান মঞ্চের তরফে যুক্তি দিয়ে বোঝানো হয়। ভার্চুয়াল রিয়েলিটি বা থ্রি-ডি ইমেজিং প্রযুক্তি যতই উন্নত হোক না কেন, তা কখনও চিকিৎসাবিজ্ঞানের পড়ুয়াদের জন্য হাতে-কলমে অ্যানাটমি শেখার বিকল্প হতে পারে না। একজন হবু চিকিৎসকের মানবদেহের প্রকৃত গঠন চাক্ষুষ করা এবং ক্যাডাভারিক ডিসেকশন বা ব্যবচ্ছেদ শেখা অত্যন্ত জরুরি। পাশাপাশি এও বলা হয়, চিকিৎসাবিদ্যার উচ্চতর গবেষণা, অঙ্গসংস্থান বিজ্ঞান এবং কঙ্কাল প্রস্তুত করার জন্য মরণোত্তর দেহের অবদান অপরিসীম। এখানেই শেষ নয়। বিজ্ঞান মঞ্চের তরফ থেকে এও বলা হয়, মরণোত্তর দেহদান কেবল চিকিৎসা শিক্ষার রসদ নয়; এটি সমাজ থেকে মৃত্যুভীতি, অন্ধবিশ্বাস ও ধর্মীয় কুসংস্কার দূর করার একটি শক্তিশালী অস্ত্র।

*রাখি মানেই ভালোবাসা, সম্প্রীতি আর ভ্রাতৃত্বের বন্ধন। সেই আবহেই ভাটপাড়া পুরসভার ২৪ ও ২৫ নম্বর ওয়ার্ডে ভারতীয় জনতা পার্টির উদ্যোগে পালিত হল রাখি বন্ধন উৎসব। উৎসাহ-উদ্দীপনায় সাধারণ মানুষের সঙ্গে উৎসবে সামিল হন ভাটপাড়া পুরসভার নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান তথা বিজেপি নেতা হিমাংশু সরকার, স্থানীয়দের প্রিয় 'বাপি'।*

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ৩০ অগস্ট ২০২৬, ১২ ভাদ্র ১৪৩৩, রবিবার

# ক্রীড়াক্ষেত্রকে রাজনীতিমুক্ত করার ডাক মুখ্যমন্ত্রীর, চলতি অর্থবর্ষে ১০০টি স্টেডিয়াম তৈরির লক্ষ্য

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** ক্রীড়া সংগঠনকে রাজনীতির প্রভাবমুক্ত করার পক্ষে সওয়াল করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। জাতীয় ক্রীড়া দিবস উপলক্ষে শনিবার কলকাতায় আয়োজিত অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, শুধুমাত্র রাজনৈতিক পরিচয়ের ভিত্তিতে ক্রীড়া সংস্থাগুলি পরিচালিত হওয়া উচিত নয়। একই সঙ্গে রাজ্যের ক্রীড়া পরিকাঠামো উন্নয়নে একাধিক পদক্ষেপের ঘোষণা করেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী জানান, পর্যায়ক্রমে রাজ্যের ২৯৪টি বিধানসভা কেন্দ্রে আধুনিক সুযোগ-সুবিধাসম্পন্ন মিনি ইনডোর স্টেডিয়াম গড়ে তোলা হবে। চলতি অর্থবর্ষে ১০০টি স্টেডিয়াম তৈরির লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। এজন্য বাজেটে ৪০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। বিগত কয়েক বছরে ক্রীড়াক্ষেত্র অবহেলিত হয়েছে বলে দাবি করে শুভেন্দু বলেন, বাংলায় প্রতিভার অভাব নেই, কিন্তু পরিকল্পনা, উদ্যোগ এবং পরিকাঠামোর অভাবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব কমেছে।

জাতীয় ক্রীড়া দিবসে ১৪৫ জন কৃতী ক্রীড়াবিদকে সংবর্ধনা দেওয়া হয় এবং তাঁদের হাতে মোট ৪ কোটি ৩১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার আর্থিক সহায়তা তুলে দেওয়া হয়। পাশাপাশি ব্লক ও জেলা স্তরেও তিন দিনব্যাপী কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। সফল ক্রীড়াবিদদের চাকরির প্রসঙ্গ টেনে মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন, ২০১৫ সাল থেকে মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরে আটকে থাকা

একাধিক ফাইল নিষ্পত্তি করে তাঁদের নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়েছে। মেসিকে নিয়ে কলকাতার বাতিল হওয়া প্রদর্শনী ম্যাচের প্রসঙ্গও তোলেন শুভেন্দু। তাঁর দাবি, প্রায় ৩৩ হাজার ফুটবলপ্রেমী প্রতারিত হয়েছেন। তাঁদের টিকিটের টাকা ফেরানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। স্পোর্টস কোটায় সরকারি চাকরিতে আরও বেশি ক্রীড়াবিদকে সুযোগ দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে তিনি জানান, বিশেষ করে পুলিশ-সহ বিভিন্ন শৃঙ্খলাবদ্ধ সরকারি বাহিনীতে ক্রীড়াবিদদের নিয়োগে জোর দেওয়া হবে।

কেন্দ্রের 'খেলো ইন্ডিয়া' প্রকল্পের আওতায় আরও বেশি প্রকল্প এনে রাজ্যের ক্রীড়া পরিকাঠামো উন্নয়নের উদ্যোগ নেওয়া হবে বলেও জানান মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কথায়, ক্রীড়াক্ষেত্রে পরিবর্তন আনতে সরকার সকলের সহযোগিতা নিয়ে এগোতে চায়।

নৈহাটির রয়্যাল অর্কিডে পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় প্রশিক্ষণ মহাঅভিযান,২০২৬-এর অন্তর্গত বিজেপি ব্যারাকপুর সাংগঠনিক জেলার প্রশিক্ষণ বর্গের দ্বিতীয় দিনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিবহণ ও শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিং। জ্ঞান, শৃঙ্খলা ও সাংগঠনিক দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এই প্রশিক্ষণ সকলকে আরও সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী করে তুলুক বলে মন্তব্য করেন মন্ত্রী। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন ব্যারাকপুর সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সভাপতি তাপস ঘোষ, প্রাক্তন সভাপতি সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোজ বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ অন্যান্য বিশিষ্ট নেতৃত্ববৃন্দ ও কার্যকর্তাগণ।

## যাদবপুরে পিএইচডি ভর্তি প্রক্রিয়া ঘিরে দুর্নীতির অভিযোগ তুলল এবিভিপি, সিবিআই তদন্তের দাবি

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** বাম-অতিবাম প্রভাব, অন্যদিকে জমি শক্ত করতে মরিয়া অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ। দুই শিবিরের এই টানাটানির মাঝেই এবার যাদবপুরের পিএইচডি ভর্তি প্রক্রিয়া ঘিরে বিস্ফোরক দুর্নীতির অভিযোগ তুলল বিজেপি আশ্রিত ছাত্র সংগঠন এবিভিপি। পুরো বিষয়টি নিয়ে একধাপ এগিয়ে সরাসরি সিবিআই তদন্তের দাবি জানিয়েছে তারা। আর এই বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে বাম নেত্রী আফরিন। অভিযোগের তির সরাসরি গিয়ে বিঁধেছে সিপিআইএমের পরিচিত তরুণ মুখ তথা ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বালিগঞ্জ কেন্দ্রের এই প্রার্থীর ওপর। এবিভিপির দাবি, সম্পূর্ণ বেআইনি ও অনৈতিকভাবে যাদবপুরে পিএইচডিতে ভর্তি হয়েছেন এই এসএফআই প্রাক্তনী। বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের গবেষক আফরিনের রাজনৈতিক উত্থান মূলত ছাত্র রাজনীতি থেকেই। ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনে সিপিআইএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিমের পাশে বারংবার দেখা গিয়েছিল তাঁকে। তৎকালীন সময়ে নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হওয়া থেকে শুরু করে রাজ্যের প্রবীণ তৃণমূল নেতা শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সঙ্গে বামেদের অন্যতম 'পোস্টার গার্ল' হিসেবে উঠে এসেছিলেন তিনি।

এদিকে পিএইচডি দুর্নীতির এই আবহে একটি কথিত অডিও ক্লিপ ভাইরাল হওয়ার পর থেকেই জলঘোলা শুরু হয়। এবিভিপির কেন্দ্রীয় কার্যসমিতির সদস্য শুভব্রত অধিকারী কড়া সুর চড়িয়ে বলেন, 'যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি দুর্নীতির একটি বিস্ফোরক অডিও ক্লিপ সামনে এসেছে। তবে এটা নতুন কোনো ঘটনা নয়। বছরের পর বছর ধরে এখানে নামকাওয়াস্তে ভর্তি পরীক্ষা নেওয়া হয়, আর তারপর পিছনের দরজা দিয়ে বাম ও অতিবামপন্থী ছাত্র-ছাত্রীদের পিএইচডিতে সুযোগ করে দেওয়া হয়।'

আফরিনকে লক্ষ্য করে তিনি আরও যোগ করেন, 'বালিগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের বাম প্রার্থী আফরিন সম্পূর্ণ অবৈধভাবে পিএইচডিতে ভর্তি হয়েছেন। নিজের মূল বিষয়ে সুযোগ না পেয়ে যাদবপুরে বেআইনি উপায়ে অন্য বিষয়ে তাঁকে অ্যাডমিশন পাইয়ে দেওয়া হয়েছে।' এই সম্পূর্ণ কারচুপির নেপথ্যে অধ্যাপক পার্থপ্রতিম রায় কলকাঠি নেড়েছেন বলেও দাবি তোলে এবিভিপি। শুধু তাই নয়, এবার এই ইস্যুতে আদালতের দ্বারস্থ হয়ে আইনি লড়াই লড়ার হুঁশিয়ারিও দিয়েছে তারা।

তবে এবিভিপির এই অভিযোগকে বিন্দুমাত্র আমল দিতে নারাজ সিপিআইএম। দলের শীর্ষ নেতা সুজন চক্রবর্তী পাল্টা তোপ দেগে বলেন, 'যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলে-মেয়েরা চিরকালই মুক্ত চিন্তায় বিশ্বাসী। কিন্তু একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক শিবির চায় বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের গৃহপালিত করে রাখতে। যাদবপুরের স্বাতন্ত্র ও ছাত্রসমাজ কোনোদিনই সেটা মেনে নেবে না।'

## নিম্নচাপের জেরে কলকাতায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** পিছু ছাড়ছে না নিম্নচাপ। দুর্যোগ থেকে সামান্য রেহাই মিলতে না মিলতেই ফের ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিল আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। বঙ্গোপসাগরের পশ্চিমবঙ্গ ও ওড়িশা উপকূলে নতুন করে একটি নিম্নচাপ অঞ্চল ঘনীভূত হয়েছে। তার ওপর সক্রিয় রয়েছে বর্ষাকালীন অক্ষরেখাও। জোড়া ফলাতেই কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে ফের শুরু হয়েছে দুর্যোগ। আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে খবর, আগামী সোমবার পর্যন্ত কলকাতা এবং সংলগ্ন জেলাগুলিতে বৃষ্টির দাপট বজায় থাকবে। অন্যদিকে ওড়িশায় পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতির আশঙ্কায় ইতিমধ্যেই রেড অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে।

পাশাপাশি আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, শনিবারের পর রবিবার কলকাতা ছাড়াও হাওড়া, হুগলি, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরে ভারী বর্ষণের সম্ভাবনা রয়েছে। ওই দিন পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরে অতি ভারী বৃষ্টির জেরে জারি করা হয়েছে 'কমলা সতর্কতা'। পাশাপাশি হাওড়া, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, বাঁকুড়া এবং ঝাড়গ্রাম জেলায় জারি থাকছে হলুদ সতর্কতা। সোমবার বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রামে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া থাকবে। মঙ্গলবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের কয়েকটি জেলায় বৃষ্টির এই মেজাজ বজায় থাকলেও, আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুসারে ৩১ অগস্ট অর্থাৎ সোমবারের পর থেকে সামগ্রিকভাবে দক্ষিণবঙ্গে ঝড়বৃষ্টির তীব্রতা অনেকটাই কমবে। বৃষ্টির পাশাপাশি পুরো দক্ষিণবঙ্গ জুড়েই ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া এবং প্রবল বজ্রপাতের আশঙ্কা রয়েছে। শনিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৭.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং শুক্রবার দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩২.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ সর্বোচ্চ ৯৪ শতাংশ ছুঁইছুঁই হওয়ায় বৃষ্টি না থাকলে চরম ভ্যাপসা গরম ও অস্বস্তি বজায় থাকছে।

এদিকে উত্তরবঙ্গে আপাতত সার্বিক বৃষ্টির দাপট কিছুটা কমলেও পুরোপুরি স্বস্তি মিলছে না। দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারের মতো ওপরের দিকের জেলাগুলিতে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা রয়েছে। তবে আবহাওয়া দপ্তরের ইঙ্গিত, সোমবারের পর থেকে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে ফের বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কিছুটা বৃদ্ধি পেতে পারে।

## ক্যামাক স্ট্রিটের অফিস বেআইনিভাবে দখলের অভিযোগ, কালীঘাট তৃণমূলকে আইনি নোটিস

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** ক্যামাক স্ট্রিটে বিলবোর্ড খোলাকে কেন্দ্র করে পুরসভা ও পুলিশের সঙ্গে নজিরবিহীন সংঘাতের পর এবার চরম আইনি বিপাকে ডায়মন্ড হারবারের তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ৯ নম্বর ক্যামাক স্ট্রিটের যে বহুতলে তৃণমূল যুব কংগ্রেসের অফিস এবং অভিষেকের মূল কার্যালয় পরিচালিত হয়, সেই বহুতল বেআইনিভাবে দখল করে রাখার অভিযোগ উঠল। চুক্তি লঙ্ঘন ও প্রভাব খাটিয়ে বিল্ডিংয়ের দু'টি ফ্লোর দখল করার অভিযোগ এনেছে মালিকপক্ষ। ইতিমধ্যেই এই বিষয়ে 'কালীঘাট তৃণমূল'-কে আইনি নোটিস পাঠানো হয়েছে।

ঘটনার সূত্রপাত কয়েক দিন আগে। ক্যামাক স্ট্রিটের ওই কার্যালয়ের শীর্ষে থাকা একটি বিশাল আয়তনের লোহার ফ্রেম ও হোর্ডিংকে 'বিপজ্জনক' এবং 'ঝুঁকিপূর্ণ' আখ্যা দিয়ে তা সরাতে যায় কলকাতা পুরসভার কর্মীরা। সঙ্গে ছিল বিশাল পুলিশ বাহিনী। অভিযোগ, পুরকর্মীরা অফিসে ঢুকতে গেলে তাঁদের বাধা দেয় তৃণমূল কর্মীরা। খবর পেয়ে পৌঁছন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ডেরেক ও'ব্রায়েন। এরপরই পুলিশ ও পুরকর্মীদের সঙ্গে তৃণমূল কর্মীদের মারামারি ও হাতাহাতির পরিস্থিতি তৈরি হয়। অভিযোগ, উর্দির কলার ধরে টানাটানি থেকে শুরু করে কিল-চড়-ঘুষিও চালানো হয়। শেষ পর্যন্ত গ্যাস কাটার দিয়ে সেই অবৈধ হোর্ডিং কেটে নামান পুরকর্মীরা।

এই ঘটনার পর পুরসভার কাজকে 'বেআইনি' আখ্যা দিয়ে জরুরি ভিত্তিতে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু সেখানেও জোর ধাক্কা খায় দল। প্রধান বিচারপতির নির্দেশে বিচারপতি রাজা বসুচৌধুরীর বেঞ্চে মামলাটির শুনানি হলে আদালত স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, যেহেতু হোর্ডিং আগেই ভেঙে ফেলা হয়েছে, তাই এই আবেদনের আর কোনও প্রাসঙ্গিকতা নেই। ফলে কোনও অন্তর্বর্তী রক্ষাকবচ মেলেনি।

আদালতে ধাক্কা খাওয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই সামনে আসে নতুন বিস্ফোরক অভিযোগ। ২০২০ সালে ৯ নম্বর ক্যামাক স্ট্রিটের ওই বহুতলের মালিকের সঙ্গে তৃণমূল যুব কংগ্রেসের পক্ষে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সেই চুক্তিতে সই করেছিলেন বর্তমানে জেলবন্দি তৃণমূল নেতা দেবরাজ চক্রবর্তী। মালিকপক্ষের দাবি, চুক্তির কোনও শর্তই মানেনি শাসকদল। সিসি অর্থাৎ কমপ্লিশন সার্টিফিকেট ছাড়াই স্রেফ ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে বহুতলের দুটি ফ্লোর দখল করে রাখা হয়েছে। এমনকী মালিকের অগোচরেই ছাদে ওই অত বড় লোহার কাঠামো বসিয়ে বিলবোর্ড ঝুলিয়ে দেওয়া হয়।

মালিকপক্ষের আইনজীবী সাগ্নিকা বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্ট জানান, 'বিল্ডিংয়ের সিসি এখনও দেওয়া হয়নি। তা সত্ত্বেও জোর খাটিয়ে অফিস চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আগে অভিযোগ জানাতে গেলেও গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। তবে এবার আমরা কড়া আইনি পদক্ষেপের পথে হেঁটেছি। প্রথমে আইনি নোটিস পাঠানো হয়েছে। নির্দিষ্ট সময়ে উত্তর বা পদক্ষেপ না মিললে সোজা থানায় এফআইআর করা হবে। পুলিশ কাজ না করলে আমরা আদালতের দ্বারস্থ হব।'

এদিকে এই বিলবোর্ড সরানোর ঘটনায় তীব্র সমালোচনা করেছেন বিজেপি নেত্রী তথা পুরমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। তিনি বলেন, 'বিলবোর্ড সরানোর মূল কারণ ছিল জনসুরক্ষা। ঝোড়ো হাওয়ায় ওই বিশাল লোহার বিম নিচে পড়লে শত শত মানুষের জীবন যেত। পুরসভা ও পুলিশ সঠিক কাজই করেছে। আর এখন তো শুনছি পুরো বিল্ডিংটাই নাকি জবরদখল করে রাখা হয়েছে! কোন জমি, কীভাবে ট্যাক্স দেওয়া হচ্ছে, এ সব খতিয়ে দেখা দরকার। তবে অবাক হওয়ার কিছু নেই, গত দেড় দশক ধরে তো এভাবেই বেআইনি কাজকর্ম চালাচ্ছে তৃণমূল।'

## ধৃত নৈহাটি পুরসভার প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলর রঞ্জন কর্মকার

**নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর:** ৪ মে বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর থেকেই অন্যত্র গা ঢাকা দিয়েছিলেন নৈহাটি পুরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলর রঞ্জন কর্মকার ওরফে রণ। গঙ্গাবক্ষ থেকে অবৈধ উপায়ে বালি উত্তোলন, জোর করে জমি দখল, মারধর, হুমকি, তোলাবাজি-সহ একাধিক অভিযোগ রয়েছে ধৃতের বিরুদ্ধে।

দীর্ঘদিন ধরে পুলিশ তাঁর খোঁজ চালাচ্ছিল। অবশেষে শুক্রবার রাতে

নৈহাটি থানার পুলিশ তাঁকে কল্যাণী থেকে গ্রেপ্তার করেছে। ধৃতকে শনিবার ব্যারাকপুর আদালতে পাঠানোর সময় উঠল থানা চত্বরে উঠল 'চোর চোর' স্লোগান। থানায় জমায়েত হওয়া বিজেপি কর্মীরা ধৃতের কঠোর শাস্তির দাবিতে সোচ্চার হন।

## একাধিক অভিযোগে ধৃত ভাটপাড়ার প্রাক্তন কাউন্সিলর তরুণ সাউ

**নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর :** পুলিশকে মারধর-সহ একাধিক অপরাধমূলক কার্যকলাপে জড়িত থাকার অভিযোগে ধৃত ভাটপাড়া পুরসভার ১১ নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলর তরুণ সাউ। শুক্রবার রাতে সোদপুর থেকে তাঁকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। প্রাক্তন কাউন্সিলারের গ্রেপ্তারি নিয়ে বিজেপি নেতা চন্দন গুপ্তা বলেন, জগদ্দলের প্রাক্তন বিধায়কের কালেক্টর ছিলেন ধৃত কাউন্সিলর। ধৃত কাউন্সিলর সিন্ডিকেটরাজ চালাতেন। তাঁর অভিযোগ, পুরসভার কাজের বরাত পেতে ধৃত কাউন্সিলরকে কমিশন

দিতে হত ঠিকাদারদের। ধৃত কাউন্সিলর সংগৃহীত অর্থ জগদ্দলের প্রাক্তন বিধায়কের কাছে পৌঁছে দিতেন। তাঁর দাবি, জগদ্দলের প্রাক্তন বিধায়ক ঘনিষ্ঠ ধৃত এই প্রাক্তন কাউন্সিলরকে কোমড়ে দঁড়ি বেঁধে এলাকায় ঘোরানো উচিত।

## এন্টালি থানায় তালা ঝোলানোর অভিযোগ, বিজেপি নেতা সুদীপ রাম সাময়িক বরখাস্ত

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** এন্টালি থানার মূল ফটকে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শনের ঘটনায় স্থানীয় বিজেপি নেতা সুদীপ রামকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করল বিজেপি। শুক্রবার দলের তরফ থেকে তাঁকে একটি শোকজ নোটিস জারি করা হয়েছে। নোটিসে জানতে চাওয়া হয়েছে যে, স্বাধীনতা দিবসের রাতে তিনি কেন এমন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন? সুদীপ রামকে আগামী সাত দিনের মধ্যে সন্তোষজনক জবাব দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিজেপি নেতৃত্বের পরবর্তী নির্দেশ না আসা পর্যন্ত সুদীপ রাম বরখাস্তই থাকবেন। বিজেপির শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটি এই আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে এবং রাজ্য বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের নির্দেশক্রমেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, স্বাধীনতা দিবসের রাতে এন্টালি থানা এলাকায় বিজেপির দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা বিবাদ গুরুতর রূপ ধারণ করে। একটি গোষ্ঠীকে প্রিয়াঙ্কা টিব্রেওয়ালের সমর্থক বলে মনে করা হয়, আর অন্য গোষ্ঠীতে দুই ভাই দিলীপ রাম ও সুদীপ রামের সমর্থকরা রয়েছে। সূত্র মারফত জানা গেছে, পদ্মপুকুরের ৫৪ নম্বর ওয়ার্ডে দিলীপ ও সুদীপ রামের গোষ্ঠী দুর্গাপুজো আয়োজনের প্রস্তুতি নিচ্ছিল। এর জন্য খুঁটি পুজোও করা

হয়েছিল। অভিযোগ, প্রিয়াঙ্কা টিব্রেওয়ালের গোষ্ঠী এর বিরোধিতা করে। যদিও প্রিয়াঙ্কা গোষ্ঠীর দাবি, দুর্গাপুজো নিয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গেই দিলীপ-সুদীপ গোষ্ঠীর ঝামেলা হয়েছিল। জানা যাচ্ছে যে, এই বিবাদের প্রভাব স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানের সময়ও দেখতে পাওয়া যায়। অভিযোগ, দিলীপ-সুদীপ গোষ্ঠীর আয়োজিত অনুষ্ঠানে কিছু লোক পৌঁছে হাঙ্গামা সৃষ্টি করে এবং কয়েকজনের সঙ্গে মারপিটও করে। এর প্রতিবাদে ক্ষতিগ্রস্ত গোষ্ঠীর লোকেরা এন্টালি থানা ঘেরাও করে। অভিযোগ, এই সময়ই থানার মূল ফটকে তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়।

ঘটনার খবর পাওয়া মাত্রই গভীর রাতে পুলিশের ঊর্ধ্বতন আধিকারিকেরা এন্টালি থানায় পৌঁছন। আধিকারিকদের মধ্যস্থতায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়। যদিও দিলীপ-সুদীপ গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে যে, তাঁদের দলের কেউ থানার গেটে তালা লাগায়নি। তাঁদের উল্টো অভিযোগ, পুলিশকর্মীরা নিজেরাই গেটে তালা লাগিয়েছিলেন। অন্যদিকে, পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে দিলীপ রাম ও সুদীপ রামের বিরুদ্ধে এন্টালি থানায় একটি এফআইআর দায়ের করা হয়েছে।

# রাজ্যে পর্যটনের নয়া জোয়ার, ৪৫ কোটির চুক্তিতে তৈরি হচ্ছে দু'টি হাইব্রিড ফেরি

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** রাজ্যের পর্যটন খাত এবং অভ্যন্তরীণ জলপথ পরিবহণে বড় ধরনের পরিকাঠামোগত রূপান্তরের লক্ষ্য নিয়ে বড় পদক্ষেপে নিল পশ্চিমবঙ্গ সরকার। শনিবার কলকাতার এক অনুষ্ঠানে পর্যটন পরিকাঠামো উন্নয়নের উদ্দেশে গার্ডেন রিচ শিপবিল্ডার্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার্স অর্থাৎ জিআরএসই লিমিটেডের সঙ্গে ৪৫ কোটি টাকার এক মেগা চুক্তি সাক্ষরিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন উন্নয়ন নিগম (ডব্লিউবিটিডিসিএল) ও জিআরএসই-র মধ্যে সম্পন্ন হওয়া এই চুক্তির অধীনে হুগলি নদীতে দু'টি অত্যাধুনিক পরিবেশবান্ধব হাইব্রিড ফেরি পরিচালনা এবং উত্তরবঙ্গের জলদাপাড়ায় একটি কৌশলগত বেইলি ব্রিজ নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পর্যটন মন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ, পর্যটন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী পূর্ণিমা চক্রবর্তী, জিআরএসই-র চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর কমোডোর (অবসরপ্রাপ্ত) পিআর হরি এবং উভয় সংস্থার শীর্ষ আধিকারিকরা।

চুক্তির সিংহভাগ অর্থাৎ ৪২ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে দু'টি ডিজেল-ইলেকট্রিক হাইব্রিড ফেরি নির্মাণের জন্য। ইন্ডিয়ান রেজিস্টার অফ শিপিং অর্থাৎ আইআরএস দ্বারা অনুমোদিত এই জলযানগুলি বাণিজ্যিক ও সাধারণ যাত্রীবাহী এই উভয় উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হবে। ২৪ মিটার দৈর্ঘ্য ও ৮ মিটার চওড়া এই ফেরিগুলির ড্রাফট ১ মিটার এবং প্রতিটিতে ১০০ জন যাত্রী চলাচলের ব্যবস্থা থাকবে। জলযানগুলিতে উন্নত ব্যাটারি ও ডিজেল জেনারেটরের সমন্বয় থাকার কারণে সাধারণ নৌকোর তুলনায় শব ও কম্পন বহুগুণ কম হবে। এতে

যাত্রীরা স্বাচ্ছন্দ্যময় ভ্রমণের সুযোগ পাবেন। এছাড়া হাইব্রিড মোডে সর্বোচ্চ ৯ নট ও সম্পূর্ণ বৈদ্যুতিক মোডে ৭ নট গতি সম্পন্ন এই ফেরিগুলি কার্বন নির্গমন কমিয়ে পরিবেশ রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। আগামী দিনে চন্দননগর, ব্যারাকপুর ও দক্ষিণেশ্বরের মতো গুরুত্বপূর্ণ গঙ্গার রুটে এই ফেরিগুলি চালানো হবে। অন্যদিকে, উত্তরবঙ্গের পাহাড়ি অঞ্চলের পর্যটন ও স্থানীয় যোগাযোগ ব্যবস্থা পুনরুজ্জীবিত করতে বাকি ৩ কোটি টাকা খরচ করে জলদাপাড়ার ক্ষতিগ্রস্ত স্থানে একটি '৭০ আররোড ক্লাস' বেইলি ব্রিজ নির্মাণ করা হবে। এর ফলে দুর্যোগে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া যোগাযোগ ব্যবস্থা ফের স্বাভাবিক হবে, যা স্থানীয় অর্থনীতিতেও গতি আনবে।

জিআরএসই সূত্রের খবর, চুক্তি সাক্ষরের পর থেকে আগামী ১৫ মাসের মধ্যে এই সমস্ত প্রকল্প সম্পন্ন করে রাজ্য সরকারের হাতে তুলে দেওয়া হবে। এ পর্যন্ত ভারতীয় সেনা ও বিআরও সহ একাধিক সংস্থাকে ৫, ৯০০টিরও বেশি বেইলি ব্রিজ সরবরাহ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে জিআরএসই-র। উল্লেখ্য, ২০২৫ সালে রাজ্যের প্রথম জিরো-এমিশন ইলেকট্রিক ফেরি 'ঢেউ' তৈরি করে তাক লাগিয়ে দিয়েছিল এই সংস্থা। নতুন এই চুক্তি সহ বর্তমানে রাজ্য সরকারের জন্য মোট ১৩টি হাইব্রিড ফেরি তৈরি করছে তারা। এই উদ্যোগ একদিকে যেমন রাজ্যের দূরবর্তী এলাকার পর্যটন ও পরিবহণে জোয়ার আনবে, অন্যদিকে তেমনই কেন্দ্র ও রাজ্যের পরিবেশবান্ধব জলপথ ব্যবস্থার লক্ষ্যকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যাবে।

## সম্পাদকীয়

### সঙ্গী ছেড়ে একলা চলার এই প্রবণতার মূলে কি শুধুই আর্থিক কারণ?

সঙ্গী? না বাবা, আমি একলাই ভালো। একলাই ঠিক আছি। সম্প্রতি জেন জি-কে টানছে এই ট্রেন্ডই। যতদিন যাচ্ছে, ততই নতুন প্রজন্মের বড় অংশ সঙ্গীর থেকে মুখ ফেরাচ্ছে। ছেলে হোক বা মেয়ে, সবদিকের ছবিটা একই। এই একা থাকার প্রবণতাই সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাষার হল সোলো ম্যাক্সিং। জেন-জি আর মিলেনিয়ালদের মধ্যে ট্রেন্ড হয়ে ওঠা এই নতুন শব্দের মানে, সিঙ্গল থাকা। তার মানে কাউকে পাইনি বলে একা আছি তা ভাবলে ভুল হবে, বরং সম্পূর্ণ নিজের শর্তে জীবনযাপন করবো বলে স্বেচ্ছায় এই জীবনধারা বেছে নেওয়াকেই বলে সোলো ম্যাক্সিং। এক্স হ্যান্ডল থেকে ইন্সটাগ্রাম, ফেসবুকে এখন বেশিরভাগই এই রিলস ঘোরাফেরা করছে। কুড়ি পেরোলেই বুড়ি', 'ত্রিশ পেরোলেই বিয়ে হবে না'- এই ভীতি আর মানসিক টানাপোড়েনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়েই সমাজের ছেলে -মেয়ে উভয়েই বেছে নিয়েছে নিজের সঙ্গে থাকার এই জীবন যাত্রাকে। দাপিয়ে চলছে সিঙ্গল থাকার উদযাপন। সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান বলছে, কয়েক দশক আগের তুলনায় তরুণ প্রজন্মের সিঙ্গল থাকার প্রবণতা অনেক বেড়ে গিয়েছে। এখন প্রশ্ন হল কেন বাড়ছে এই।প্রবণতা? ছেলে, মেয়েরা কি পারস্পরিক।সম্পর্কে আগ্রহ হারাচ্ছে? বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ কি কমছে? কেন? একাংশের দাবি, এর কারণ, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আর্থিক। বাস্তবটা হচ্ছে, প্রেমের বাজারে রেস্তোরাঁর বিল, ডেটিংয়ে যাতায়াত খরচ, সিনেমা, অ্যামিউজমেন্ট পার্ক, বিনোদন সব সামলাতে হিমশিম খাচ্ছে তরুণ প্রজন্ম। সোজা কথা খরচ। একদিন দেখা করতে গেলেই বেরিয়ে যাচ্ছে মোটা টাকা।ফলে কমছে সঞ্চয়, যার জেরে বাড়ছে অনিশ্চয়তা। তথ্য বলছে, সোলো ম্যাক্সিং তাদের ব্যাঙ্ক ব্যালেন্সে অনেক পরিবর্তন এনেছে। শুধু খরচ কমাই নয়, সম্পর্কের নানারকম ঝঞ্ঝাট থেকেও মিলেছে মুক্তি। এটাই টানছে জেন জি-কে। এর ফলে তারা পাচ্ছে নিখাদ এক নিখাদ মনসিক শান্তি'। একটা ভুল সম্পর্ক জীবনকে ওলোট-পালোট করে দেয়, তার থেকে সিঙ্গল জীবন হাজার গুণ শ্রেয় বলে মনে করছে আজকের প্রজন্ম।

### শব্দছক ২৫৫

রবি দাস

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ■ | ৩ | ৪ | | ■ | ৫ |
| ৬ | | ৭ | ■ | | ■ | ৮ | |
| | ■ | | ■ | ৯ | | | ■ |
| ■ | ১০ | | ১১ | ■ | ■ | ১২ | |
| ১৩ | | ■ | ১৪ | | ১৫ | | ■ |
| ■ | ১৬ | | | ■ | | ■ | ১৭ |
| ১৮ | | ■ | | ■ | ১৯ | ২০ | |
| | ■ | ২১ | | | ■ | ২২ | |

**পাশাপাশি:** ১. বন্যা ৩. যন্ত্রযান ৬. দুয়ারের পাল্লা ৮. অন্য ভাষায় প্যারাফিন ৯. সাঁড়াশির কাজ-করা স্যাকরার এক যন্ত্র ১০. মেঘ ১২. সপ্তাহের দ্বিতীয় বার ১৩. তরোয়ালের আঘাত থেকে শরীর রক্ষা করে ১৪. একটুতেই যে রেগে যায় ১৬. তরল ধাতু ১৮. চোখের অসুখ যা দৃষ্টিশক্তি কমায় ১৯. জিওল মাছের একটি ২১. বিষ ২২. নতুন

**ওপর-নিচ:** ১. বৃষ্টি ২. নারীর বিপরীত ৪. পাকিস্তানের এক শহর ৫. দশরথের জ্যেষ্ঠপুত্র ৭. বিশাল এক অরণ্য-বৃক্ষ ৮. বেশ ভালোরকম ভারী চেহারা ১৪. ইংরাজীতে স্কলারশিপ ১১. দামাদামি ১৫. দৃষ্টিশক্তির জন্য চোখের অলঙ্কার ১৭. সোচ্চার ১৮. জন্তু-জানোয়ারের শাবক ২০. ঢেউ

**সমাধান ২৫৪ — পাশাপাশি:** ১. হলাহল ৪. সফর ৬. রস ৭. গগন ৮. টান ৯. খাদ ১০. জমাট ১২. খসরা ১৪. নাকাল ১৫. কপট ১৭. অলি ১৮. মল ১৯. নালিশ ২০. ভাব ২১. ধমক ২২. কতিপয়

**ওপর-নিচ:** ১. হররোজ ২. লাসা ৩. লগন ৪. সন ৫. রসদ ৮. টাটকা ৯. খারাপ ১১. মানালি ১৩. সকল ১৬. টমবয় ১৭. অবাধ ১৮. মশক ১৯. নাক ২০. ভাগ

### আজকের দিন

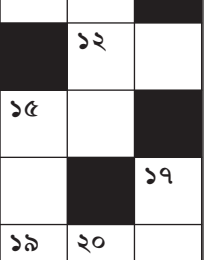

■ **১৯৮৪** — স্পেস শাটল ডিসকভারি ফ্লোরিডা থেকে উৎক্ষেপিত হয়েছিল।

■ **১৯৯১** — সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে আজারবাইজান স্বাধীনতা ঘোষণা করে ।

■ **১৯৯৯** — গণভোটে পূর্ব তিমুরের জনগণ বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতায় ইন্দোনেশিয়া থেকে স্বাধীনতার পক্ষে ভোট দেয় ।

### জন্মদিন

১৯২৩ *চলচ্চিত্রের বিশিষ্ট গীতিকার শৈলেন্দ্রর জন্মদিন।*

১৯৫৪ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ রবিশঙ্কর প্রসাদের জন্মদিন।*

১৯৭১ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী শ্রীলেখা মিত্রের জন্মদিন।*

রবিশঙ্কর প্রসাদ

# কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার পিপাসায় শুকিয়ে যাচ্ছে ধরণী

**উজ্জ্বল কুমার দত্ত**

একদিন নদীর তীরবর্তী স্থানে সভ্যতার প্রথম বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল। মানুষ জানত, জলই জীবন। তাই নদী, পুকুর, কুয়ো, সরোবর, বাঁধ কিংবা সিঁড়িঘাটগুলিকে ঘিরে ধীরে-ধীরে গড়ে উঠেছিল মানুষের সংস্কৃতি, অর্থনীতি ও সামাজিক সম্পর্কের এক বিস্তৃত জগৎ। জলের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক ছিল গভীর প্রয়োজনের; তারসঙ্গে মিশেছিল শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার। মানুষ জল সঞ্চয় করতে শিখেছে। বিপুল জনসংখ্যার তৃষ্ণা নিবারণ ও অন্যান্য ব্যবহারের জন্য জলকে ভাগ করে নিতে শিখেছে। আবার অনেক সময় জলকে ঘিরে সংঘাতের মুখোমুখি হয়েছে। কালের প্রবাহে জলকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হয়েছে অসংখ্য উৎসব, আচার ও লোকসংস্কৃতি। অর্থাৎ জল মানুষের জীবনের প্রতিটি অধ্যায়ের নীরব সঙ্গী। তার হাত ধরেই একসময় গড়ে উঠেছিল বসতি, কৃষি, জীবিকা ও সংস্কৃতির পথ; মানুষের দৈনন্দিন জীবন থেকে উৎসব ও সামাজিক সম্পর্ক;সবকিছুর গভীরে মিশে আছে জলের স্নিগ্ধ উপস্থিতি।

সময়ের স্রোত বহুদূর এগিয়েছে। সেই মানুষ আজ এমন এক প্রযুক্তির যুগে এসে দাঁড়িয়েছে, যেখানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মানুষের ভাষা বুঝতে পারছে, প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে, ছবি ও লেখা সৃষ্টি করছে, বিপুল তথ্য বিশ্লেষণ করছে, এমনকি জটিল সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রেও সহায়তা করছে। মানুষের মেধার এক নতুন দিগন্ত যেন খুলে গেছে। কিন্তু এই বিস্ময়কর অগ্রগতির দীপ্তির আড়ালে ধীরে-ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠছে এক গভীর অস্বস্তি;বুদ্ধিমান যন্ত্র নির্মাণের এই যাত্রায় প্রকৃতির কাছ থেকে আমরা আসলে কতটা মূল্য আদায় করে নিচ্ছি? মানুষের কৃত্রিম বুদ্ধির বিকাশ যদি পৃথিবীর স্বাভাবিক জলভাণ্ডারের উপর ক্রমবর্ধমান চাপ সৃষ্টি করে, তবে সেই অগ্রগতির প্রকৃত মূল্য কোথায় গিয়ে জমা হচ্ছে?

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার দৃশ্যমান মুখটি আমাদের মোবাইলের পর্দায় কিন্তু তার আসল পরিকাঠামো রয়েছে বিশাল তথ্যকেন্দ্রে। সেখানে হাজার হাজার শক্তিশালী সার্ভার দিনরাত কাজ করে চলেছে। প্রতিটি সার্ভারের কর্মক্ষমতার আড়ালে লুকিয়ে থাকে বিপুল বিদ্যুৎ-চাহিদা। সার্ভার যত বেশি কাজ করে, তার যন্ত্রাংশ তত বেশি উত্তপ্ত হয়। সেই তাপ সামলাতে প্রয়োজন হয় শক্তিশালী শীতলীকরণ ব্যবস্থার এবং তার জন্যও খরচ হয় অতিরিক্ত বিদ্যুৎ এবং শীতলীকরণ ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান জল। ফলে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রতিটি উত্তর ও প্রতিটি গণনার পেছনে থাকে বিদ্যুতের এক অদৃশ্য হিসাব।

ফলে আমরা যখন এআই-এর কাছে একটি প্রশ্ন রাখি, তখন তার উত্তর তৈরির পেছনে অদৃশ্যভাবে সক্রিয় হয়ে ওঠে এক বিশাল যন্ত্রসভ্যতা। তার জন্য দরকার বিদ্যুৎ, জল, জমি এবং বিপুল পরিমাণ পরিকাঠামো।

ভারতও এই পরিবর্তনের বাইরে নেই। দেশ দ্রুত এআই-নির্ভর ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে চলেছে। ভারত সরকারের ইন্ডিয়াএআই মিশনের অধীনে দেশের নিজস্ব কম্পিউটিং পরিকাঠামো গড়ে তোলার কাজ চলছে। হাজার-হাজার জিপিইউ-সমৃদ্ধ কম্পিউটিং ক্ষমতা গবেষক ও সংস্থাগুলির জন্য উন্মুক্ত করা হচ্ছে। দেশীয় ভিত্তিমূলক এআই মডেল তৈরির উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে। লক্ষ্য কেবল বিদেশি প্রযুক্তির ব্যবহারেই সীমাবদ্ধ রাখা যাবে না। ভারতের বহুভাষিক সমাজ, প্রশাসনিক কাঠামো, কৃষি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যব্যবস্থার নিজস্ব চাহিদাকে সামনে রেখে এমন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা গড়ে তুলতে হবে, যার প্রযুক্তি ও প্রয়োগ ভারতীয় বাস্তবতার সঙ্গে গভীরভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ। মানুষের ভাষা, জীবনযাত্রা ও সামাজিক বৈচিত্র্যকে বুঝে যে প্রযুক্তি দেশের নিজস্ব সমস্যা সমাধানে কাজে লাগবে, সেই আত্মনির্ভর কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাই হতে পারে ভারতের ভবিষ্যতের গুরুত্বপূর্ণ শক্তি।

এটি নিঃসন্দেহে বড় অগ্রগতি। ভারতের হাতে রয়েছে বিপুল সংখ্যক প্রযুক্তিবিদ, বিশাল ডিজিটাল বাজার এবং বহু ভাষায় সমৃদ্ধ একটি সমাজ। কিন্তু এই উচ্চাকাঙ্ক্ষার সঙ্গে একটি দায়িত্বও এসে পড়ছে। এআই যত বাড়বে, তথ্যকেন্দ্রের প্রয়োজন তত বাড়বে এবং তথ্যকেন্দ্র মানেই শুধু সার্ভার নয়;তার সঙ্গে যুক্ত জল, বিদ্যুৎ, শীতলীকরণ ব্যবস্থা এবং জমি।

সমস্যার গভীরতা বোঝা যায় যখন এই জলচাহিদার সঙ্গে পৃথিবীর বর্তমান জলসংকটকে পাশাপাশি রাখা হয়। বিশ্বের বহু অঞ্চলে ভূগর্ভস্থ জলের স্তর নেমে যাচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বৃষ্টির স্বাভাবিক ছন্দের বদল ঘটছে। কোথাও অতিবৃষ্টি, কোথাও দীর্ঘ খরা। ভারতের বহু শহরে গ্রীষ্ম এলেই পানীয় জলের জন্য মানুষকে ট্যাঙ্কারের অপেক্ষায় থাকতে হয়। গ্রামে শুকিয়ে যাচ্ছে পুকুর, ক্ষীণ হচ্ছে কুয়োর জল, কৃষকের সেচের খরচ বাড়ছে। এমন সময়ে বিশাল তথ্যকেন্দ্রের জন্য বিপুল জল ব্যবহার ভবিষ্যতের একটি কঠিন প্রশ্ন সামনে এনে দেয়।

বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিবেদনে বিশ্বের বড় প্রযুক্তি সংস্থাগুলির তথ্যকেন্দ্রে বিপুল জল ব্যবহারের চিত্র উঠে এসেছে। কোথাও একটি বড় তথ্যকেন্দ্র বছরে কোটি-কোটি গ্যালন জল ব্যবহার করছে। কোথাও একটি সংস্থার সামগ্রিক জলব্যবহার কয়েক বিলিয়ন লিটারে পৌঁছেছে। প্রযুক্তির পরিধি যত বাড়ছে, এআই-এর ব্যবহার যত সাধারণ মানুষের জীবনের অংশ হয়ে উঠছে, ততই বাড়ছে এই পরিকাঠামোর চাহিদা। আজ যে জলব্যবহার তুলনামূলকভাবে দূরের কোনও শিল্পের সমস্যা বলে মনে হচ্ছে, আগামী দিনে তা বহু অঞ্চলের পরিবেশ ও জনজীবনের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত হতে পারে।

অবশ্য এআই-এর প্রতিটি প্রশ্নের সঙ্গে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ জল খরচ হয়;এমন সরল হিসাব সর্বত্র প্রযোজ্য নয়। তথ্যকেন্দ্রের অবস্থান, আবহাওয়া, ব্যবহৃত শীতলীকরণ প্রযুক্তি, সার্ভারের দক্ষতা, বিদ্যুতের উৎস এবং কাজের চাপের উপর জল ও শক্তির ব্যবহার নির্ভর করে। ফলে কোনও একটি সংখ্যাকে সর্বজনীন সত্য হিসেবে দেখার সুযোগ নেই। কিন্তু বৃহত্তর বাস্তবতাটি অস্বীকার করার উপায়ও নেই;এআই-এর বিস্তারের সঙ্গে তার পরিবেশগত পদচিহ্নও বাড়ছে।

জলের পাশাপাশি রয়েছে বিদ্যুতের প্রশ্ন। এআই-এর শক্তিশালী মডেল প্রশিক্ষণ এবং পরিচালনার জন্য বিপুল কম্পিউটিং ক্ষমতা দরকার। সেই ক্ষমতার জন্য প্রয়োজন বিপুল বিদ্যুৎ। বিদ্যুতের উৎস যদি জীবাশ্ম জ্বালানি হয়, তাহলে প্রযুক্তির এই প্রসারের সঙ্গে কার্বন নিঃসরণও যুক্ত হয়। অর্থাৎ যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা জলবায়ু পরিবর্তনের তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে, বন্যা বা ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বাভাস উন্নত করতে পারে, কৃষিতে জলের অপচয় কমানোর উপায় খুঁজে দিতে পারে, তার নিজের পরিকাঠামোকেও পরিবেশের কাছে জবাবদিহি করতে হবে।

এখানেই উন্নয়নের প্রচলিত ধারণাটিকে একটু থামিয়ে দেখা দরকার। উন্নয়ন মানে আরও বড় সার্ভার, আরও দ্রুত প্রসেসর, আরও শক্তিশালী অ্যালগরিদম; এতটুকুতে হিসাব শেষ হতে পারে না। উন্নয়নের সঙ্গে প্রশ্ন জুড়তে হবে, তার পরিবেশগত মূল্য কত? একটি প্রযুক্তি কতটা জল ব্যবহার করছে? কতটা বিদ্যুৎ নিচ্ছে? সেই বিদ্যুতের উৎস কী? স্থানীয় মানুষের জীবন ও পরিবেশের উপর তার প্রভাব কতটা?

ভারতের ক্ষেত্রে এই প্রশ্ন আরও জরুরি। কারণ আমরা একই সঙ্গে জলসংকটের দেশ এবং দ্রুত ডিজিটাল অর্থনীতিতে প্রবেশ করা দেশ। যে দেশে একদিকে এআই-এর জন্য উন্নত কম্পিউটিং পরিকাঠামো তৈরি হচ্ছে, অন্যদিকে বহু অঞ্চলে মানুষ এখনও পানীয় জলের নিশ্চয়তা থেকে দূরে, সেখানে প্রযুক্তির উন্নয়ন ও জলনিরাপত্তাকে আলাদা করে দেখা সম্ভব নয়।

সমাধানের পথ অবশ্য আছে। তথ্যকেন্দ্রে জল পুনর্ব্যবহার বাড়ানো যেতে পারে। কম জলনির্ভর শীতলীকরণ প্রযুক্তি ব্যবহার করা যেতে পারে। শক্তি দক্ষতা বাড়িয়ে একই কাজ কম বিদ্যুতে করার চেষ্টা করা যায়। সৌর, বায়ু ও অন্যান্য নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার বাড়ানো যেতে পারে। এআই মডেলকেও আরও দক্ষ করে তোলা সম্ভব। একই সঙ্গে জলসংকটপূর্ণ অঞ্চলে তথ্যকেন্দ্র স্থাপনের আগে স্থানীয় জলসম্পদের বহনক্ষমতা বিচার করা জরুরি।

সরকারের দায়িত্বও এখানে গুরুত্বপূর্ণ। তথ্যকেন্দ্রগুলির জল ও শক্তি ব্যবহারের হিসাব স্বচ্ছ হওয়া দরকার। বিনিয়োগ ও ডিজিটাল অর্থনীতির প্রসারের পাশাপাশি মানুষের পানীয় জল, কৃষি এবং স্থানীয় পরিবেশের অধিকারকে সমান গুরুত্ব দিতে হবে। প্রযুক্তি সংস্থাগুলির কাছেও পরিবেশগত দায়বদ্ধতা ব্যবসার বাইরের কোনও বিষয় হতে পারে না। সেটি তাদের মূল নীতির অংশ হওয়া উচিত।

কারণ প্রশ্নটি কেবল প্রযুক্তির নয়। প্রশ্নটি আমাদের সভ্যতার অগ্রাধিকারের।

আমরা এমন এক পৃথিবী তৈরি করছি, যেখানে যন্ত্র মানুষের ভাষা বুঝবে, মানুষের কাজ করবে, মানুষের জ্ঞানকে বহুগুণ বাড়িয়ে দেবে। ভারতও সেই ভবিষ্যতের নির্মাণে অংশ নিচ্ছে। কিন্তু সেই পৃথিবীর নদী যদি শুকিয়ে যায়, ভূগর্ভস্থ জল যদি আরও নীচে নেমে যায়, কৃষকের কুয়ো যদি একদিন জলের বদলে শূন্যতা তুলে আনে, তাহলে আমাদের সমস্ত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কী উত্তর দেবে?

ভবিষ্যৎকে বুদ্ধিমান করার প্রতিযোগিতা চলছে। তার সঙ্গে ভবিষ্যৎকে বাসযোগ্য রাখার প্রতিযোগিতাটিও শুরু করা দরকার।

কারণ সভ্যতার প্রথম পাঠ আজও বদলায়নি; মানুষের হাতে যত জ্ঞানই আসুক, জীবন শুরু হয় জল দিয়ে। যদি এমন দিন আসে, যখন প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার মতো প্রযুক্তি আমাদের থাকবে, কিন্তু তৃষ্ণা মেটানোর মতো জল থাকবে না, তবে সেই সাফল্যকে উন্নয়ন বলা কঠিন নয় কি?

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা আমাদের ভবিষ্যৎ বদলাতে পারে। কিন্তু সেই ভবিষ্যৎকে বাঁচিয়ে রাখার বুদ্ধি মানুষের মধ্যেই থাকতে হবে।

***(মতামত: ব্যক্তিগত)***

# সাধারণ গ্রন্থাগার দিবস ও আমরা

**ডাঃ শামসুল হক**

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নেওয়া নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এই রাজ্যের বিভিন্ন গ্ রন্থাগারে বিভিন্ন দিবস উদযাপনের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে একটা তালিকা। সেই তালিকা অনুযায়ী ৩১ শে আগষ্ট দিনটাকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে সাধারণ গ্ রন্থাগার দিবস পালনের জন্য। রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্ত একেবারেই সময়োপযোগী এবং যদি সেই দিবসগুলো সঠিকভাবে পালন করা সম্ভব হয় তাহলে সেটা সমাজ উন্নয়নের ক্ষেত্রেও যে বিশেষ সহায়কের ভূমিকা পালন করবে সেই বিষয়েও একমত সকলে।

১৮৩৫ সালের আগস্ট মাসের এই ৩১ তারিখেই কলকাতার টাউন হলে একটা প্রস্তাব আসে যে দেশের সব ধরণের পাঠক পাঠিকাদের ও জন্য নির্মাণ করা হবে সাধারণ গ্ রন্থাগার বা পাবলিক লাইব্রেরী। তাই সেইমতো ১৮৩৬ সালের ২১ শেষ মার্চ কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরী। সেটা আবার ইন্টিরিয়ার লাইব্রেরীর সাথে যুক্ত হয়ে যায় ১৮০৩ সালে।

আমাদের রাজ্যে আছে ছোট বড় মাঝারি অনেক গ্ রন্থাগার ই। আবার জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্যই সদা উন্মুক্ত তাদের দরজাও। ছোট বড় সমস্ত পাঠক পাঠিকা সেখানে হাজির থাকতে পারে শুধুমাত্র নতুন নতুন অনেক জ্ঞানার্জনের আশাতেই। সেখানে শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু সেটা উপর তেমন গুরুত্ব আরোপ করার প্রয়োজন নিশ্চয়ই নেই। তাই স্বল্প শিক্ষিত থেকে শুরু করে উচ্চ শিক্ষিত , সকলেরই সেখানে আছে সমান প্রবেশাধিকার ও।

অত এব আমরা যদি একটা লাইব্রেরীকে চিহ্নিত করি জনগণের বিদ্যালয় , এই নামেই তাহলেও কিন্তু কোন ভুল ভাবা হবে না । বলাই বাহুল্য , সাধারণ গ্ রন্থাগার নামক এই প্রতিষ্ঠান মানব সভ্যতার বিকাশের ক্ষেত্রে সত্যিই ভীষণ উপযোগী ও।

গ্ রন্থাগার প্রসঙ্গে কবি সাহিত্যিক থেকে শুরু করে বিশেষজ্ঞরাও নানান সময়ে জানিয়েছেন তাঁদের নিজস্ব মতামত ও। এই প্রসঙ্গে মনে রাখার মতো মতামত প্রকাশ করেছেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো মানুষ ও । এই প্রসঙ্গে তার বক্তব্য হলো -

মহা সমুদ্রের শত বৎসরের কল্লোল কেহ যদি এমন করিয়া বাঁধিয়া রাখিতে পারে যে, সে ঘুমাইয়া পড়া শিশুটির মতো চুপ করিয়া থাকিত। তবে সেই নীরব মহাশব্দের সহিত এই লাইব্রেরীর তুলনা হইত। এখানে ভাষা চুপ করিয়া আছে, প্রবাহ স্থির হইয়া আছে। মানবাত্মার অমর আলোক কালো অক্ষরের শৃঙ্খলে কাগজের কারাগারে বাঁধা পড়িয়া আছে।

কথা সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও এই লাইব্রেরীর বিষয়ে ভীষণ শ্রদ্ধাশীল। তিনিও এই বিষয়ে ব্যক্ত করেছেন তাঁর নিজস্ব মতামত। তিনি লিখেছেন -

বই পড়াকে যথার্থ হিসেবে যে সঙ্গী করে নিতে পারে, তার জীবনের দুঃখ কষ্টের বোঝা অনেক কমে যায়। এখন ভাবুন আপনি যদি রোজ গ্ রন্থাগারে গিয়ে বই পড়ে জ্ঞান আরোহণ করেন তবে আপনার জীবনে হয়তো কোন দুঃখ জায়গা করে নিতে পারবে না।

প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের বক্তব্য হলো -

আপনার একমাত্র যে বিষয়টি একদম নিশ্চিত ভাবে জানা উচিত, তা হলো লাইব্রেরীর অবস্থান কোথায়।

সুতরাং গ্ রন্থাগারের অতীত থেকে বর্তমান কিংবা ভবিষ্যতের কথা ভেবে একটা স্থির সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে যে, গ্ রন্থাগার হল এমনই এক প্রতিষ্ঠান যার ভূমিকা সর্বত্র জুড়েই। সভ্য মানব জীবন গড়ে তোলার লক্ষ্যে তাই তাকে সবার আগেই বেছে নিতে হবে কেবলমাত্র নিজের ই প্রয়োজনে।

কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, বর্তমান সময়ে সাধারণ গ্ রন্থাগারের প্রতি সকল শ্রেণীর মানুষের আকর্ষণ একটু একটু করে হ্রাস পেয়েই চলছে। বৈদ্যুতিক মাধ্যম তথা ইন্টারনেট থেকে শুরু করে ফেসবুক হোয়াটসঅ্যাপ ইত্যাদির মাধ্যমে সবকিছু তথ্য ই সকলের কাছে ভীষণ সহজলভ্য হয়ে উঠেছে। তাই কিছু কিছু পাঠক পাঠিকা এই মুহূর্তে সেই দিকেই ঝুঁকতে শুরু করেছেন। তবে সাহিত্য ও সংস্কৃতির দিকেই বিশেষ আগ্ হী যে সমস্ত মানুষজন তাঁরা কিন্তু এখনও লাইব্রেরীর মায়া ভোলেননি। হয়তো ভুলতে পারবেন না কোনদিন ই। কারণ যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে গ্ রন্থাগার নামক প্রতিষ্টান যে রূপ ই পরিগ্ হ করুক না কেন তার প্রয়োজনীয়তা ফুরোবে না কোনদিন ই। আর সরকার যখন তার উপযোগীতা উপলব্ধি করে বিশেষ নির্দেশ দিয়েছেন তখন অন্যান্য দিবস পালনের সঙ্গে সমতা বজায় রেখে আগষ্ট মাসের ৩১ তারিখে অনুষ্টান যাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় সেই বিষয়ে নজর রাখতে হবে গ্ রন্থাগারে কর্মরত ব্যক্তিরা ছড়াও পাঠক পাঠিকা এবং সাধারণ মানুষজনদের ও। সেইসঙ্গে এই সত্যটাকে মেনে নিতেই হবে যে, মানুষের জীবন ও জীবিকার সঙ্গে গ্ রন্থাগারকে যুক্ত করতে পারলে সফল হবে সাধারণ গ্ রন্থাগার দিবস উদযাপন ও। আর তাতে সমৃদ্ধশালী হব আমরা নিজেরাও।

### কৌট-আনকৌট

**খারাপ চাল, গম এলে তা ডিস্ট্রিবিউটরদের কাছে ফেরত পাঠিয়ে দেবেন। সাধারণ মানুষকে খারাপ সামগ্রী দেবেন না। যদি দেন তাহলে তার দায় রেশন ডিলারের। আমরাও দায়বদ্ধ জনতার কাছে। দুর্নীতির সঙ্গে কোনও আপস করব না।**

*রেশন ডিলারদের উদ্দেশে খাদ্যমন্ত্রী অশোক কীর্তনীয়া*

### লেখা পাঠান

**সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।**

email : dailyekdin1@gmail.com

# তৃণমূলের প্রধান বাংলাদেশি হওয়ার অভিযোগে চাঞ্চল্য

**নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা:** আবার তৃণমূলের বাংলাদেশি প্রধান হওয়ার অভিযোগকে ঘিরে রাজনৈতিক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে মালদায়। হরিশ্চন্দ্রপুরের লাভলি খাতুনের পরে এবার বৈষ্ণবনগরের তৃণমূল নেত্রী চেমানি বিবির বিরুদ্ধেই বাংলাদেশি নাগরিক হওয়ার অভিযোগ উঠেছে। ওবিসি সার্টিফিকেট থেকে শুরু করে যাবতীয় পরিচয়পত্র সবই জাল ডকুমেন্টস দিয়ে তৈরি করেছে ওই তৃণমূল নেত্রী বলে অভিযোগ স্থানীয় কংগ্রেসের। মালদার কালিয়াচক ৩ ব্লকের অন্তর্গত বৈষ্ণবনগর থানা এলাকার গোলাপগঞ্জ পঞ্চায়েতের তৃণমূল প্রধান চেমানি বিবির বিরুদ্ধেই বাংলাদেশি নাগরিকের হওয়ার অভিযোগ তুলেছে সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েতের কংগ্রেস দলের নির্বাচিত সদস্য কৃষ্ণ মণ্ডল। ইতিমধ্যে যাবতীয় তথ্য প্রমাণ সহ কংগ্রেসের ওই পঞ্চায়েত সদস্য অভিযোগ জানিয়েছেন পুলিশ সুপার, বিডিও, এসডিওর কাছে।

গোলাপগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের কংগ্রেস দলের নির্বাচিত সদস্য কৃষ্ণ মন্ডলের অভিযোগ, চেমানি বিবি বাংলাদেশের চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জের বাসিন্দা ছিলেন। তাঁর সেখানে বিয়ে হয়। সেই নিকাহনামা আছে। তাঁর স্বামী বাংলাদেশি। ২০১৩ সালে ৫ বছরের শিশু সন্তান নিয়ে সে ভারতে অবৈধ ভাবে প্রবেশ করে। পরে আবার ভারতে এসে নিকাহ করে। তাঁর বাবার এখনো বাংলাদেশের ভোটার কার্ড আছে। আবার ভারতেও আছে। যদিও ইতিমধ্যেই নির্বাচন কমিশন তাঁর এবং তাঁর পরিবারের সকলের



নামই ডিলিট করেছে। তাহলেও সে কীভাবে প্রধান থাকে তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন।

সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত সূত্রে জানা গিয়েছে,গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে এই গ্রাম পঞ্চায়েতটি দখল করে কংগ্রেস। সেই সময় কংগ্রেস দলের প্রধান হন তাহাসিনা বিবি। চলতি বছর জুলাই মাসের ৩০ তারিখ কংগ্রেস দলের ওই মহিলা প্রধানের বিরুদ্ধে অনাস্থা হয়। তাকে অপসারণ করা হয়। গত ২৭ অগস্ট অনাস্থার মাধ্যমে কংগ্রেস, বিজেপি ও নির্দলের সমর্থন পেয়ে নতুনভাবে প্রধান হন তৃণমূলের চেমানি বিবি।

কিন্তু গত ১০ অগস্ট ওই গ্রাম পঞ্চায়েতের কংগ্রেস সদস্য কৃষ্ণ মণ্ডল জেলা প্রশাসনের কাছে অভিযোগ করে জানিয়েছেন, চেমানি বিবি একজন বাংলাদেশি নাগরিক। তার বাবার রফিক শেখের নাম বাংলাদেশের ভোটার তালিকায় রয়েছে। সেও বাংলাদেশি। তাদের বাড়ি বাংলাদেশের চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জে। এবারের বিধানসভা নির্বাচনের আগে এসআইয়ারে নাম বাদ গিয়েছে চেমানি বিবিও তার পরিবারের। কিন্তু তারপরেও তৃণমূলের ওই মহিলা পঞ্চায়েত সদস্য কিভাবে অনাস্থা ভোটে যোগদান করলেন সেটা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

স্থানীয় পঞ্চায়েত সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ২৭ অগস্ট নতুন প্রধান গঠনের ক্ষেত্রে চেমানি বিবির সমর্থনে ভোট দেয় তৃণমূল কংগ্রেসের পাঁচজন সদস্য, দুটো নির্দল তিনজন বিজেপি ও কংগ্রেসের ৬ জন সদস্য। মোট ১৬ জন। কিভাবে তিনি প্রধান হলেন প্রশ্ন তুলেছেন প্রাক্তন প্রধানের স্বামী ও কংগ্রেসের আরেক গ্রাম পঞ্চায়েত মেম্বার কৃষ্ণ মন্ডল। তাঁর অভিযোগ, চেমানি বিবি বাংলাদেশি। বর্তমানে সে গোলাপগঞ্জে বিশু মিঁয়া নামে এক ব্যক্তিকে কয়েক বছর আগে বিয়ে করেছিল। চেমানি বিবির বাংলাদেশী নাগরিকত্বের যাবতীয় তথ্য প্রমাণ সহ অভিযোগ পুলিশ সুপার, বিডিও, এসডিওর কাছে জানানো হয়েছে।

কৃষ্ণ মন্ডল বলেন, চেমানি বিবি বাংলাদেশের চাপাই নবাবগঞ্জের শিবগঞ্জের বাসিন্দা ছিলেন। তাঁর সেখানে বিয়ে হয়। সেই নিকাহনামা আছে। তাঁর স্বামী বাংলাদেশী। কিন্তু বাংলাদেশের স্বামীর সঙ্গে ডিভোর্সের পর ২০১৩ সালে ৫ বছরের শিশু সন্তান নিয়ে তিনি ভারতে অবৈধ ভাবে প্রবেশ করে। ২০১৬ সালে পরে আবার ভারতে এসে গোলাপগঞ্জের জমি জায়গার ব্যবসায়ী তথা স্থানীয় তৃণমূল কর্মী বিশু মিঁয়া নামে এক ব্যক্তিকে বিয়ে করে। চেমানি বিবির বাবা রফিক শেখের নাকি এখনও বাংলাদেশের ভোটার কার্ড আছে।

যদিও বর্তমান সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল দলের প্রধান চেমানি বিবি ও তাঁর স্বামী বলেন, 'মিথ্যা ভিত্তিহীন অভিযোগ, ওরা পরাজিত হয়ে গিয়ে এসব কথা বলছে। আমি এই দেশের নাগরিক। আমার সমস্ত ডকুমেন্টস আছে। অনেকেরই নাম বিবেচনাধীন আছে। আদালতের রায় আমি ভোট দিয়েছি।' এই ঘটনা নিয়ে তীব্র কটাক্ষ স্থানীয় কংগ্রেস নেতৃত্বের।

বিজেপি দক্ষিণ মালদা সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ রায় বলেন প্রশাসন সবটা খতিয়ে দেখছে উনি বাংলাদেশি হলে ওঁকে পুশব্যাক করা হবে। না হলে এখানেই থাকবে।শনিবার এপ্রসঙ্গে মালদার পুলিশ সুপার অনুপম সিং জানিয়েছেন, বিভিন্ন নথি-সহ কংগ্রেস দলের এক নির্বাচিত সদস্য কৃষ্ণ মন্ডল চেমানি বিবিকে বাংলাদেশি নাগরিক হিসেবে অভিযোগ জানিয়েছেন। যতটুকু জানা গিয়েছে এবারের এসআইআরে চেমানি বিবির নাম বাদ গিয়েছে। তিনি ভোট দিতে পারেননি। ফলে পুরো বিষয়টি নিয়েই ইতিমধ্যে তদন্ত শুরু করা হয়েছে।

# কাজি নজরুল ইসলামের প্রয়াণ দিবসে বিশেষ শ্রদ্ধা

**নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট:** রাজ্য সরকারের নির্দেশিকা মেনে যথাযথ মর্যাদার সাথে কবি কাজী নজরুল ইসলামের প্রয়াণ দিবস পালন করল জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর। শনিবার বালুরঘাটের রবীন্দ্র ভবনে এই উপলক্ষে একটি বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।অনুষ্ঠানে স্থানীয় বিভিন্ন স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী এবং কলেজের শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ উপস্থিত ছিলেন। আলোচনার মাধ্যমে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের জীবন দর্শন, চিন্তাভাবনা এবং সাহিত্যকর্ম শিক্ষার্থীদের সামনে বিশদভাবে তুলে ধরা হয়। এর পাশাপাশি তাঁর সৃষ্টি, গান ও কবিতা নিয়ে আয়োজিত হয় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক পরিবেশনা। অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক সৌম্য হালদার জানান, সমকালীন সময়ে বর্তমান সমাজে কাজী নজরুল ইসলামের ভাবনার প্রাসঙ্গিকতা কতটা গভীর, সে বিষয়ে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তোলাই এই আয়োজনের উদ্দেশ্য। ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে তাঁর আদর্শ ও সাহিত্য থেকে প্রেরণা লাভ করতে পারে, সেই লক্ষ্যেই তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর এই ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

# প্রৌঢ় ব্যবসায়ী খুনের অভিযোগে ২ যুবক ধৃত

**নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা:** ইংরেজবাজার শহরের ৪ নম্বর ওয়ার্ডে প্রৌঢ় ব্যবসায়ী খুনের ঘটনায় দুই যুবককে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ধৃতদের মধ্যে একজন নিহত ব্যবসায়ী দূর সম্পর্কে নাতি রয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। শুক্রবার রাতেই ধৃত দুইজনকেই ইংরেজবাজার থানার কমলাবাড়ি এলাকার ওদের বাড়ি থেকেই গ্রেপ্তার করে পুলিশ। শনিবার ধৃতদের ১৯ দিনের পুলিশি হেফাজতে চেয়ে মালদা আদালতে পেশ করেছে ইংরেজবাজার থানার পুলিশ।

এদিন দুপুরে ইংরেজবাজার থানায় একটি সাংবাদিক বৈঠক করে মালদার পুলিশ সুপার অনুপম সিং জানিয়েছেন, একটি অনলাইন পাবজি গেমে আসক্ত হয়ে পড়ে এই দু'জন। তারা মা বাজার থেকে মোট চার লক্ষ টাকা ধার করেছিল। তাদের টাকার দরকার হয়। সেই কারণেই খুন বলে অনুমান করা হচ্ছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত দু'জনের নাম শুভজিৎ ঘোষ (২১) সম্পর্কে নাতি এবং তার এক বন্ধু কৌশিক ঘোষ । দুজনেই ইংরেজবাজার শহরের একটি রঙের দোকানে কর্মচারী ছিল। মৃত পৌঢ় ব্যবসায়ীর নাম অর্ণব সেন (৫৮)। বাড়ির ইংরেজবাজার শহরের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের গৌড়রোড সংলগ্ন ২ নম্বর গভর্মেন্ট কলোনি এলাকায়। বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে নয়টা নাগাদ টাকার জন্য রেপিডো করে কমলা বাড়ি থেকে প্রায় ৫ কিলোমিটার দূরে দুই নম্বর গভর্মেন্ট কলোনি এলাকার ওই ব্যবসায়ী বাড়িতে যায় এই দুই যুবক। টাকা না-মেলায় ওই ব্যবসায়ীকে প্রথমে বালিশ চাপা দিয়ে শ্বাসরোধ করে খুন করার পর মৃত্যু নিশ্চিত করতেই ধারালো অস্ত্র দিয়ে শ্বাসনালী কাটা হয়। এরপর ওই ব্যবসায়ীর একটি মোবাইল ও কিছু খুচরো টাকা নিয়ে অভিযুক্ত দুই যুবক পালিয়ে যায়।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ইংরেজবাজার শহরের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের ২ নম্বর গভর্মেন্ট কলোনি এলাকায় বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে নটা থেকে রাত ১১টার মধ্যেই এই খুনের ঘটনাটি ঘটে। বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে নটা নাগাদ কমলাবাড়ি এলাকা থেকে প্রায় ৫ কিলোমিটার দূরত্বে ব্যবসায়ী অর্ণবের বাড়িতে একটি রেপিডো মোটরবাইক ভাড়া করে ওই দুই যুবক এসেছিল। তারা ব্যবসায়ী অর্ণবের সঙ্গে আলাপচারিতা করেই চা পান করে। সেখানেই টাকার লেনদেন নিয়েই শুরু হয় বচসা। এরপরই শুভজিৎ এবং কৌশিক মিলে ওই ব্যবসায়ীকে খুন করে।

এদিকে প্রশ্ন উঠেছে তিনতলা বাড়িরনীচতলায় প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরে দুই দুষ্কৃতী তাণ্ডব চালাল, অথচ ওপরের দোতলা এবং তিনতলায় থাকা মৃত ব্যবসায়ীর দুই ভাই ও তার পরিবার কেউ কোন টের পেল না।

# তৃণমূল শ্রমিক নেতার বাড়ি ঘেরাও, 'চোর চোর' স্লোগানে উত্তাল দুর্গাপুর

**নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর:** তৃণমূল শ্রমিক নেতা বান্টি সিংয়ের বাড়ি ঘেরাও করে বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে শনিবার উত্তপ্ত হয়ে উঠল দুর্গাপুর ইস্পাতনগরীর নিউটন এলাকা। একদল স্থানীয় বাসিন্দা তাঁর বাড়ির সামনে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ দেখানোর পাশাপাশি 'চোর চোর' স্লোগান দেন। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে ঘটনাস্থলে পৌঁছে দুর্গাপুর থানার পুলিশ বান্টি সিংকে সেখান থেকে থানায় নিয়ে যায়।

স্থানীয়দের একাংশের অভিযোগ, একসময় সমাজসেবার সঙ্গে যুক্ত থাকা কিছু ব্যক্তি পরবর্তীতে শাসকদলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এলাকায় প্রভাব বিস্তার ও দাপট দেখিয়েছেন। তাঁদেরই একজন বান্টি সিং, এমন অভিযোগ তুলে ক্ষোভ প্রকাশ করেন বিক্ষোভকারীদের একাংশ। যদিও অভিযোগের সত্যতা স্বাধীনভাবে যাচাই করা সম্ভব হয়নি। ঘটনার জেরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে এলাকায় নজরদারি চালাচ্ছে পুলিশ।


SBFC

**এসবিএফসি ফাইন্যান্স লি.**
রেজিস্টার্ড অফিস : ইউনিট নং-১০৩, ২য় তল, সি অ্যান্ড বি স্কোয়ার, সঙ্গম কমপ্লেক্স, সিটিএস নং-৯৫এ, ১২৭, আন্ধেরি কুরলা রোড, গ্রাম চাকলা, আন্ধেরি (পূর্ব), মুম্বই-৪০০০৫৯।
টেলিফোন : +৯১ ২২৬৭৮৭৫৩০০ | ফ্যাক্স : +৯১ ২২৬৭৮৭৫৩৩৪ |

**সাধারণ বিজ্ঞপ্তি**

সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, **এসবিএফসি ফাইন্যান্স লি.** কর্তৃক আগামী **২৫.০৯.২০২৬ তারিখ সকাল ১০.৩০ ঘটিকায়** বন্ধকী স্বর্ণালঙ্কারের প্রকাশ্যে নিলাম অনুষ্ঠিত হবে। নিলামে উঠতে যাওয়া স্বর্ণালঙ্কারসমূহ আমাদের সেসব গ্রাহকদের লোন অ্যাকাউন্টের অন্তর্ভুক্ত, যাঁরা তাঁদের বকেয়া অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। উক্ত ঋণগ্রহীতাদের যথারীতি নিলামের নোটিশ জারি করা হয়েছে। নিলামের জন্য নির্ধারিত স্বর্ণালঙ্কারসমূহ শাখাগুলোর নামসহ নিচে উল্লেখিত আমাদের বিভিন্ন গ্রাহকদের বকেয়া পড়ে থাকা লোন অ্যাকাউন্টের অন্তর্গত।

**বারাসাত শাখা ঠিকানা : চম্পাদালী মোড়, বারাসাত, পোঃ এবং থানা- বারাসাত, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, সেনকো গোল্ডের নিকট, বারাসাত -** ৭০০১২৪ - AP00844513, AP00896188, AP00909267, AP01007291

**গড়িয়া শাখা ঠিকানা নং : ৩, বোরাল প্রধান সড়ক, ২য় তল, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, গড়িয়া, কলকাতা- ৭০০০৮৪, রাজ্য - পশ্চিমবঙ্গ -** AP00431162, AP00617577, AP00666608, AP00673519, AP00924948, AP00925899, AP00940363, AP00967738, AP00990598, AP00996501, AP01004222

**হাবড়া শাখা ঠিকানা : ২য় তল, বিবেকানন্দ রোড, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, কামারথুবা, পোঃ এবং থানা - হাবড়া ৭৪৩২৬৩ -** AP00908722, AP00920047, AP00920228, AP01032296, AP01039248

**অধিকতর তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন এসবিএফসি ফাইন্যান্স লিমিটেড যোগাযোগ নম্বর : ১৮০০-১০২-৮০১২** (এসবিএফসি ফাইন্যান্স লিমিটেড কোনো পূর্ব বিজ্ঞপ্তি ব্যতিরেকেই নিলামযোগ্য হিসাবের সংখ্যা পরিবর্তন এবং/অথবা নিলাম স্থগিত/বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করে।)



KVB Karur Vysya Bank
Smart way to bank

**দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লি.**
**ঘোষপাড়া শাখা**
**সুপার মার্কেট বিল্ডিং, ঘোষপাড়া পোস্ট বালি, হাওড়া পশ্চিমবঙ্গ-৭১১২২৭**

**বিকল্প বিজ্ঞপ্তি**

বিষয় **মেসার্স আর এস ট্রেডার্স**-এর লোন অ্যাকাউন্টে বকেয়া পাওনা আদায়ের জন্য সিকিউরিটিাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ [সারফায়েশি অ্যাক্ট] -এর সেকশন ১৩ [২]-এর অধীনে জারি করা নোটিশ; যা নিম্নলিখি তদের কাছে পাঠানো হয়েছে

১. **মেসার্স আর এস ট্রেডার্স (ঋণগ্রহীতা)**
স্বত্বাধিকারী : **শ্রী সুদীপ রায়**
রবীন্দ্র সরণি দক্ষিণ, নেতাজি ব্যায়ামাগার ক্লাবের নিকট
পোঃ- ঘোষপাড়া, থানা- নিশ্চিন্দা,
হাওড়া-৭১১২২৭, পশ্চিমবঙ্গ।

২. **শ্রীমতী শর্মিষ্ঠা রায় (জামিনদাতা)**
স্বামী- শ্রী সুদীপ রায়
রবীন্দ্র সরণি দক্ষিণ, নেতাজি ব্যায়ামাগার ক্লাবের নিকট
পোঃ- ঘোষপাড়া, থানা- নিশ্চিন্দা,
হাওড়া-৭১১২২৭, পশ্চিমবঙ্গ।

যেহেতু আপনি সুরক্ষিত পাওনাদার ব্যাঙ্কের কাছে উপরে উল্লেখিত লোন অ্যাকাউন্টের ঋণ পরিশোধে খেলাপি হয়েছেন, ব্যাঙ্ক **১৭.০৮.২০২৬ তারিখে** সারফায়েশি অ্যাক্টের অধীনে একটি নোটিশ জারি করে আপনাকে **২৮,২১,১২৩ টাকা (আঠাশ লক্ষ একুশ হাজার একশো তেইশ টাকা)** বকেয়া পরিমাণ পরিশোধ করার জন্য বলেছিল।

যেহেতু রেজিস্টার্ড পোস্ট/কুরিয়ারের মাধ্যমে **১ নং**-কে পাঠানো নোটিশটি তামিল না হয়েই ফেরত এসেছে। এতদ্বারা আপনাকে আপনার নিজস্ব স্বার্থে ব্যাঙ্কে গিয়ে নোটিশের একটি অনুলিপি সংগ্রহ করার জন্য আহ্বান জানানো হচ্ছে, যাতে আপনি লোনের বকেয়া, ব্যাঙ্কের কাছে চার্জ করা সিকিউরিটি ইত্যাদির সম্পূর্ণ বিবরণ সম্পর্কে অবগত হতে পারেন।

এতদ্বারা আপনাকে নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে উপরে দেখানো পরিমাণের সাথে ০১.০৮.২০২৬ তারিখ থেকে অর্থ প্রদানের তারিখ পর্যন্ত সুদ সহ অর্থ প্রদান করার জন্য আহ্বান জানানো হচ্ছে, ব্যর্থ হলে, সুরক্ষিত পাওনাদার ব্যাঙ্ক সারফায়েশি অ্যাক্টের বিধান অনুযায়ী, ব্যাঙ্কের কাছে বন্ধক রাখা নীচে উল্লিখিত সুরক্ষিত সম্পদগুলির এনফোর্সমেন্ট অধিকার প্রয়োগ করতে বাধ্য হবে।

স্বা/-
**তারিখ : ২৭.০৮.২০২৬** — **অনুমোদিত অফিসার**
**স্থান : কলকাতা** — **দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিমিটেড**

**সুরক্ষিত সম্পদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ**

১. নিশ্চিন্দা গ্রাম পঞ্চায়েতের স্থানীয় সীমানার অধীনে, পঞ্চায়েত হোল্ডিং নং ১৫৪৬-এর অধীনে, রবীন্দ্র সরণি (দক্ষিণ), মৌজা-বালি, জে.এল. নং ১৪, এল.ও.পি. নং ৩৯৩/বি, আর.এস. দাগ নং ৩২৭৬-এর অধীনে, থানা-নিশ্চিন্দা (পূর্বে বালি), জেলা-হাওড়া, পিনকোড-৭১১২২৭, পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত একটি জি+১ তলা ভবনের ১ম তলে অবস্থিত ১২৫ বর্গফুট আচ্ছাদিত এলাকা পরিমাপের একটি বাণিজ্যিক দোকানের (উত্তর-পশ্চিম দিকে) সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। দোকানটি সুদীপ রায়ের নামে রয়েছে এবং এর সীমানা নিম্নরূপ :
উত্তরে : খোলা সাধারণ জমি এবং পঞ্চায়েত কলোনি রোড — দক্ষিণে : এল.ও.পি. নং ৩৯৩
পূর্বে : এল.ও.পি. নং ৩৯৩ — পশ্চিমে : খোলা সাধারণ জমি

২. নিশ্চিন্দা গ্রাম পঞ্চায়েতের স্থানীয় সীমানার অধীনে, পঞ্চায়েত হোল্ডিং নং ১৫৪৬-এর অধীনে, রবীন্দ্র সরণি (দক্ষিণ), মৌজা-বালি, জে.এল. নং ১৪, এল.ও.পি. নং ৩৯৩/বি, আর.এস. দাগ নং ৩২৭৬-এর অধীনে, থানা-নিশ্চিন্দা (পূর্বে বালি), জেলা-হাওড়া, পিনকোড-৭১১২২৭, পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত একটি জি+১ তলা ভবনের গ্রাউন্ড ফ্লোরে অবস্থিত ৩৬ বর্গফুট আচ্ছাদিত এলাকা পরিমাপের একটি বাণিজ্যিক দোকানের (উত্তর দিকে) সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। দোকানটি সুদীপ রায়ের নামে রয়েছে এবং এর সীমানা নিম্নরূপ :
উত্তরে : পঞ্চায়েত কলোনি রোড — দক্ষিণে : দাগ নং ৩২৭৬-এর অধীনে সম্পত্তি
পূর্বে : সুদীপ রায়ের দোকান ঘর — পশ্চিমে : এরপর ফাঁকা জমি, শিবু পালের সম্পত্তি

৩. নিশ্চিন্দা গ্রাম পঞ্চায়েতের স্থানীয় সীমানার অধীনে, পঞ্চায়েত হোল্ডিং নং ১৫৪৬-এর অধীনে, রবীন্দ্র সরণি (দক্ষিণ), মৌজা-বালি, জে.এল. নং ১৪, এল.ও.পি. নং ৩৯৩/বি, আর.এস. দাগ নং ৩২৭৬-এর অধীনে, থানা-নিশ্চিন্দা (পূর্বে বালি), জেলা-হাওড়া, পিনকোড-৭১১২২৭, পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত একটি জি+১ তলা ভবনের গ্রাউন্ড ফ্লোরে অবস্থিত ১৮২ বর্গফুট আচ্ছাদিত এলাকা পরিমাপের একটি বাণিজ্যিক দোকানের (উত্তর দিকে) সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। দোকানটি শর্মিষ্ঠা রায়ের নামে রয়েছে এবং এর সীমানা নিম্নরূপ :
উত্তরে : ২০ ফুট চওড়া পঞ্চায়েত কলোনি রোড — দক্ষিণে : সুদীপ রায়ের সম্পত্তি
পূর্বে : সন্দীপ রায়ের সম্পত্তি — পশ্চিমে : শিবু পালের সম্পত্তি



ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

**পরিশিষ্ট IV [রুল ৮(১)]**
**দখল বিজ্ঞপ্তি**
**(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)**

**পাঁচগ্রাম শাখা**
**গ্রাম - পাঁচগ্রাম হাটতলা, পোঃ - পাঁচগ্রাম, থানা - নবগ্রাম, জেলা - মুর্শিদাবাদ পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২ ১৮৪**

যেহেতু
নিম্নস্বাক্ষরকারী **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**-এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২-এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮ এবং ৯-এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২)-এর অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে **২০.০৪.২০২৬ তারিখে** একটি **দাবি বিজ্ঞপ্তি** জারি করে আমাদের পাঁচগ্রাম শাখার **ঋণগ্রহীতা মেসার্স স্ট্রাকচার ব্রিক ফ্যাক্টরি (স্বত্বাধিকারী : কমল হাসান)**, গ্রাম - নিধিয়া, পোঃ - উজিরপুর, থানা - নলহাটি, জেলা - বীরভূম, পিন - ৭৩১ ২৩৭ এবং **কমল হাসান (জামিনদাতা/ বন্ধকদাতা)**, পিতা- কাবেজ সেখ, গ্রাম - নিধিয়া, পোঃ - উজিরপুর, থানা - নলহাটি, জেলা - বীরভূম, পিন - ৭৩১ ২৩৭-কে উক্ত নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থ অর্থাৎ **৭৮,৮৪,৬৮৫.০০ টাকা (আটাত্তর লক্ষ চুরাশি হাজার ছশো পঁচাশি টাকা) এবং ২১.০৪.২০২৬ তারিখ** থেকে তার উপর প্রযোজ্য সুদ উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে বলেন।

ঋণগ্রহীতা টাকার অঙ্ক ফেরত দিতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত রুলস-এর রুল ৮ এবং ৯-এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩(৪) অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **২০২৬ সালের আগস্ট মাসের ২৭ তারিখে** এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।

বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওরকম লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেন **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের ৭৮,৮৪,৬৮৫.০০ টাকা (আটাত্তর লক্ষ চুরাশি হাজার ছশো পঁচাশি টাকা)** এবং **২১.০৪.২০২৬ তারিখ** থেকে তার উপর প্রযোজ্য সুদ ও অন্যান্য খরচের জন্য ধার্য সাপেক্ষ হবে।

"সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হওয়ার ব্যাপারে আপনাদের অধিকারের সাথে সম্পর্কিত সারফায়েশি অ্যাক্ট -এর সেকশন ১৩(৮)-এর বিধানাবলি এবং এর অধীনে প্রণীত রুলস-এর প্রতি আমরা আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।"

**স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ : শ্রী কমল হাসান-এর নামে** সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল জমি এবং তার উপর অবস্থিত নির্মাণ, মৌজা - আশুরিয়া, জে.এল. নং ১৩২, এল.আর. খতিয়ান নং ২১৮৩, এল.আর. প্লট নং ১৫৩৬, জমির পরিমাণ ২৩ ডেসিমেল (২০ ডেসিমেল ভিটি এবং ৩ ডেসিমেল কারখানায় রূপান্তরিত), যা গ্রাম - নিধিয়া, পোঃ - উজিরপুর, থানা - নলহাটি, জেলা - বীরভূম, পিন - ৭৩১ ২৩৭, পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত, শ্রেণীবিভাগ- (২০ ডেসিমেল ভিটি এবং ৩ ডেসিমেল কারখানায় রূপান্তরিত), এডিএসআর - নলহাটি-তে নিবন্ধিত ১৫.০২.২০১৯ তারিখের টাইটেল ডিড নং I-০৩০৫০১৬৪৭ অনুযায়ী। **উপরোক্ত সম্পত্তির সীমানা নিম্নরূপ :** উত্তরে : কাবেজ সেখ-এর জমি, দক্ষিণে : ভেলু সেখ-এর জমি, পূর্বে : বলদেব-এর জমি, পশ্চিমে : রাজ্য সড়ক।

**তারিখ : ২৭.০৮.২০২৬ / স্থান : পাঁচগ্রাম** — **অনুমোদিত অফিসার / ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**



বৈংক ऑफ़ इंडिया BOI
Bank of India
Relationship beyond banking

**দুর্গাপুর জোনাল অফিস**
**৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং অ্যাভিনিউ, বিধান নগর, সেক্টর-২এ, দুর্গাপুর, জেলা - বর্ধমান, পিন- ৭১৩২১২, ফোন নং : ৭৪৭৯০০৭৩৫৬**

**ই-নিলাম**
**বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি**
**(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)**

**[রুল ৮ (৬)-এর অনুবিধি দেখুন]**
**স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি**

অস্থাবর সম্পদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর **রুল ৮ (৬)**-এর অনুবিধির সাথে পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে অস্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং গ্যারান্টার(গণ)-কে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত অস্থাবর সম্পত্তি সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক/চার্জ করা হয়েছে, যার বাস্তবিক দখল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে, তা ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার বকেয়া পাওনা নীচে উল্লেখিত ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাদের কাছ থেকে আদায়ের জন্য **৩০.০৯.২০২৬** তারিখে "যেখানে যেমন আছে", "যেমন আছে যা আছে" এবং "যাই থাক না কেন" ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে।
সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়না অর্থ জমা নিচে উল্লেখ করা হলো।

| ক্র. নং. | শাখার নাম সহ ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টারদের নাম ও ঠিকানা | সম্পত্তির বিবরণ | ক. সুরক্ষিত ঋণ/বকেয়া পরিমাণ (টাকায়) খ. দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ গ. দখলের তারিখ | ১. সংরক্ষিত মূল্য ২. বায়না অর্থ জমা ৩. বিড বৃদ্ধির পরিমাণ |
|---|---|---|---|---|
| ১ | **আসানসোল শাখা** অ্যাকাউন্টের নাম : **সীতা রাম সিং এবং পুনম সিং।** **ঋণগ্রহীতাদের নাম- সীতা রাম সিং এবং পুনম সিং।** ঠিকানা : রঙ্গনিয়া পাড়া, এস.বি. গরাই রোড, আসানসোল, পশ্চিমবঙ্গ | **সম্পত্তিটি শ্রী বিশরাম সিং (জামিনদাতা)**-এর নামে রয়েছে। সম্পত্তিটি হলো একটি ফ্ল্যাট, মৌজা- আসানসোল মিউনিসিপ্যালিটি, জে.এল. নং- ২০, আর.এস. প্লট নং- ২২৬৬২, ২২৬৬৩, ২২৬৬৪, আর.এস. খতিয়ান নং- ১২২২৪ এবং ৪০৫৫-এর অধীনে কামাখ্যা অ্যাপার্টমেন্টের ২য় ফ্লোরে ফ্ল্যাট নং ০৩, আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের মধ্যে, এস.বি. গরাই রোড, সুকান্ত পার্কের বিপরীতে, পোঃ- উষা গ্রাম, থানা- আসানসোল (এস), জেলা- পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭১৩৩০৩। সম্পত্তিটির সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৮৭৩ বর্গফুট। **সীমানা :** পূর্বে - শ্রী আর্যের ফ্ল্যাট নং ৪; পশ্চিমে- খোলা জায়গা; উত্তরে- শক্তি সিং-এর ফ্ল্যাট নং ৫, সাধারণ প্যাসেজ, লিফট এবং সিঁড়ি; দক্ষিণে- খোলা জায়গা। | ক. ১১.৬০ লক্ষ টাকা এবং ইউসিআই ও অন্যান্য চার্জ সহ খ. ০৩.০৬.২০২৬ গ. ২৪.০৮.২০২৬ | ১. ১৫,৪০,০০০.০০ টাকা ২. ১,৫৪,০০০.০০ টাকা ৩. ১০,০০০.০০ টাকা |
| ২ | **আসানসোল শাখা** অ্যাকাউন্টের নাম : **সীতা রাম সিং।** **ঋণগ্রহীতাদের নাম- সীতা রাম সিং।** ঠিকানা : রঙ্গনিয়া পাড়া, এস.বি. গরাই রোড, আসানসোল, পশ্চিমবঙ্গ | **সম্পত্তিটি শ্রী সীতা রাম সিং-এর নামে রয়েছে।** সম্পত্তিটি হলো একটি দোকান ঘর (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া-১৪০ বর্গফুট), যা মৌজা-আসানসোল মিউনিসিপ্যালিটি, জে.এল. নং- ২০, আর.এস. প্লট নং-২২৬৬২, ২২৬৬৩, ২২৬৬৪, আর.এস. খতিয়ান নং- ১২২২৪ এবং ৪০৫৫-এর অধীনে কামাখ্যা অ্যাপার্টমেন্টের গ্রাউন্ড ফ্লোরে অবস্থিত, আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের মধ্যে, এস.বি. গরাই রোড, সুকান্ত পার্কের বিপরীতে, পোঃ- উষা গ্রাম, থানা-আসানসোল (এস), জেলা-পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭১৩৩০৩। **সীমানা :** পূর্বে- মতিলাল সিং-এর দোকান; পশ্চিমে- সহদেব বার্নওয়ালের দোকান; উত্তরে- বিক্রেতার সম্পত্তি; দক্ষিণে- এস.বি. গরাই রোড। | ক. ৭.৬৯ লক্ষ টাকা এবং ইউসিআই ও অন্যান্য চার্জ সহ খ. ০৩.০৬.২০২৬ গ. ২৪.০৮.২০২৬ | ১) ৭,৮২,০০০.০০ টাকা ২) ৭৮,২০০.০০ টাকা ৩) ১০,০০০.০০ টাকা |
| ৩ | **আসানসোল শাখা** অ্যাকাউন্টের নাম : **সুনিতা সিং এবং দেবেন্দ্র সিং।** **ঋণগ্রহীতাদের নাম- সুনিতা সিং এবং দেবেন্দ্র সিং।** ঠিকানা : রঙ্গনিয়া পাড়া, এস.বি. গরাই রোড, আসানসোল, পশ্চিমবঙ্গ | **সম্পত্তিটি শ্রী দেবেন্দ্র সিং-এর নামে রয়েছে।** সম্পত্তিটি হলো একটি দোকান ঘর (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া-৩৭৯ বর্গফুট), যা মৌজা-আসানসোল মিউনিসিপ্যালিটি, জে.এল. নং-২০, সি.এস. প্লট নং-৮৯২০, ৮৯২১, আর.এস. প্লট নং-২২৬৬২, ২২৬৬৩, ২২৬৬৪, আর.এস. খতিয়ান নং- ১২২২৪ এবং ৪০৫৫, হোল্ডিং নং- ১৮৫/নতুন-এর অধীনে কামাখ্যা অ্যাপার্টমেন্টের গ্রাউন্ড ফ্লোরে অবস্থিত, আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের মধ্যে, এস.বি. গরাই রোড, সুকান্ত পার্কের বিপরীতে, পোঃ- উষা গ্রাম। থানা-আসানসোল (এস), জেলা-পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭১৩৩০৩। **সীমানা :** পূর্বে- মতিলাল সিং-এর দোকান; পশ্চিমে- বার্নওয়ালের দোকান; উত্তরে- দাতাদের সম্পত্তি; দক্ষিণে- এস.বি. গরাই রোড। | ক. ২০.৩৬ লক্ষ টাকা এবং ইউসিআই ও অন্যান্য চার্জ সহ খ. ০৩.০৬.২০২৬ গ. ২৪.০৮.২০২৬ | ১) ২১,১৮,০০০.০০ টাকা ২) ২,১১,৮০০.০০ টাকা ৩) ১০,০০০.০০ টাকা |

**নিয়ম ও শর্তাবলী :**

১) নিলাম বিক্রয়/বিডিং শুধুমাত্র **https://BAANKNET.com** ওয়েবসাইটের মাধ্যমে "অনলাইন ইলেকট্রনিক বিডিং" প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই হবে।
২) সমস্ত সম্পত্তির জন্য নিলামের তারিখ ও সময় **৩০.০৯.২০২৬ সকাল ১০.০০ টা থেকে বিকাল ০৫.০০ টা পর্যন্ত,** এরপরে প্রতিবার ৫ মিনিটের সীমাহীন এক্সটেনশন সহ, অর্থাৎ নিলাম প্রক্রিয়াটি প্রথমে ১৮০ মিনিটের জন্য চলবে এবং শেষ ৫ মিনিটের মধ্যে কোনো বৈধ বিড পাওয়া গেলে নিলামটি আরও ৫ মিনিটের জন্য বাড়ানো হবে। শেষ ৫ মিনিটের মধ্যে কোনো বৈধ বিড না পাওয়া পর্যন্ত এই প্রক্রিয়াটি চলতে থাকবে। উপরে উল্লিখিত হিসাবে সংরক্ষিত মূল্যে নিলাম শুরু হবে। আগ্রহী পক্ষগুলি **২৯.০৯.২০২৬ তারিখ (বিকাল ০৪.০০ টা) পর্যন্ত** সাইটে গিয়ে সম্পত্তিগুলি পরিদর্শন করতে পারেন।
৩) **ইচ্ছুক বিডারদের https://BAANKNET.com পোর্টালে তাদের নাম নিবন্ধন করতে হবে এবং তাদের ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে হবে। সম্ভাব্য বিডাররা উপরে উল্লিখিত লিঙ্কে নিলামের জন্য কীভাবে নিবন্ধন করতে হবে, নিলামের ধরন এবং অনুসরণীয় অন্যান্য প্রক্রিয়াগুলি খুঁজে পেতে পারেন। ইচ্ছুক বিডাররা কোনো প্রশ্নের জন্য ০৩৩-২২১০-৭৪৪৮, অমিত কুমার সিং (+৯১৯০০৬০৮২০৪৫) অথবা পঙ্কজ সিং (+৯১ ৮০৫১৮ ০২৭৭৭)-এ যোগাযোগ করতে পারেন।**
৪) উপরের সম্পত্তিগুলি/সম্পদগুলি "যেখানে যেমন আছে", "যেমন আছে যা আছে" এবং "বিনা দায়ে" ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে। বিডারদের বিড জমা দেওয়ার আগে নিলামে রাখা সম্পত্তির স্বত্ব, দায়বদ্ধতা এবং সম্পত্তিকে প্রভাবিত করে এমন দাবি/অধিকার সম্পর্কে নিজেদের খোঁজখবর নেওয়া উচিত। অনুমোদিত অফিসার/সুরক্ষিত পাওনাদার কোনোভাবেই কোনো তৃতীয় পক্ষের দাবি/অধিকার/বকেয়ার জন্য দায়ী থাকবেন পণ্ডিত না।
৫) উপরের তফসিলে উল্লিখিত বিবরণ অনুমোদিত অফিসার/ব্যাঙ্কের অনুমোদিত অফিসারের সর্বোত্তম জ্ঞান অনুসারে বলা হয়েছে এবং এই প্রকাশ্য বিজ্ঞপ্তিতে কোনো ত্রুটি, ভুল বিবৃতি বা বাদ পড়ার জন্য ব্যাঙ্ক দায়ী থাকবে না।
৬) উপরে উল্লিখিত সংরক্ষিত মূল্যের নিচে উক্ত সম্পত্তিগুলি বিক্রি করা হবে না। ইচ্ছুক বিডারদের উপরে উল্লেখিত বায়না অর্থ জমা (ইএমডি) **মেসার্স পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি.** দ্বারা প্রদান করা **BAANKNET** পোর্টালে উপলব্ধ ওয়ালেটে জমা করতে হবে। ওয়ালেটে ইএমডি জমা করার প্রক্রিয়ার বিস্তারিত বিবরণ উপরে উল্লেখিত লিঙ্কে পাওয়া যাবে।
৭) ইচ্ছুক বিডারদের নিলামের তারিখের আগেই উপরে উল্লিখিত পোর্টালে নিজেদের নিবন্ধন করতে হবে এবং **৩০.০৯.২০২৬** তারিখে বা তার আগে বৈধ বিড জমা দিতে হবে।
৮) সর্বোচ্চ/সফল বিডারকে বিক্রয়ের ক্ষেত্রে অনুমোদিত অফিসারের দ্বারা বিড মূল্য গ্রহণের পরবর্তী কার্যদিবসের মধ্যে ইতিমধ্যে প্রদত্ত ইএমডি সহ বিক্রয় মূল্যের ২৫ শতাংশ জমা দিতে হবে, ব্যর্থ হলে ইএমডি বাজেয়াপ্ত করা হবে। সর্বোচ্চ বিডারকে এখানে উল্লেখিত সম্পত্তির সফল বিডার/ক্রেতা বলে ঘোষণা করা হবে তবে তিনি বিড করার জন্য আইনত যোগ্য হতে হবে।
৯) বিড/ক্রয় মূল্যের অবশিষ্ট ৭৫ শতাংশ অনুমোদিত অফিসার দ্বারা বিক্রয়ের নিশ্চিতকরণের **১৫ তম দিনের** (ব্যাঙ্কিং সময়কালে) মধ্যে বা অনুমোদিত অফিসারের নিজস্ব বিবেচনায় লিখিতভাবে সম্মত বর্ধিত সময়ের মধ্যে প্রদেয় হবে। সফল বিডার দ্বারা অর্থ প্রদানে খেলাপ হলে বিডারের দ্বারা ইতিমধ্যে জমা করা পরিমাণ বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং অনুমোদিত অফিসার/ব্যাঙ্কের কাছে নিলাম বাতিল করে নতুন নিলাম পরিচালনা করার স্বাধীনতা থাকবে।
১০) সম্পূর্ণ বিক্রয় মূল্য প্রাপ্তির পর, অনুমোদিত অফিসার বিডার বা তাঁর মনোনীত ব্যক্তির নামে বা বিডারের অনুরোধে অন্য কোনো ব্যক্তির সাথে যৌথভাবে বিক্রয় শংসাপত্র জারি করবেন এবং তারপরে বিক্রয় সম্পূর্ণ বলে বিবেচিত হবে এবং ব্যাঙ্ক কোনো দাবি গ্রহণ করবে না।
১১) অনুমোদিত অফিসার সর্বোচ্চ বিড বা যেকোনো বা সমস্ত বিড গ্রহণে বাধ্য নন এবং কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই যেকোনো বা সমস্ত বিড গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার এবং সম্পূর্ণ নিজস্ব বিবেচনায় বিক্রয়ের যেকোনো শর্ত পরিবর্তন ও মকুব করার অধিকার সংরক্ষণ করেন।
১২) সফল বিডার/ক্রেতাকে কনভেয়ান্স ডিড-এর জন্য প্রদেয় সমস্ত চার্জ/ফি, সার্ভিস ট্যাক্স/টিডিএস সহ কর (সম্পত্তির মূল্য ৫০ লক্ষ টাকা বা তার বেশি হলে সেকশন ১৯৪ IA অনুযায়ী) ইত্যাদি বহন করতে হবে।
১৩) এই প্রকাশনাটি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট), রুলস ২০০২-এর রুল ৮(৬) এবং রুল ৬(২)-এর অধীনে উপরোক্ত ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতাদের উদ্দেশ্যে ঋণ অগ্রিমের জন্য বিধিবদ্ধ ত্রিশ (৩০) দিনের নোটিশও বটে।

**তারিখ : ২৯.০৮.২০২৬** — **অনুমোদিত অফিসার,**
**স্থান : দুর্গাপুর** — **ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**



**সিমপ্লেক্স ইনফ্রাস্ট্রাকচারস লিমিটেড**
CIN : L45209WB1924PLC004969
রেজি. অফিস : 'সিমপ্লেক্স হাউস', ২৭, শেক্সপিয়ার সরণি, কলকাতা - ৭০০০১৭
ফোন : ০৩৩ ২৩০১১৬০০/৭১০০২৬০০
ইমেল : secretarial.legal@simplexinfra.com ওয়েবসাইট : www.simplexinfra.com

**কোম্পানির ১০৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা এবং ই-ভোটিং সংক্রান্ত তথ্যের বিজ্ঞপ্তি**

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া যাচ্ছে যে, কোম্পানি আইন, ২০১৩ (আইন)-এর প্রযোজ্য বিধানসমূহ এবং এর অধীনে প্রণীত বিধিমালা এবং কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় ("এমসিএ সার্কুলারসমূহ" হিসাবে সম্মিলিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে) কর্তৃক জারি করা ৮ এপ্রিল, ২০২০, ১৩ এপ্রিল, ২০২০, ৫ মে, ২০২০, ১৩ জানুয়ারি, ২০২১, ১৪ ডিসেম্বর, ২০২১, ৫ মে, ২০২২, ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২ এবং ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখের সাধারণ সার্কুলারগুলি এবং পরবর্তী ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখের সার্কুলার নং ০৩/২০২৫ এবং সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ ("লিস্টিং রেগুলেশনস")-এর সাথে পঠিত ১৩ মে, ২০২২, ৫ জানুয়ারি, ২০২৩, ০৭ই অক্টোবর, ২০২৩ এবং ৩ অক্টোবর, ২০২৪ তারিখের সেবি সার্কুলারসমূহ ('সেবি সার্কুলারসমূহ') মেনে একটি সাধারণ স্থানে সদস্যদের সশরীরে উপস্থিতি ছাড়াই এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বিষয়াদি সম্পাদনের জন্য মেসার্স সিমপ্লেক্স ইনফ্রাস্ট্রাকচারস লিমিটেড (কোম্পানি)-এর সদস্যদের ১০৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) আগামী **বুধবার, ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে বিকেল ৩.০০ টায়** ভিডিও কনফারেন্সিং (**ভিসি**)/ অন্যান্য অডিও-ভিজ্যুয়াল মাধ্যম (**ওএভিএম**)-এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে।

এমসিএ সার্কুলার এবং সেবি সার্কুলারসমূহ অনুসারে, কোম্পানি গত ২৯ আগস্ট, ২০২৬ তারিখে শুধুমাত্র বৈদ্যুতিন মোডের মাধ্যমে কোম্পানির সেই সমস্ত সদস্যদের এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি এবং কোম্পানির বার্ষিক প্রতিবেদন পাঠিয়েছে যাদের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানির/রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) বা ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্ট(দের) কাছে নিবন্ধিত রয়েছে, যার মধ্যে অন্যান্য বিষয়ের সাথে ৩১ মার্চ ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত বছরের আর্থিক বিবৃতি এবং অন্যান্য বিধিবদ্ধ প্রতিবেদন রয়েছে। উপরোক্ত এমসিএ এবং সেবি সার্কুলারগুলির মাধ্যমে এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তির হার্ড কপি পাঠানোর প্রয়োজনীয়তা বাতিল করা হয়েছে। পূর্বোক্ত নথিপত্রগুলি কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.simplexinfra.com**-এ এবং স্টক এক্সচেঞ্জগুলির ওয়েবসাইট অর্থাৎ **www.bseindia.com, www.nseindia.com, www.cse-india.com**-এ এবং এনএসডিএল-এর ওয়েবসাইট **www.evoting.nsdl.com**-এ উপলব্ধ রয়েছে।

যে সমস্ত শেয়ারহোল্ডারদের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানি/আরটিএ/ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্ট(দের) কাছে নিবন্ধিত নেই, তাদের নিবন্ধিত ঠিকানায় এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি এবং ২০২৫-২৬ আর্থিক বছরের বার্ষিক প্রতিবেদনের ওয়েবলিঙ্ক ধারণকারী একটি ফিজিক্যাল যোগাযোগপত্র পাঠানো হচ্ছে।

বিজ্ঞপ্তি এবং ব্যাখ্যামূলক বিবৃতি এই বিজ্ঞপ্তি প্রচারের তারিখ থেকে এজিএম-এর তারিখ পর্যন্ত বৈদ্যুতিন মোডে পরিদর্শনের জন্য উপলব্ধ থাকবে। উক্ত নথিপত্র পরিদর্শনের জন্য সদস্যদের কোম্পানির কাছে **secretarial.legal@simplexinfra.com**-এ লেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

**এজিএম চলাকালীন রিমোট ই-ভোটিং এবং ই-ভোটিংয়ের নির্দেশাবলী**

সময়ে সময়ে সংশোধিত কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪-এর বিধি ২০-এর সাথে পঠিত কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১০৮, দ্য ইনস্টিটিউট অফ কোম্পানি সেক্রেটারিজ অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক জারি করা সাধারণ সভার সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ড ("এসএস-২") এবং সেবি লিস্টিং রেগুলেশনস-এর রেগুলেশন ৪৪ মেনে, কোম্পানি তার সদস্যদের এজিএম-এ সম্পাদিত হতে চলা বিষয়গুলির ক্ষেত্রে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে তাদের ভোট দেওয়ার সুবিধা প্রদান করছে এবং এই উদ্দেশ্যে, বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ভোটদানের সুবিধার্থে কোম্পানি ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (এনএসডিএল)-কে নিযুক্ত করেছে।

**"কাট-অফ তারিখ" অর্থাৎ বুধবার, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখে** ফিজিক্যাল ফর্মে বা ডিম্যাটেরিয়ালাইজড ফর্মে শেয়ার ধারণকারী সদস্যরা **www.evoting.nsdl.com**-এ এনএসডিএল-এর বৈদ্যুতিন ভোটিং সিস্টেম ("রিমোট ই-ভোটিং")-এর মাধ্যমে বৈদ্যুতিনভাবে তাদের ভোট দিতে পারবেন।

রিমোট ই-ভোটিংয়ের বিস্তারিত নির্দেশাবলী এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া হয়েছে। সদস্যদের নিম্নলিখিত বিষয়গুলি মনে রাখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে :

ক) এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত সাধারণ এবং বিশেষ বিষয়গুলি শুধুমাত্র বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ভোটদানের মাধ্যমেই সম্পাদিত হবে।
খ) রিমোট ই-ভোটিংয়ের সময়কাল **শনিবার, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৬ সকাল ৯.০০ টায় শুরু হবে এবং মঙ্গলবার, ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ বিকেল ৫.০০ টায়** শেষ হবে। এরপর ভোট দেওয়ার জন্য এনএসডিএল দ্বারা রিমোট ই-ভোটিং মডিউলটি নিষ্ক্রিয় করা হবে। একবার কোনো সদস্য কর্তৃক রেজোলিউশনের ওপর ভোট দেওয়া হয়ে গেলে, সদস্য পরবর্তীতে তা সংশোধন করতে পারবেন না।
গ) এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং সিস্টেমের সুবিধাও উপলব্ধ করা হবে এবং সভায় উপস্থিত যে সদস্যরা রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাদের ভোট দেননি তারা সভা চলাকালীন ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাদের ভোট দেওয়ার যোগ্য হবেন। সদস্যদের ভোটাধিকার **কাট-অফ তারিখ, অর্থাৎ বুধবার, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬** তারিখে কোম্পানির পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধনে তাদের শেয়ারের অনুপাতে হবে।
ঘ) যে সদস্যরা রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাদের ভোট(গুলি) দিয়েছেন তারা এজিএম-এও উপস্থিত থাকতে পারেন তবে তারা এজিএম-এ পুনরায় তাদের ভোট(গুলি) দেওয়ার অধিকারী হবেন না।
ঙ) বিজ্ঞপ্তি পাঠানোর পর যে কোনো ব্যক্তি যিনি কোম্পানির শেয়ার অর্জন করেন এবং কোম্পানির সদস্য হন এবং কাট-অফ তারিখে শেয়ার ধারণ করেন, তিনি **evoting@nsdl.co.in**-এ অনুরোধ পাঠিয়ে ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন। তবে কোনো ব্যক্তি যদি ই-ভোটিংয়ের জন্য ইতিমধ্যেই এনএসডিএল-এর কাছে নিবন্ধিত থাকেন, তবে ভোট দেওয়ার জন্য বিদ্যমান ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করা যেতে পারে। যে ব্যক্তি কাট-অফ তারিখে সদস্য নন, তার এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিটিকে শুধুমাত্র তথ্যের উদ্দেশ্যে বলে গণ্য করা উচিত। ই-ভোটিংয়ের জন্য ব্যবহৃত লগইন ক্রেডেনশিয়াল ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএম-এ উপস্থিত হওয়ার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।
চ) কোম্পানির রেজিস্টার অফ মেম্বারস এবং শেয়ার ট্রান্সফার বুকগুলি **বৃহস্পতিবার, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬ থেকে বুধবার, ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ (উভয় দিন অন্তর্ভুক্ত)** পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।
ছ) একটি সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ পদ্ধতিতে ই-ভোটিং প্রক্রিয়াটি স্ক্রুটিনাইজ করার জন্য কোম্পানি মেসার্স লাভ অ্যান্ড লাভ অ্যাসোসিয়েটস, কোম্পানি সেক্রেটারিজ (FRN : P2025WB105500), কলকাতা-কে স্ক্রুটিনাইজার হিসেবে কাজ করার জন্য নিযুক্ত করেছে।
জ) রিমোট ই-ভোটিং এবং সভা চলাকালীন ই-ভোটিং সম্পর্কিত কোনো জিজ্ঞাসা / অভিযোগ থাকলে, আপনি **www.evoting.nsdl.com**-এর 'ডাউনলোড' বিভাগে উপলব্ধ সদস্যদের জন্য সচরাচর জিজ্ঞাস্য প্রশ্নাবলী (এফএকিউএস) এবং 'ই-ভোটিং ইউজার ম্যানুয়াল' দেখতে পারেন। সভা চলাকালীন/আগে প্রযুক্তিগত সহায়তার প্রয়োজন হলে সদস্যরা **evoting@nsdl.co.in**-এ অনুরোধ পাঠাতে পারেন অথবা ০২২ ৪৮৮৬ ৭০০০ নম্বরে কল করতে পারেন অথবা শ্রী অমিত বিশাল, অ্যাসিস্ট্যান্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট / শ্রীমতী পল্লবী মাত্রে, সিনিয়র ম্যানেজার, এনএসডিএল, ট্রেড ওয়ার্ল্ড, 'এ' উইং, কমলা মিলস কম্পাউন্ড, সেনাপতি বাপত মার্গ, লোয়ার পারেল, মুম্বই - ৪০০ ০১৩-এর সাথে নির্দিষ্ট ইমেইল আইডি **AmitV@nsdl.co.in/pallavid@nsdl.co.in**-এ অথবা ০২২-৪৮৮৬ ৭০০০ টেলিফোন নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন।

যে সমস্ত সদস্য তাদের ইমেইল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি তাদের নিজ নিজ ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্ট(দের)-এর কাছে তাদের ইমেইল ঠিকানা নিবন্ধন করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে এবং ফিজিক্যাল মোডে শেয়ার ধারণকারী সদস্যদের বার্ষিক প্রতিবেদন পাওয়ার জন্য নাম, ঠিকানা, ফোলিও নম্বর, মোবাইল নম্বর এবং ইমেইল আইডি, প্যান কার্ডের স্ক্যান কপি এবং কোম্পানির কাছে নিবন্ধিত সদস্যের ঠিকানার সমর্থনে যেকোনো ঠিকানা প্রমাণের (অর্থাৎ আধার, ড্রাইভিং লাইসেন্স, পাসপোর্ট ইত্যাদি) স্ব-প্রত্যয়িত কপি উল্লেখ করে স্বাক্ষরিত অনুরোধ পত্র সহ **secretarial.legal@simplexinfra.com**-এ কোম্পানির কাছে ইমেইল ঠিকানা নিবন্ধন/আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

**সিমপ্লেক্স ইনফ্রাস্ট্রাকচারস লিমিটেড-এর পক্ষে**
স্বা/-
**স্থান : কলকাতা** — **বি. এল. বাজোরিয়া**
**তারিখ : ২৯ আগস্ট, ২০২৬** — **সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং কোম্পানি সেক্রেটারি**

# ডেউচা-পাঁচামি প্রকল্পে অনিয়ম হয়েছে: শুভেন্দু

## পুজোর আগেই রাস্তা সারানোর নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর

**নিজস্ব প্রতিবেদন, বীরভূম:** সামনে দুর্গাপুজো। তার আগেই বীরভূম জেলার পঞ্চায়েত ও পুরসভা এলাকার সমস্ত রাস্তা সংস্কারের নির্দেশ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। শনিবার রামপুরহাটে প্রশাসনিক পর্যালোচনা বৈঠকে জেলার বিডিও এবং পূর্ত দপ্তরের আধিকারিকদের এই নির্দেশ দেন তিনি। বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বীরভূমের উন্নয়ন, স্বচ্ছতা এবং নিরাপত্তাই সরকারের মূল লক্ষ্য।

জেলার উন্নয়ন প্রসঙ্গে সিউড়ি মেডিক্যাল কলেজ, রেল পরিষেবা ও রেল পরিকাঠামোর উন্নয়ন দ্রুততার সঙ্গে করার বিষয়ে বৈঠকে আলোচনা হয়েছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। ডেউচা-পাঁচামি কয়লা খনি প্রকল্প নিয়েও এদিন সরব হন তিনি। প্রকল্পে জমি ও চাকরির ক্ষেত্রে অনিয়ম হয়েছে বলে অভিযোগ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আদিবাসীদের জমি অনিয়ম করে তৃণমূল নেতাদের পাট্টা দেওয়া হয়েছিল এবং সেই সূত্রে চাকরিও দেওয়া হয়েছে। অনিয়মের অভিযোগে ওই জমির পাট্টা বাতিল করা হয়েছে এবং চাকরিও বাতিল করা হয়েছে বলে দাবি করেন তিনি। ডেউচা-পাঁচামি নিয়ে সরকারের পরবর্তী অবস্থান সেপ্টেম্বরের শেষে জানানো হবে বলেও জানান মুখ্যমন্ত্রী।

বীরভূমের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রসঙ্গ তুলে মা তারা, বাউল এবং রবীন্দ্রনাথের কথা স্মরণ করেন মুখ্যমন্ত্রী। বীরভূমের সার্বিক উন্নয়নে সরকার আরও উদ্যোগী হবে বলেও আশ্বাস দেন তিনি।এদিন বীরভূম জেলা পুলিশের কাজের প্রশংসা করেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর দাবি, বীরভূম জেলা পুলিশ ব্যক্তিগত হেফাজত থেকে ২২০ কোটি টাকা উদ্ধার করেছে এবং ২৫২টি গাড়ি বাজেয়াপ্ত করেছে। পুলিশ প্রশাসনের ভূমিকার প্রশংসা করে তিনি বলেন, বীরভূম পুলিশ প্রমাণ করেছে তারা চাইলে সব করতে পারে। এর জন্য ইডি-সিবিআইয়ের প্রয়োজন নেই বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

পাথর শিল্প থেকে জেলার রাজস্ব আদায়ের পরিসংখ্যান তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আগে বছরে বীরভূমের পাথর শিল্প থেকে প্রায় ৮২ কোটি টাকা রাজস্ব আয় হত। বর্তমানে মাত্র তিন মাসেই সেই রাজস্ব বেড়ে ২৫৫ কোটি টাকায় পৌঁছেছে বলে দাবি করেন তিনি।জয়দেবের কদমখণ্ডি মহাশ্মশানের উন্নয়নের জন্য স্থানীয়ভাবে আবেদন জানানোর বিষয়টিও এদিন উঠে আসে। জেলার সাংবাদিকদের পাশে থাকার বিষয়ে তাঁর ভাবনার কথা জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আগামীবার বীরচন্দ্রপুরে আসারও আশা রয়েছে তাঁর।



প্রশাসনিক বৈঠকের আগে গার্ড অফ অনার মুখ্যমন্ত্রীকে।

# ফুঁসছে গঙ্গা, প্লাবন আর ভাঙন আতঙ্ক গঙ্গাপারের বাসিন্দাদের

**নিজস্ব প্রতিবেদন, মুর্শিদাবাদ:** উচ্চ এবং নিম্ন অববাহিকায় ফুঁসছে গঙ্গা। প্লাবন আর ভাঙন আতঙ্কে রাত কাটছে গঙ্গাপারের বাসিন্দাদের। প্রতিদিন এবেলা ওবেলা যেহারে জল বাড়ছে তাতে গঙ্গা তীরবর্তী নিচু এলাকার বাসিন্দারা রাতে চোখের পাতা এক করতে পারছেন না। এদিকে প্রশাসনের পক্ষ থেকে মাইকিং করে কমলা সতর্কতা জারি করা হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে মাছ ধরতে আপাতত মৎস্যজীবীদের জলে নামতে বারণ করে দেওয়া হয়েছে। খেয়া পারাপারের মাঝিদেরও সতর্কতার সঙ্গে নৌকো চালাতে বলা হয়েছে।

নেপালে ভয়াবহ হড়পা বান এবং বিহার, উত্তরপ্রদেশের পাহাড়ি নদীর জল নেমে আসায় হু-হু করে বাড়ছে গঙ্গার জলস্তর। গঙ্গার জলস্তর বিপদসীমা অতিক্রম করায় ফরাক্কা ব্যারেজ সংলগ্ন বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ভাঙন এবং প্লাবনের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। ফলে আতঙ্কে রয়েছেন বাসিন্দারা। এই অবস্থা আগামী সাতদিন পর্যন্ত থাকবে বলে অনুমান করছে ফরাক্কা ব্যারেজ কর্তৃপক্ষ। ফরাক্কা ব্যারেজ কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার সকাল থেকেই গঙ্গার জলস্তর দ্রুত বাড়ছিল। এদিন সকালে গঙ্গার জলস্তর রেকর্ড করা হয়েছিল ২২.৭৯ মিটার। দুপুর ২টোয় তা হয় ২২.৮২ মিটার এবং শুক্রবার রাত ৯টা তা ২২.৮৬ মিটারে পৌঁছয়। বিপদসীমা ২২.২৫ মিটার। অর্থাৎ ফরাক্কায় গঙ্গার জল বিপদসীমার ৬১ সেন্টিমিটার উপর দিয়ে বইছে।

ব্যারেজ বিশেষজ্ঞদের অনুমান, আগামী সাতদিন জলস্তর এরকম থাকতে পারে। তবে নেপালের হড়পা বানের জল এবং উত্তরপ্রদেশের উপচে পড়া জলভাগ পুরোপুরি এসে পৌঁছালে গঙ্গার জলস্তর আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করছেন ফরাক্কা ব্যারেজের আধিকারিকরা। পরিস্থিতি বিচার করে স্থানীয় প্রশাসন ইতিমধ্যেই নদী তীরবর্তী বাসিন্দাদের সাবধান করার কাজ শুরু করেছে। গঙ্গার জলস্তর বাড়ায় রঘুনাথগঞ্জ, সাগরদিঘি ও সামশেরগঞ্জের বাসিন্দারা আতঙ্কে রয়েছেন। যদিও শুক্রবার বিকেল পর্যন্ত রঘুনাথগঞ্জ কিংবা সামশেরগঞ্জ সংলগ্ন নদীর খাঁড়িতে জলের বৃদ্ধি তুলনামূলকভাবে অনেকটাই কম।

সাগরদিঘির বাসিন্দা রাম মণ্ডল ও বাপি সরকার বলেন, সকাল থেকে দু’আঙুল মতো জল বেড়েছে। এই সময় তো জল আরও বাড়বে। ফরাক্কা ব্লকের বিডিও সুজয় ব্যাপারী বলেন, নেপালে ঘটে যাওয়া প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে এই পরিস্থিতি ঘটেছে। জলস্তর বৃদ্ধির জন্য আপার ক্যাচমেন্টে প্রচুর বৃষ্টিও অন্যতম কারণ। তাই আগামী কয়েকদিন জল বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সতর্কতা জারি করা হয়েছে। ফরাক্কা ব্লক অফিসে একটি কন্ট্রোলরুম খোলা হয়েছে।



### কোথায় কী পরিস্থিতি

- সাহেবগঞ্জ-ঝাড়খণ্ড- গঙ্গার জলস্তর ২৭.৮৫ মিটার (বিপদসীমা ২৭.২৫ মিটার)
- মালদা মাণিকচক- বর্তমানে ২৫.১৮ মিটারে বইছে (বিপদসীমা ২৪.৬৯ মিটার)।
- সামশেরগঞ্জ নিমতিতা-জলস্তর ২১.৫০মিটার (বিপদসীমা ২১.৯০ মিটার)।
- নুরপুরে পদ্মায় ২০.৬৬ মিটারে বইছে (বিপদসীমা ২১.০৩ মিটার)।
- জঙ্গিপুরে পদ্মা বইছে ২০.৩০ মিটারে (বিপদসীমা ২০.৯৪ মিটার)। কেন্দ্রের জলসম্পদ মন্ত্রকের পক্ষ থেকেও সতর্কতা জারি করা হয়েছে বলে ফরাক্কা ব্যারেজ কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা গিয়েছে।

# রাজনৈতিক বচসার জের, বিজেপি কর্মীকে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে

**নিজস্ব প্রতিবেদন, গলসি:** রাজনৈতিক পারদ চড়তেই ফের উত্তপ্ত পূর্ব বর্ধমানের গলসি। স্টেশনের বাইরে রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে বচসার জেরে এক বিজেপি কর্মীকে গালিগালাজ এবং বেধড়ক মারধরের অভিযোগ উঠল তৃণমূল কংগ্রেসের এক কর্মীর বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে গলসি ১ নম্বর ব্লকের পারাজ স্টেশন এলাকায়। আক্রান্ত কর্মী থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। ঘটনার পর থেকেই এলাকা জুড়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

আহত বিজেপি কর্মীর নাম সুশীল দে। তিনি গলসির উচ্চগ্রামের বাসিন্দা এবং দুর্গাপুরের একটি বেসরকারি হাসপাতালের কর্মী। জানা গিয়েছে, শনিবার সকাল ৮টার ট্রেন ধরে দুর্গাপুরে কর্মস্থলে যাওয়ার উদ্দেশ্যে তিনি পারাজ স্টেশনে পৌঁছন। অভিযোগ, সেই সময় স্টেশনের বাইরে তাঁকে ডেকে নিয়ে যান উচ্চগ্রামের বাসিন্দা তথা তৃণমূল কর্মী রাকেশ পাল। সেখানে দু’জনের মধ্যে রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে বচসা শুরু হয়। সুশীলবাবুর দাবি, তিনি কথাবার্তার প্রতিবাদ করতেই আচমকা রাকেশ পাল তাঁকে গালিগালাজ করে এবং চড়-থাপ্পড় ও লাথি মারতে শুরু করে। মারধরের জেরে তিনি মাটিতে পড়ে গেলে তাঁর পেটে সজোরে লাথি মারা হয় এবং ইঁট দিয়ে মাথা থেঁতলে দেওয়ারও চেষ্টা করা হয়।চিৎকার শুনে স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে এলে অভিযুক্ত সেখান থেকে চম্পট দেয়।

স্থানীয়রা উদ্ধার করে আহত সুশীল দেকে পুরসা হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তিনি সরাসরি গলসি থানায় হাজির হন এবং তৃণমূল কর্মী রাকেশ পালের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। একই সঙ্গে আক্রান্ত কর্মী দাবি করেন, উচ্চগ্রামের তৃণমূল নেতা সরোজ চক্রবর্তীর উসকানিতে ও নেতৃত্বেই তাঁর ওপর এই হামলা চালানো হয়েছে।ঘটনার পর থেকে অভিযুক্ত তৃণমূল কর্মী রাকেশ পাল এলাকা ছেড়ে গা ঢাকা দিয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। তবে মারধরের অভিযোগ প্রসঙ্গে স্থানীয় শাসকদল বা অভিযুক্তদের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে গলসি থানার পুলিশ। পলাতক অভিযুক্তের সন্ধানে তল্লাশি চালানো হচ্ছে।

# ফাঁকা বাড়িতে দুঃসাহসিক চুরি

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা:** রাখি পূর্ণিমার উৎসবে আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াতে যাওয়াই হলো কাল। ফাঁকা বাড়ির সুযোগ নিয়ে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়াল পানাগড়ের রেলপাড়ের ছোট ক্যানেল এলাকায়। সর্বস্ব হারিয়ে চরম বিপাকে পড়েছেন গৃহস্থ অশোক চৌধুরী ও তাঁর পরিবার।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, রাখি পূর্ণিমা উপলক্ষে অশোকবাবু গোটা পরিবারকে নিয়ে কাঁকসার পলাশডাঙ্গা এলাকায় এক আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলেন।শনিবার সকালে বাড়ি ফিরে এসে তিনি দেখেন, ঘরের সদর দরজার তালা ভাঙা অবস্থায় পড়ে রয়েছে। পরিবারের সদস্যরা ভেতরে ঢুকতেই দেখা যায়, প্রতিটি ঘরের জিনিসপত্র লন্ডভন্ড হয়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। ভাঙা অবস্থায় পড়ে রয়েছে ঘরের আলমারির দরজা।

অশোক চৌধুরী জানান, দুষ্কৃতীরা আলমারি ভেঙে নগদ ১ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা এবং প্রায় ২ লক্ষ টাকা মূল্যের সোনার গয়না নিয়ে চম্পট দিয়েছে। হঠাৎ এই ঘটনায় একপ্রকার সর্বস্বান্ত হয়ে পড়েছে পরিবারটি। ঘটনার পরই কাঁকসা থানায় খবর দেওয়া হয়।

# ধনিয়াখালির আত্মহত্যার অভিযোগে গ্রেপ্তার চার

**নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি:** তিন জনেই আত্মহত্যা করেছিলেন বলে প্রাথমিক তদন্তে জানিয়েছিল পুলিশ। হুগলির ধনিয়াখালিতে ভাড়া বাড়ি থেকে একই পরিবারের তিন জনের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়েছিল শুক্রবার। যে ঘর থেকে দেহ উদ্ধার হয়, সেই ঘরের দেওয়ালে একাধিক ব্যক্তির নাম লেখা ছিল। ঠিক কী কারণে তাঁরা আত্মহত্যা করেছেন, তা নিয়ে রহস্য দানা বেঁধেছিল। এই ঘটনায় ৪ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতরা হলেন প্রতিবেশী রবীন্দ্রনাথ মুর্মু, ভাড়া বাড়ির মালিক মধুমিতা সিংহ রায়, মধুমিতার মা টিঙ্কু ওরফে ইন্দ্রাণী সিংহ রায় এবং মধুমিতার স্বামী জয় সিংহ।

ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদে প্রাথমিক ভাবে জানা গিয়েছে, ডানকুনির বাসিন্দা উত্তম চাঁই ধনিয়াখালি সোমসপুর দুলেপাড়ায় একটি ভাড়া বাড়িতে উঠে আসেন কয়েকমাস আগে। ভাড়া বাড়ির মালিক মধুমিতা সিং রায়ের কাছে বাড়িটি ক্রয় করার জন্য চার লক্ষ টাকা অগ্রিম বাবদ দেন উত্তম। অন্য দিকে, এক প্রতিবেশী রবীন্দ্রনাথ মুর্মুর বাড়িতেও প্রতিদিন যাতায়াত ছিল উত্তমের।

এর মাঝে রবীন্দ্রনাথের বাড়ি থেকে লক্ষাধিক টাকা সোনার গয়না চুরি যায় গত ১৬ অগস্ট। ঘরের তালা না-ভেঙে কী ভাবে চুরি হলো তা নিয়ে সন্দেহ তৈরি হয়। সন্দেহ গিয়ে পড়ে উত্তমের উপরে। ঠিক সেই সময়েই উত্তম স্থানীয় এক ব্যক্তিকে বেশ কিছু গয়না বিক্রি করেন। সেই টাকা থেকে বাড়ি কেনার জন্য ভাড়া বাড়ির মালিক মধুমিতা সিংহ রায়কে ৪ লক্ষ দেওয়া হয়।

বিষয়টি নিয়ে উত্তমের বাড়িতে এসে চাপ দিতে থাকে রবীন্দ্রনাথ-সহ মধুমিতা, জয় ও ইন্দ্রাণী। সূত্রের দাবি, জিজ্ঞাসাবাদে উত্তম চাঁই তার দোষ স্বীকার করেন। গয়না বিক্রি করে পাওয়া ৮ লক্ষ টাকা রবীন্দ্রনাথকে ফিরিয়ে দেন। চুরি যাওয়া সোনার বাজার দর অনুযায়ী আরও চার লক্ষ টাকা দেওয়ার কথা জানান রবীন্দ্রনাথ। এমত অবস্থায় উত্তমকে হুমকি দেওয়া হয় ও বাড়ির মালিক মধুমিতা সিংহরায় তাঁকে বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে বলেন। লোকলজ্জার ভয়ে ও আর্থিক চাপে পড়েই উত্তম নিজেকে ও তাঁর পরিবারকে শেষ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় বলে মনে করছে পুলিশ।

এই ঘটনায় আরও একজন জড়িত থাকতে পারে বলে অনুমান পুলিশের। ধৃতদের বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য ধারায় মৃত্যুর প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগ দায়ের হয়। তবে তিনজনের মৃত্যুর পিছনে সত্যি এই ঘটনা রয়েছে কি না, বকেয়া টাকা ফিরিয়ে দিতে সত্যি চাপ দেওয়া হয়েছিল কি না তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

# অগ্নিমূল্য চিনির বাজার, মজুতদারির খোঁজে জেলা প্রশাসন, খাদ্য দপ্তর, কৃষি দপ্তর ও পুলিশের যৌথ অভিযান

**নিজস্ব প্রতিবেদন, রানিগঞ্জ:** কয়েকদিনের ব্যবধানে চিনি-সহ একাধিক নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রীর দাম বেড়ে যাওয়ায় নড়েচড়ে বসেছে প্রশাসন। বাজারে কৃত্রিম সংকট তৈরি করে অবৈধভাবে খাদ্যসামগ্রী মজুত করা হচ্ছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে শনিবার সকাল থেকেই রানীগঞ্জের একাধিক গোডাউন ও দোকানে অভিযান চালাল প্রশাসন। জেলা প্রশাসন, খাদ্য দপ্তর, কৃষি দপ্তর এবং আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের আধিকারিকরা যৌথভাবে এই অভিযান চালান। নেতৃত্বে ছিলেন ডিসি সেন্ট্রাল ধ্রুব সাহা। সঙ্গে ছিলেন রানিগঞ্জ থানার পুলিশ আধিকারিকরা।



প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, গোডাউনগুলিতে গিয়ে চিনি-সহ বিভিন্ন খাদ্যসামগ্রীর মজুতের পরিমাণ খতিয়ে দেখা হয়। নির্ধারিত সীমার তুলনায় অতিরিক্ত পণ্য রাখা হয়েছে কি না, পাশাপাশি ক্রয়মূল্য ও বিক্রয়মূল্যের মধ্যে কোনও অস্বাভাবিকতা রয়েছে কি না, তাও পরীক্ষা করা হয়।

উল্লেখ্য, কিছুদিন আগেও ৪৫ থেকে ৫০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হওয়া চিনি বর্তমানে কোথাও ৬৫, আবার কোথাও ৭০ টাকা পর্যন্ত বিক্রি হচ্ছে বলে অভিযোগ। একইসঙ্গে পেঁয়াজ, ভোজ্যতেল ও বিভিন্ন দানাশস্যের দামও বেড়েছে। ফলে সমস্যায় পড়েছেন সাধারণ মানুষ। মূল্যবৃদ্ধির আবহে রাজ্যজুড়ে মজুতদারি ও কালোবাজারি রুখতে প্রশাসনিক অভিযান শুরু হয়েছে। পশ্চিম বর্ধমানের আসানসোল ও দুর্গাপুর মহকুমাতেও নিয়মিত চলছে নজরদারি।

এদিন রানিগঞ্জের একাধিক গোডাউন ও দোকানে তল্লাশি চালানো হলেও বড় ধরনের কোনও অসঙ্গতি ধরা পড়েনি বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে। তবে দু-একটি দোকানে কিছু বিষয় নিয়ে আধিকারিকরা খোঁজখবর নেন।ডিসি সেন্ট্রাল ধ্রুব সাহা জানান, সাধারণ মানুষ যাতে অসাধু ব্যবসায়ীদের কারণে সমস্যায় না-পড়েন, তা নিশ্চিত করতে আগামী দিনেও এই ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

# জাতীয় ক্রীড়া দিবসে ধ্যানচাঁদকে স্মরণ

**নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া:** সোনামুখীর ডিহিপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের মদনপুর জয়নগর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রীতি ফুটবল ম্যাচ।

হকির জাদুকর মেজর ধ্যানচাঁদের জন্মদিন উপলক্ষে সারা দেশের সঙ্গে সোনামুখীতেও পালিত হল জাতীয় ক্রীড়া দিবস। শনিবার সোনামুখী উত্তর চক্রের ডিহিপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত মদনপুর জয়নগর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে দিনটি উদযাপন করা হয়। ধ্যানচাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয় এক প্রীতিপূর্ণ ফুটবল ম্যাচ। ছাত্রীদের সঙ্গে ছাত্রদের এই প্রীতি ম্যাচকে ঘিরে বিদ্যালয়ের পড়ুয়া, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অভিভাবকদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখা যায়।

ভরা ভাদ্রের গরমকে উপেক্ষা করে খেলার মাঠে ছাত্র-ছাত্রীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ছিল নজরকাড়া। খেলার আগে ধ্যানচাঁদের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। পরে ছাত্র-ছাত্রীরা প্রতিকৃতি হাতে নিয়ে বিদ্যালয়ের মাঠ থেকে গ্রাম পরিক্রমা করে। খেলাধুলার প্রতি আগ্রহ বাড়ানোর বার্তা দিয়ে তারা স্লোগান দেয়, খেলাধুলা করব সবাই, দূর হবে সব রোগবালাই। হর গালি হর ময়দান, খেলে সারা হিন্দুস্থান।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আনন্দময় ঘোষ বলেন, ‘ধ্যানচাঁদ আমাদের ভারতবর্ষের ক্রীড়াজগতের গর্ব। তাঁর অসামান্য ক্রীড়া প্রতিভা ও দেশের জন্য অবদান আজও আমাদের অনুপ্রেরণা জোগায়। সুস্থ শরীরের জন্য যেমন খেলাধুলা প্রয়োজন, তেমনই সুস্থ মন ও সুন্দর চরিত্র গঠনের ক্ষেত্রেও খেলার মাঠের গুরুত্ব অপরিসীম। খেলাধুলার মাধ্যমে পারস্পরিক সহযোগিতা, উদারতা, শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতা ও নেতৃত্বের গুণাবলি গড়ে ওঠে।’

তিনি আরও বলেন, ‘বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় শিশুদের আনন্দের মাধ্যমে এবং খেলার মাধ্যমে শেখার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। শিশুরা খেলার মধ্যে যে আনন্দ পায়, তা অন্য অনেক ক্ষেত্রেই পাওয়া কঠিন। অথচ বর্তমানে ছোট থেকে বড়, অনেকেই খেলার মাঠ থেকে দূরে সরে মোবাইল ফোনে অতিরিক্ত আসক্ত হয়ে পড়ছে। তাই শিশু-কিশোরদের খেলাধুলার প্রতি আগ্রহী করে তুলতে এবং খেলার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন করতেই আজকের এই উদ্যোগ।’

# বর্ণাঢ্য র‍্যালিতে শহরে শুরু ক্রীড়া উৎসব

**নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর:** খেলার মাঠে ফেরার ডাক। শহরের রাজপথে উঠল ক্রীড়ার স্লোগান, ‘খেলবে দুর্গাপুর, জিতবে দুর্গাপুর।’ এই বার্তাকে সামনে রেখে শনিবার সকালে বর্ণাঢ্য র‍্যালিরমধ্য দিয়ে দুর্গাপুরে শুরু হল ন্যাশনাল স্পোর্টসডে উদযাপন। সিধু কানু ইনডোর স্টেডিয়াম থেকে ভগৎ সিং স্টেডিয়াম পর্যন্ত এই র‍্যালিতে অংশ নেন দুর্গাপুর পশ্চিমের বিধায়ক লক্ষ্মণ চন্দ্র ঘোড়ুই। তাঁর সঙ্গে পা মেলান শহরের বিশিষ্ট ও স্বনামধন্য খেলোয়াড়, বিভিন্নস্কুল-কলেজের পড়ুয়া এবং ক্রীড়াপ্রেমীরা। সকাল থেকেই র‍্যালিকে ঘিরেশহরে ছিল উৎসবের আমেজ।হাতে ক্রীড়াবিষয়কবার্তা,মুখেস্লোগান, খেলাধুলোরপ্রতিনতুনপ্রজন্মকে উৎসাহিতকরারবার্তা ছড়িয়েপড়েগোটা কর্মসূচিজুড়ে। ক্রীড়াক্ষেত্রে দুর্গাপুরের পুরনো ঐতিহ্যকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আহ্বানও উঠে আসে এই উদ্যোগে।র‍্যালিশেষহয়ভগৎ সিংস্টেডিয়ামে।সেখানেজাতীয়পতাকা উত্তোলনেরমধ্য দিয়েন্যাশনালস্পোর্টসডে উদযাপনের আনুষ্ঠানিকসূচনা হয়। উদ্যোক্তাদের তরফে জানানো হয়েছে, দিনটিকে কেন্দ্র করে দুর্গাপুরে একাধিক ক্রীড়ামূলক কর্মসূচি ও অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

# ২৩৯৬ মিটার গভীর থেকে উঠছে অপরিশোধিত খনিজ তেল

**নিজস্ব প্রতিবেদন, অশোকনগর:** বাণিজ্যিকভাবে ২৩৯৬ মিটার গভীর থেকে উঠছে অপরিশোধিত খনিজ তেল অশোকনগর বাইগাছি প্রতিদিন প্রায় ২০ হাজার লিটার উত্তোলনের লক্ষ্যমাত্রা ওএনজিসির।অশোকনগরের বাইগাছি ওএনজিসি ফিল্ড থেকে ফের ‘ক্রুড অয়েল’(কাঁচা তেল) হলদিয়া শোধনাগারের উদ্দেশ্যে আনুষ্ঠানিক ভাবে পাঠানো হল অশোকনগর প্ল্যান্ট থেকে। অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন ওএনজিসির (এক্সপ্লোরেশন) ডিরেক্টর শ্রী ওপি সিনহা- সহ আধিকারিকরা। এছাড়া ছিলেন অশোকনগরের বিজেপি বিধায়ক ড. সুময় হীরা।প্রতিদিন এখান থেকে ২০ হাজার লিটার কাঁচা তেল শোধনাগারে পাঠানোর টার্গেট নিয়েছে ওএনজিসি।এই বেঙ্গল বেসিনের হাত ধরে পশ্চিমবঙ্গ তথা এলাকার অর্থনীতি চাঙ্গা হবে বলে মনে করা হচ্ছে।অশোকনগরে তেল এবং গ্যাসের সন্ধান আগেই পাওয়া গিয়েছিল। ২০২০ সালে ২০ ডিসেম্বর তৎকালীন পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান অশোকনগরে এসে ওএনজিসি থেকে ‘ক্রুড ওয়েল’প্রথম পাঠানোর ব্যবস্থা করেন।তার কিছুদিন পরে অবশ্য করোনা পরিস্থিতিতে থেমে যায় কাজ কিছু জমিজটেরও কারণে ওএনজির কাজকর্ম পুরো বন্ধ। নতুন সরকার আসার পর অশোকনগরে ওএনজির কাজের গতি বাড়ে। প্রায় ছ’ বছর পরে শুক্রবার অশোকনগরের বাইগাছি ওএনজিসি ফিল্ড থেকে ফের ‘ক্রুড অয়েল’(কাঁচা তেল) হলদিয়া শোধনাগারের উদ্দেশ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে পাঠানো হল।

বিশেষ ট্যাঙ্কারের মাধ্যমে উত্তোলিত তেল এবার পৌঁছে যাবে সংশোধনাগারে।এই ঘোষণাকে ঘিরে অশোকনগর জুড়ে তৈরি হয়েছে উচ্ছ্বাস।ওএনজিসি সূত্রে জানা গিয়েছে, মাটির প্রায় ২৩৯৬ মিটার গভীর থেকে এই অপরিশোধিত তেল উত্তোলন করা হচ্ছে। ২০১৮ সালে যে কূপ থেকে প্রথম তেলের সন্ধান মিলেছিল তার প্রায় ৯৫ মিটার উত্তর-পূর্ব দিকে নতুন করে খনন করে এই তেলের সন্ধান পাওয়া যায়।আগের কূপ থেকে পরবর্তীতে আর তেল না-মেলায় নতুন কূপ খনন করে বাণিজ্যিক উত্তোলনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।প্রাথমিকভাবে প্রতিদিন গড়ে ১৫ থেকে ২০ কিউবিক মিটার অর্থাৎ প্রায় ২০ হাজার লিটার অপরিশোধিত তেল উত্তোলনের লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে।পাম্পজ্যাক ইতিমধ্যেই কাজ শুরু করেছে।আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে বিভিন্ন শিফটে চলবে তেল উত্তোলনের কাজ।পরবর্তীতে আরও কয়েকটি কূপ খননের পরিকল্পনাও রয়েছে বলে ওএনজিসি সূত্রে খবর।

শুক্রবার আনুষ্ঠানিকভাবে বাণিজ্যিক তেল উত্তোলনের সূচনা করেন ওএনজিসির ডিরেক্টর (এক্সপ্লোরেশন) ওপি সিনহা এবং অশোকনগরের বিধায়ক সুময় হীরা।ওএনজিসির তরফে জানানো হয়েছে অশোকনগর তৈলক্ষেত্রে মোট ছ’টি কূপ করা হয়েছে।এর মধ্যে চারটি খনিজ তেলের জন্য এবং দুটি প্রাকৃতিক গ্যাসের জন্য নির্ধারিত।শুধু তেল উত্তোলন নয় এলাকার পরিকাঠামো উন্নয়নেও গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।বাইগাছি ওএনজিসি কেন্দ্রে যাওয়ার কাঁচা রাস্তা পাকা করার কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

পাশাপাশি অশোকনগরের স্কুল কলেজ ও হাসপাতাল-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নয়নমূলক কাজে সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছে ওএনজিসি।স্থানীয় যুবকদেরও বিভিন্নভাবে প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে।বাইগাছির পাশাপাশি অশোকনগরের ভুরকুন্ডা দৌলতপুর-সহ একাধিক এলাকায় ওএনজিসির অনুসন্ধান ও খননকাজ চলছে।ভবিষ্যতে ওই এলাকাগুলি থেকেও তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস উত্তোলনের পরিকল্পনা রয়েছে। গোটা প্রকল্পে ইতিমধ্যেই প্রায় এক হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।



উল্লেখ্য, ২০১৮ সালে বাইগাছি এলাকায় প্রথম বিপুল পরিমাণ খনিজ তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের সন্ধান মেলে।২০২০ সালে পরীক্ষামূলক উত্তোলনে ওই কূপ থেকে প্রায় ৩৭৫ ব্যারেল অপরিশোধিত তেল পাওয়া যায়।বিশেষজ্ঞদের মতে বাইগাছির অপরিশোধিত তেলের এপিআই গ্র্যাভিটি প্রায় ৪০-৪১ যা গুণমানের বিচারে দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ তেলক্ষেত্র বম্বে হাইয়ের তেলের সঙ্গে তুলনীয়। ওপি সিনহা জানান বছর তিনেক আগে যে তেল উৎপন্ন হচ্ছিলো সেই তেলে কিছু সমস্যা দেখা গিয়েছিল। তেল শেষ হয়ে গিয়েছিল এমনটা নয়।আর এই কয়েকবছরে আরও কয়েকটা তেলের খনির খোঁজ মেলে।৫-৬ দিনের কর্মসূচি নিয়ে তিনি এসেছেন।প্রতিটা কেন্দ্রেই গিয়ে খতিয়ে দেখবেন।তবে এদিন এই কেন্দ্র থেকে যে তেল উৎপন্ন হচ্ছে তা খুব ভালো তেল।আগের থেকে অনেক ভালো তেল পাওয়া যাচ্ছে সেই কারণে আলাদা আলাদা জায়গায় আরও কয়েকটি বোরিং করা হচ্ছে।ভালো তেলের পাশাপাশি শুরুটা খুবই ভালো হচ্ছে।

আগামীদিনে আরও বেশি কী ভাবে তেল গ্যাস উৎপন্ন করা যায় তার প্রয়াস থাকবে দেশের কাছে ও এনজিসির।বর্তমানে তেল ৮৫-৯০ শতাংশ বাইরের থেকে আনতে হচ্ছে এবং গ্যাস প্রায় ৫০ শতাং বাইরে থেকে আনতে হচ্ছে তা আগামীদিনে যতটা কম আনা যায় তার প্রয়াস থাকে ওএনজিসির তরফে।অশোকনগরের এই তেল খনি একটা ছোট প্রয়াস বলে মনে করেন ওপি সিনহা।এখান থেকে যে কাঁচা তেল উৎপন্ন হচ্ছে, সেই তেলে জল থাকবে।এই জল থেকে তেল আলাদা করে রিফাইন করে পরবর্তী পর্যায়ে পাঠানো হবে অন্যত্রে।এখানে পেট্রোল ডিজেল সহ নানান তেল পাওয়া যাবে সবটাই আলাদা আলাদা করে উক্ত স্থানে পাঠানো প্রক্রিয়া চলবে।

বর্তমানে এখানে ৫-৬ টি আলাদা আলাদা জায়গায় বোরিং হবে সবথেকে বড় সমস্যা জমির সেক্ষেত্রে বর্তমান রাজ্য সরকার অনেকটাই সহযোগিতা করছে,আশাবাদী কাজ যথাযথ ভাবেই এবার থেকে এগিয়ে যাবে।বিধায়ক ড. সুময় হীরা বলেন, টেকনিক্যাল কারণেই এতদিন বন্ধ ছিল গোটা প্রক্রিয়া সেই টেকনিক্যাল সমস্যার সমাধানের পর এদিন থেকে যাত্রা শুরু হল।আরও চারটে বোর হবে এখন একটা বোরে কাজ চলছে।আপাতত বাইগাছি থেকে কাজ চলবে বাকি স্থানগুলিতে যে জমি জটের কারণে বন্ধ আছে।সেই জমি জট প্রায় কাটিয়ে তোলা হয়েছে।সেইসব কেন্দ্রেও আগামীতে কাজ শুরু হবে।তবে আপাতত শুধুমাত্র বাইগাছি থেকে কাজ চলবে।ফলে অশোকনগরের মাটির নিচে থাকা এই তেল ও গ্যাসের সম্ভাবনাকে ঘিরে নতুন করে আশাবাদী শিল্পমহল থেকে সাধারণ মানুষ।আগামী দিনে উত্তোলনের পরিমাণ বাড়লে দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা ও অর্থনীতিতে অশোকনগর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে বলেই মনে করছেন সংশ্লিষ্ট মহল।

# ৫০ যক্ষ্মা রোগীর পুষ্টির দায়িত্ব নিলেন বিধায়ক

**নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর:** নিক্ষয় মিত্র কর্মসূচির আওতায় দুর্গাপুরের ৫০ জন যক্ষ্মা আক্রান্ত রোগীর পুষ্টির দায়িত্ব নিলেন বিধায়ক লক্ষণ ঘোড়ুই। শনিবার দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে এই কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়।

এদিন রোগীদের হাতে ডিম, সয়াবিন, চাল, ডাল-সহ বিভিন্ন পুষ্টিকর খাদ্যসামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। বিধায়ক লক্ষণ ঘোড়ুই, হাসপাতালের সুপার ধীমান মণ্ডল, সমাজসেবী পারিজাত গাঙ্গুলি-সহ অন্যান্যরা রোগীদের হাতে খাদ্যসামগ্রী তুলে দেন।

# ‘শুদ্ধকরণ আসলে অস্পৃশ্যতাই’

## রাহুলের নিশানায় আরএসএস, বিজেপি

**নিজস্ব প্রতিবেদন, নয়াদিল্লি, ২৯ অগস্ট:** অস্পৃশ্যতা-বিতর্কে উত্তপ্ত হয়েছিল বাদল অধিবেশন। রাজ্যসভায় বিজেপির বিরুদ্ধে অস্পৃশ্যতাকে প্রশ্রয় দেওয়ার অভিযোগ তুলেছিলেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। এ বার সেই প্রসঙ্গে মুখ খুললেন কংগ্রেস নেতা তথা লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। বিজেপি এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস)-কে নিশানা করে কংগ্রেস সাংসদের দাবি, ‘শুদ্ধকরণ’ সংক্রান্ত এই প্রথা ‘অস্পৃশ্যতারই আর এক নাম’। তাঁর অভিযোগ, এ ধরনের কর্মকাণ্ড সংবিধানবিরোধী, অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়। এ ঘটনায় এসসি-এসটি (অত্যাচার প্রতিরোধ) আইনে এফআইআর করারও দাবি জানিয়েছেন রাহুল।

দিল্লিতে কংগ্রেসের সদর দপ্তরে এক সাংবাদিক বৈঠকে রাহুল দাবি করেন, সংবিধানের আদর্শ এবং বিজেপি-আরএসএসের আদর্শের মধ্যে এক রাজনৈতিক লড়াই প্রত্যক্ষ করছে দেশ। তাঁর অভিযোগ, ‘আমাদের কোনও দলিত নেতা মন্দিরে গেলে স্থানীয় বিজেপি নেতারা শুদ্ধকরণ অনুষ্ঠান করেন। কংগ্রেস সভাপতি খাড়গেজি, যিনি তাঁর সারা জীবন দেশ এবং সংবিধানকে উৎসর্গ করেছেন, তিনি হলদোয়ানির রামলীলা ময়দানে গেলে তার পরে সেখানে একটি শুদ্ধকরণ অনুষ্ঠান করা হয়।’ রাহুলের প্রশ্ন, ‘এ সব কারা করেন?’ কংগ্রেস নেতার দাবি, এই সব কর্মকাণ্ডের নেপথ্যে রয়েছে বিজেপি এবং আরএসএস। রাহুলের দাবি, ‘আজও কোথাও কোথাও স্কুলে দলিত শিশুদের দিয়ে শৌচাগার পরিষ্কার করানো হয়। ঝাঁট দেওয়ানো হয়। ভাবুন তো, শিশুমনে এর কী প্রভাব পড়ে?’ পানীয় জলের ক্ষেত্রেও জাতিগত বৈষম্য দৃশ্যমান বলে অভিযোগ রাহুলের। তাঁর দাবি, ‘গ্রামের কুয়ো থেকে দলিতদের জল তুলতে দেওয়া হয় না।’ সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই বৈষম্য প্রকট বলে অভিযোগ করেছেন রাহুল।

রাহুলের দাবি, ‘বিজেপি এবং আরএসএস যে ধরনের কাজকর্ম করে, তা অপরাধ। এটি একটি ফৌজদারি কার্যকলাপ। শুদ্ধকরণ আসলে অস্পৃশ্যতারই আর এক নাম। অস্পৃশ্যতাকে বেআইনি হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছিল, তবে বিজেপি প্রকাশ্যে এই সব কাজ করে।’ এই ঘটনা ভারতের দলিতদের ‘অপমান’ বলে মনে করেন রাহুল। তাঁর কথায়, ‘যখন তারা শুদ্ধকরণ অনুষ্ঠানটি করে, তখন তারা কার্যত এটাই স্পষ্ট করে যে, দলিতদের স্পর্শ করা উচিত নয়। এটা অপরাধ।’ রাহুলের মতে, ভারতে এখন দুই মতাদর্শের মধ্যে লড়াই চলছে। এক দিকে রয়েছে ভারতের সংবিধান, বাবা সাহেব আম্বেদকর, মহাত্মা গান্ধি, জওহরলাল নেহরুরা। আর অন্য দিকে রয়েছে বিজেপি এবং আরএসএসের মতাদর্শ। রাহুলের অভিযোগ, সংবিধানে সুরক্ষার কথা উল্লেখ থাকলেও বাস্তবে এখন ভারতে দলিতেরা বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন।

# কাদাস্রোতে ভেসে আসা সিন্দুক ভেঙে টাকা লুট!

## নেপালে ২৯ জনকে ধরল পুলিশ

**কাঠমান্ডু, ২৯ অগস্ট:** হড়পা বানে নেপালে ভেসে গিয়েছে ঘর-বাড়ি, আস্ত গ্রাম। কাদামাটির স্রোত গ্রাস করেছে মাইলের পর মাইল জমি। সেই কাদামাটির স্রোতেই ভেসে আসছিল একটি সিন্দুক। বিপর্যয়ের মধ্যে সেই সিন্দুক ভেঙে লক্ষ লক্ষ টাকা লুটের অভিযোগ উঠল নেপালে। সেই অভিযোগে ২৯ জনকে আটক করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতদের বেশির ভাগই গলছি-৪-এর মাস্তারের বাসিন্দা। কয়েক জন আদমঘাটের বাসিন্দা। বাকিরা চিতওয়ান, পারসার। তাঁদের বয়স ১৯ থেকে ৪৯ বছর। ওই ঘটনায় আর কেউ জড়িত রয়েছেন কি না, খোঁজ নিচ্ছে পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রাসুয়া এলাকায় ভোটেকোশী নদীতে প্রথমে ওই সিন্দুকটিকে ভাসতে দেখা গিয়েছিল। পরে ধড়িংয়ের কাছে গলছিতে ত্রিশূলী নদীতে তার হদিশ মেলে। ধড়িং পুলিশ জানিয়েছে, তাঁদের কাছে খবর আসে যে, স্থানীয়দের একাংশ সেই সিন্দুক ভেঙে টাকা নিয়ে নিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে সেখানে একটি দল পাঠায় ধড়িং থানা। তারা গ্রামে গ্রামে ঘুরে ২৯ জনকে আটক করে। তাঁদের থেকে ৯২,৬৮,৫০৫ নেপালি টাকা উদ্ধার করে। ভারতীয় মুদ্রায় তার মূল্য প্রায় ৫৭ লক্ষ টাকা। এর আগে সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিয়োয় দেখা যায়, বানের জলে ভেসে আসা এক মহিলার দেহ থেকে দুল খুলে নিচ্ছে দুই যুবক। সেই ভিডিয়ো দেখে গ্রেপ্তার করা হয়েছে দু’জনকেই। নেপাল পুলিশ জানিয়েছে, মৃত ও আহতদের প্রতি কোনও রকম অমর্যাদা বরদাস্ত করা হবে না।

# ‘নিজেদের ঈশ্বর ভাবছেন নাকি’, তুকারাম মুণ্ডে ইস্যুতে ক্ষোভপ্রকাশ বম্বে হাইকোর্টের

**মুম্বই, ২৯ অগস্ট:** হাইকোর্টে ধাক্কা খেলেন মহারাষ্ট্রের ‘সিংহম’ আইএএস তুকারাম মুণ্ডে। মুম্বই ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের পাঁচটি রেস্তরাঁর লাইসেন্স সাসপেন্ড করার যে নির্দেশ তুকারামের দপ্তরের তরফে দেওয়া হয়েছিল, সেটা খারিজ করে দিল বম্বে হাইকোর্ট। একই সঙ্গে আদালতের ভর্ৎসনা, ‘নিজেদের ঈশ্বর ভাবছেন নাকি। আপনারা বাস্তবিক দৃষ্টিতে কিছু দেখতে পারেন না। শুধু নিয়মের ফাঁসে আটকে থাকেন কেন?’ মহারাষ্ট্র হাইকোর্ট বলছে ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সব সিদ্ধান্তে অহেতুক তাড়াহুড়ো করছে। ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি রবীন্দ্র ঘুগে এবং বিচারপতি গৌতম অঙ্খড়ের ডিভিশন বেঞ্চ জানায়, ‘আপনারা মশা মারতে তলোয়ার ব্যবহার করেন কেন? নিজেদের ঈশ্বর ভাবছেন নাকি? আপনারা যা খুশি করতে পারেন?’ আদালতের বক্তব্য, এই ধরনের সিদ্ধান্ত ভেবে চিন্তে নেওয়া উচিত। সিদ্ধান্ত যেন বাস্তবসম্মত হয়। অথচ তুকারাম মুণ্ডেরা অহেতুক তাড়াহুড়ো করে, শুধু নিয়মের দোহাই দিয়ে শিরোনাম কুড়নোর চেষ্টা করছেন। কিছুদিন আগে মুম্বই ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের (এমসিএ) পাঁচটি রেস্তরাঁর লাইসেন্স বাতিল করে দেওয়া হয়। কিন্তু মহারাষ্ট্র ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের সেই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে পালটা আবেদন করে মুম্বই ক্রিকেট সংস্থা। সেই মামলাতেই বম্বে হাইকোর্ট তুকারামকে তীব্র ভর্ৎসনা করেছে। ওই পাঁচ রেস্তরাঁর লাইসেন্স সাসপেন্ড করার সিদ্ধান্ত বাতিল করে আদালত বলে, ‘আপনারা নিয়ম সর্বস্ব না হয়ে বাস্তবসম্মত সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না? আদালত বলছে, ‘আপনারা আমাদেরই নির্দেশ ব্যবহার করে অহেতুক তাড়াহুড়ো করে নিয়ম সর্বস্ব সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন। আপনাদের বকাবকি করতে করতে আমরা ক্লান্ত। এবার কড়া সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আপনারা এসব সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা দিন নয়তো জেলে যান।’

# কিভের কাছে রুশ হামলায় নিহত অন্তত ৩৭

**কিভ, ২৯ অগস্ট:** ইউক্রেনের রাজধানী কিভের কাছে বুচা জেলায় রুশ ড্রোন হামলায় অন্তত ৩৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। শুধু তা-ই নয়, প্রায় ৫০টি আবাসিক ভবনও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। জানা গিয়েছে, মাইলা গ্রামের একটি গুদামে আগুন লাগে, তার পর একাধিক বিস্ফোরণ ঘটে। শনিবার স্থানীয় সামরিক প্রশাসনের প্রধান তিমুর তাকাচেঙ্কো জানিয়েছেন, শুক্রবার রাত জুড়ে হামলা চলেছে। আকাশ থেকে একের পর ড্রোন এবং ক্ষেপণাস্ত্র আছড়ে পড়েছে। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি এক বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছেন, মাইলা গ্রামের একটি গুদামে রুশ বাহিনী হামলা চালিয়েছে। হামলার কারণে ওই গুদামে বিস্ফোরণ ঘটে। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে দাবি, ওই গুদামে অনেক বিস্ফোরক পদার্থ মজুত ছিল। ফলে বিস্ফোরণের তেজও তীব্র হয়। হামলার পর গুদামটিতে একের পর এক বিস্ফোরণ ঘটে। ইউক্রেনীয় প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি প্রশ্ন তুলেছেন, আবাসিক এলাকার কাছে কেন গোলাবারুদ মজুত রাখা হয়েছিল। এই ঘটনায় সরকারি অবহেলারও অভিযোগ উঠেছে। ইতিমধ্যেই ফৌজদারি মামলা দায়ের হয়েছে। জেলেনস্কি স্পষ্ট জানিয়েছেন, আবাসিক এলাকায় কখনওই গোলাবারুদ বা বিস্ফোরক পদার্থ মজুত করে রাখা যাবে না।

## ময়দান

### পিছিয়ে পড়েও দাপুটে প্রত্যাবর্তন

# রেলওয়েকে হারিয়ে সুপার সিক্সের পথ সহজ বাগানের

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** নিজস্ব প্রতিবেদন ডুরান্ড কাপের ফাইনালে হতাশাজনক পরাজয়ের পর কলকাতা লিগে ঘুরে দাঁড়ানোর লক্ষ্য নিয়েই মাঠে নেমেছিল মোহনবাগান। জর্জ টেলিগ্রাফকে ৬-০ গোলে উড়িয়ে আত্মবিশ্বাস ফিরে পাওয়ার পর এবার তাদের সামনে ছিল রেলওয়ে এফসি। ঘরের মাঠে এই ম্যাচে জয় ছাড়া কোনও বিকল্প ছিল না, কারণ সুপার সিক্সে ওঠার লড়াইয়ে টিকে থাকতে তিন পয়েন্ট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। শেষ পর্যন্ত প্রথমার্ধে পিছিয়ে পড়েও দুরন্ত প্রত্যাবর্তন করে ৩-১ ব্যবধানে জয় তুলে নেয় সবুজ-মেরুন শিবির।

এই ম্যাচে মোহনবাগানের হয়ে সিনিয়র দলের ফুটবলার মনবীর সিং ও সাহাল আবদুল সামাদ খেলেন। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন কিয়ান নাসিরিও। শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলতে থাকে মোহনবাগান। ম্যাচের দ্বিতীয় মিনিটেই কিয়ানের বাড়ানো বল থেকে সুযোগ তৈরি হলেও মনবীর সেটিকে কাজে লাগাতে পারেননি। এরপরও বারবার রেলওয়ের রক্ষণে চাপ সৃষ্টি করে সবুজ-মেরুন। তবে প্রতিপক্ষের গোলরক্ষক সুদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায় একের পর এক দুরন্ত সেভ করে দলকে ম্যাচে টিকিয়ে রাখেন।

প্রথমার্ধে সাহালের হেড, কিয়ানের শট কিংবা গোলমুখে একাধিক আক্রমণ থেকেও গোল পায়নি মোহনবাগান। উল্টোদিকে রেলওয়ে খুব বেশি আক্রমণে না উঠলেও সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। ৪১ মিনিটে উমেশ মারান্ডির গোলে ম্যাচের গতির বিরুদ্ধে এগিয়ে যায় তারা। তবে বিরতির ঠিক আগে পেনাল্টি আদায় করে মোহনবাগান। স্পট কিক থেকে মনবীর সিং নির্ভুল শটে গোল করে দলকে সমতায় ফেরান। ফলে ১-১ স্কোরলাইন নিয়েই প্রথমার্ধ শেষ হয়।

বিরতির পর অনেক বেশি সংগঠিত ফুটবল খেলতে শুরু করে বাস্তব রায়ের দল। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের শট ক্রসবারে লাগে। এরপরও চাপ অব্যাহত রাখে মোহনবাগান। ৫৩ মিনিটে কিয়ান নাসিরির দুর্দান্ত পাস থেকে রবিলাল মাণ্ডি গোল করে দলকে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে দেন। পিছিয়ে পড়ার পর রেলওয়েও হাল ছাড়েনি। তারক হেমব্রম একটি নিশ্চিত গোলের সুযোগ পেয়েছিলেন, কিন্তু মোহনবাগানের গোলরক্ষক সৈয়দ জাহিদ হোসেন অসাধারণ দক্ষতায় সেই শট রুখে দেন। তাঁর এই সেভ ম্যাচের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত হয়ে ওঠে। অন্যদিকে মনবীর, সাহাল ও কিয়ান আরও কয়েকটি সহজ সুযোগ নষ্ট করেন। বিশেষ করে মনবীর গোলরক্ষককে কাটিয়েও গোল করতে ব্যর্থ হন, যা কোচিং স্টাফকে কিছুটা চিন্তায় ফেলবে।

ম্যাচের শেষদিকে কর্নার কিক থেকে পরিবর্ত খেলোয়াড় সুহেল ভাট দুর্দান্ত হেডে তৃতীয় গোল করে মোহনবাগানের জয় নিশ্চিত করেন। শেষ পর্যন্ত ৩-১ ব্যবধানে জিতে গুরুত্বপূর্ণ তিন পয়েন্ট তুলে নেয় সবুজ-মেরুন ব্রিগেড। এই জয়ের ফলে ৯ ম্যাচে ১৯ পয়েন্ট নিয়ে কলকাতা লিগের সুপার সিক্সে ওঠার দৌড়ে নিজেদের অবস্থান আরও শক্ত করল মোহনবাগান। যদিও জয় এসেছে, তবু প্রচুর গোলের সুযোগ নষ্ট করার প্রবণতা ভবিষ্যতের কঠিন ম্যাচগুলোর আগে চিন্তার কারণ হয়ে থাকবে।

লিগ তালিকায় ২৪ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে রয়েছে ভবানীপুর। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ইস্টবেঙ্গল, তাদের সংগ্রহ ৮ ম্যাচে ২০ পয়েন্ট। ১৬ পয়েন্ট নিয়ে চতুর্থ স্থানে রয়েছে ইউনাইটেড কলকাতা। ফলে শীর্ষস্থান দখলের লড়াইয়ে মোহনবাগানকে আগামী ম্যাচগুলোতেও ধারাবাহিকভাবে ভালো ফল করতে হবে।

### স্পনসর সংকটে বিসিসিআই!

# নতুন সঙ্গী খুঁজে পাচ্ছে না বিশ্বের ধনীতম ক্রিকেট বোর্ড

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) বিশ্বের অন্যতম ধনী ক্রীড়া সংস্থা হলেও নতুন টাইটেল স্পনসর খুঁজতে গিয়ে এবার বেশ সমস্যার মুখে পড়েছে। দেশের মাটিতে অনুষ্ঠিত ভারতীয় দলের আন্তর্জাতিক সিরিজগুলোর জন্য নতুন স্পনসর পাওয়ার উদ্দেশ্যে বোর্ড অনেক আগেই দরপত্র আহ্বান করেছিল। কিন্তু নির্ধারিত সময়সীমা পেরিয়ে প্রায় দুই সপ্তাহ কেটে গেলেও কোনও সংস্থা আনুষ্ঠানিকভাবে আগ্রহ দেখায়নি। ফলে প্রশ্ন উঠছে, এত বড় আর্থিক শক্তির অধিকারী বোর্ডের ক্ষেত্রেও কেন স্পনসর জোগাড় করা কঠিন হয়ে পড়ল।

বর্তমানে ভারতীয় ক্রিকেট দলের জার্সির প্রধান স্পনসর হিসেবে একটি টায়ার প্রস্তুতকারী সংস্থা রয়েছে। তবে সেই চুক্তি শুধু জার্সির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অন্যদিকে, দেশের মাটিতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সিরিজগুলোর নামকরণের জন্য আলাদা টাইটেল স্পনসর চায় বিসিসিআই। অতীতে যেমন ‘আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাঙ্ক’ বিভিন্ন সিরিজের টাইটেল স্পনসর ছিল, এবারও সেই ধরনের কোনও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদি চুক্তি করতে চায় বোর্ড।

এই লক্ষ্যে বিসিসিআই ইতিমধ্যেই একাধিক বড় সংস্থার সঙ্গে আলোচনা চালিয়েছে। প্রযুক্তি, আর্থিক পরিষেবা এবং অটোমোবাইল সংক্রান্ত বিভিন্ন কোম্পানির কাছে প্রস্তাবও পাঠানো হয়েছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোনও প্রতিষ্ঠান চুক্তি স্বাক্ষরের পর্যায়ে পৌঁছয়নি। এর অন্যতম কারণ হিসেবে উঠে আসছে বোর্ডের কঠোর শর্তাবলি।

স্পনসর নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিসিসিআই দীর্ঘদিন ধরেই কিছু নির্দিষ্ট শিল্পক্ষেত্রকে নিষিদ্ধ রেখেছে। মদ, তামাক এবং বেটিং সংস্থাগুলিকে আগেই এই তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল। এবার সেই

তালিকায় আরও কিছু শিল্পকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। টায়ার, রং এবং ক্রীড়া সামগ্রী প্রস্তুতকারী সংস্থাগুলিকেও বর্তমান দরপত্রে অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া হয়নি। কারণ এই ক্ষেত্রগুলিতে ইতিমধ্যেই বোর্ডের বিদ্যমান বাণিজ্যিক অংশীদার রয়েছে। ফলে একই ধরনের সংস্থাকে নতুন করে টাইটেল স্পনসর করলে স্বার্থের সংঘাত তৈরি হতে পারে।

এর ফলে এমআরএফ, সিইএটি, বার্জার পেইন্টস, জেএসডব্লিউ পেইন্টস, নাইকি, পুমা কিংবা ডেকাথলনের মতো পরিচিত ব্র্যান্ডগুলি এই টেন্ডারে অংশ নিতে পারছে না। স্বাভাবিক ভাবেই সম্ভাব্য স্পনসরের সংখ্যা অনেকটাই কমে গিয়েছে। শুধু তাই নয়, আর্থিক যোগ্যতার ক্ষেত্রেও বিসিসিআই কঠোর মানদণ্ড নির্ধারণ করেছে। দরপত্রে অংশ নিতে হলে সংশ্লিষ্ট সংস্থার গত তিন অর্থবছরে গড় বার্ষিক টার্নওভার কমপক্ষে ১০০ কোটি টাকা হতে হবে। পাশাপাশি কোনও কনসোর্টিয়াম বা যৌথ উদ্যোগকে গ্রহণ করা হবে না। অর্থাৎ একক সংস্থাকেই সমস্ত দায়িত্ব নিতে হবে। এই শর্তও অনেক সম্ভাব্য আবেদনকারীকে পিছিয়ে দিয়েছে।

বোর্ডের প্রস্তাব অনুযায়ী, ২০২৮ সালের মার্চ পর্যন্ত প্রায় ৩৫টি আন্তর্জাতিক ম্যাচকে এই চুক্তির আওতায় ধরা হয়েছে। প্রতিটি ম্যাচের জন্য টাইটেল স্পনসরশিপের মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ৪.৮৫ কোটি টাকা। এই চুক্তির মধ্যে ভারতের মাটিতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সিরিজ ও বিশেষ ইভেন্ট অন্তর্ভুক্ত থাকবে। তবে ঘরোয়া ক্রিকেট, এসিসি ও আইসিসি আয়োজিত প্রতিযোগিতা এবং ভারতীয় সিনিয়র মহিলা দলের আন্তর্জাতিক ম্যাচ এই চুক্তির বাইরে রাখা হয়েছে। সব মিলিয়ে বিসিসিআইয়ের ব্র্যান্ড মূল্য এখনও অত্যন্ত শক্তিশালী হলেও কঠোর বাণিজ্যিক নীতি, সীমিত যোগ্যতা এবং উচ্চ আর্থিক শর্তের কারণে নতুন টাইটেল স্পনসর খুঁজে পাওয়া সহজ হচ্ছে না। আগামী দিনে বোর্ড শর্তে কিছু পরিবর্তন আনে কি না, সেদিকেই এখন নজর ক্রিকেট মহলের।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
৯৮৩১৯১৯৭৯১

**BONGAON MUNICIPALITY**
1. Beautification
Tender reference :- WBMAD/NIeT/33/BM/2026-27/ PWD Date : 29.08.2026
Tender ID 2026_ MAD_1039792_1.
1. Date of uploading – 29.08.2026 at 18.55; 2. Date of Pre Tender Meeting– 03.09.2026 at 14.00; 3. Tender Submission closing- 07.09.2026 at 14.00; 4. Tender opening date- 09.09.2026 at 14.00.
All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.
Sd/- Chairman
Bongaon Municipality

**Notice Inviting e-Tender**
Ref. No.: 1187/NBM/PWD/ WW/2026-27 Dated-29/08/2026 and Tender ID: 2026_MAD_5020821_1
Bid submission start date 29.08.26 at 6.45 PM. Last date of submission of tender: 07/09/2026 at 10:00 A.M. E-Tender is being invited by The Executive Officer, North Barrackpore Municipality. For details, please the visit website: https://tenders.wb.gov.in
Sd/- Executive Officer
North Barrackpore Municipality

**Chakdaha Municipality**
Chakdaha, Nadia
Tender Notice
Chakdaha Municipality invites e-tender vide tender reference no. WBMAD/CM/PWD/DEV/ NIT-2/2026-27 & WBMAD/CM/ PWD/DEV/NIT-3/2026-27, Tender Ids: 2026_MAD_ 5020718_1, 2026_MAD_ 5020718_2, 2026_MAD_ 5020718_3, 2026_MAD_ 5020718_4, 2026_MAD_ 5020718_5, 2026_MAD_ 5020718_6, 2026_MAD_ 5020718_7, 2026_MAD_ 5020718_8 & 2026_MAD_ 5020758_1, 2026_MAD_ 5020758_2, 2026_MAD_ 5020758_3, 2026_MAD_ 5020758_4, 2026_MAD_ 5020758_5, 2026_MAD_ 5020758_6, 2026_MAD_ 5020758_7 for various development works under Chakdaha Municipal area. For further information, please visit https://tenders.wb.gov.in
Sd/-
Administrator
Chakdaha Municipality

**BONGAON MUNICIPALITY**
Construction of C.C. Road in different wards under Bongaon Municipality.
Tender reference: WBMAD/NIeT/32/BM/2026-27/PWD Date: 29.08.2026
Tender ID- 2026_MAD_1039757_1, 2026_MAD_1039757_2, 2026_MAD_1039757_3, 2026_MAD_1039757_4, 2026_MAD_1039757_5, 2026_MAD_1039757_6, 2026_MAD_1039757_7, 2026_MAD_1039757_8
1. Bid Submission Start date- 29.08.2026 at 18:55, 2. Prebid meeting date- 09.09.2026 at 14:00, 3. End date- 14.09.2026 at 10:00, 4. Bid opening date- 16.09.2026 at 10:00. All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.
Sd/- Chairman
Bongaon Municipality.

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
OFFICE OF THE SUPERINTENDENT
ESI HOSPITAL ULUBERIA
JADUBERIA, HOWRAH-711316
e-Tender Notice
E-Tender is being invited for hiring of reputed Agencies/Contractor for Purchase of local emergency medicines at ESI Hospital Uluberia, Howrah. Details of the terms & condition will be available in the website https://wbtenders.gov.in Bid submission: Start from : 31.08.2026 at 12 Noon. Closing end : 21.09.2026 at 12 Noon. Opening on : 23.09.2026 at 12 Noon. Sd/- SUPERINTENDENT ESI HOSPITAL ULUBERIA.
ICA- T16510(3)/2026

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
Webel Technology Limited
(A Government of West Bengal Undertaking)
e-Tender Notice
WTL/PAR/BULK SMS/26-27 /043 dated 25-08-2026
e-tender is invited for providing Bulk SMS and Whatsapp Chatbot Messaging Services through Geographical Locationing systems and providing Customized IVR system, OBD Service, AI Calling, Email and RCS Messaging Services for the Personnel and Administrative Reforms Department, GoWB. e-Tender/corrigendum may be downloaded from: https://wbtenders.gov.in & www.wtl.co.in For Webel Technology Limited Manager (Commercial).
ICA- T16515(3)/2026

**Corrigendum for Time Extension**
Corrigendum for Time Extension for the Online tender is invited by the undersigned for the works: “Infrastructural work at VYBK In Connection with International Football Match to be held between India Vs Brazil----Replacement, Installation and Commissioning of different types of AC machines at the Broadcasting room, VIP boxes, Server room etc. as per urgent requirement”. Tender No: WBPWD/EE/BED/e-NIQ-92/2026-27 & e-Tender ID No. 2026_WBPWD_5019366_1

| | | |
|---|---|---|
| Bid submission Closing Date (Online) | 28.08.2026 up to 04:00 PM | 03.09.2026 up to 02:00 PM |
| Technical Bid Opening Date | 31.08.2026 at 02:05 PM | 05.09.2026 at 02:05 PM |

Details may be downloaded from tenders.wb.gov.in.
SD/-
Executive Engineer, PWD
Bidhannagar Electrical Division

**Corrigendum for Time Extension**
Corrigendum for Time Extension for the Online tender is invited by the undersigned for the works: “Infrastructural work at VYBK In Connection with International Football Match to be held between India Vs Brazil----Replacement of LED Signage at VIP Entry Gate”. Tender No: WBPWD/EE/BED/e-NIQ-91/2026-27 & e-Tender ID No. 2026_WBPWD_5019343_1

| | | |
|---|---|---|
| Bid submission Closing Date (Online) | 28.08.2026 up to 04:00 PM | 03.09.2026 up to 02:00 PM |
| Technical Bid Opening Date | 31.08.2026 at 02:05 PM | 05.09.2026 at 02:05 PM |

Details may be downloaded from tenders.wb.gov.in.
SD/-
Executive Engineer, PWD
Bidhannagar Electrical Division

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
**RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন নবপ্রভাত

# জুতো ক্ষয়ে যায়, বইয়ের কথা থাকে

# শিক্ষার আলোই হোক ভবিষ্যৎ গড়ার আহ্বান

বেবি চক্রবর্তী

কলেজস্ট্রিটের ফুটপাতের পাশে সাজানো থাকে নানা রঙের বই। কোথাও পুরোনো বইয়ের স্তূপ, কোথাও নতুন বইয়ের ঝকঝকে মলাট। সেই বইগুলোর পাশ দিয়েই প্রতিদিন মানুষ ছুটে চলে জীবিকার সন্ধানে, স্বপ্নের সন্ধানে। অন্যদিকে শপিং মলের বিশাল কাচের দরজার ভেতরে সাজানো থাকে নামী-দামি জুতো, পোশাক ও নানা বিলাসপণ্য। মানুষের জীবন যেন এই দুই বিপরীত জগতের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে;একদিকে ক্ষণস্থায়ী ভোগের আকর্ষণ, অন্যদিকে দীর্ঘস্থায়ী জ্ঞানের আহ্বান।

*'ফুটপাতে আছে বই, জ্ঞানের আলোয় মোরা,*
*শপিং মলে জুতোর বাহার, সাজে রঙিন খেলা।*
*পায়ের তলে জুতো জোটে; বিনা সেবায় জীবন মরে,*
*শিক্ষা কেনে মানুষ স্বপ্নের দাম দিয়ে।'*

এই পঙ্‌ক্তিগুলোর মধ্যে শুধু বই ও জুতোর তুলনা নেই; রয়েছে মানুষের জীবনদর্শন নিয়ে একটি গভীর প্রশ্ন। আমরা কোন জিনিসের পেছনে কতটা ব্যয় করছি? আমাদের অর্থ, সময় ও শ্রম কি শুধু বাহ্যিক সৌন্দর্য ও সাময়িক আরামের জন্য, নাকি ভবিষ্যৎ নির্মাণের জন্যও? জুতো আমাদের পথ চলতে সাহায্য করে, কিন্তু শিক্ষা আমাদের বলে দেয় কোন পথে চলতে হবে। জুতো পায়ের সুরক্ষা দেয়, শিক্ষা রক্ষা করে মানুষের চিন্তা, বিবেক ও ভবিষ্যৎকে।

## জুতো প্রয়োজন, কিন্তু শিক্ষা অপরিহার্য

জুতো মানুষের জীবনের একটি প্রয়োজনীয় উপকরণ। রাস্তায় হাঁটতে গেলে পা রক্ষা করতে জুতো দরকার। কর্মক্ষেত্রে, বিদ্যালয়ে, খেলাধুলায় কিংবা দৈনন্দিন জীবনে জুতোর ব্যবহার অপরিহার্য। একটি ভালো জুতো আমাদের আরাম দিতে পারে, ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটাতে পারে এবং অনেক সময় সামাজিক পরিচয়ের অংশ হয়ে উঠতে পারে।

কিন্তু জুতোর একটি সীমা আছে। যত দামি জুতুই হোক, একসময় তার তলা ক্ষয়ে যায়, রং বিবর্ণ হয়, আকর্ষণ কমে যায়। নতুন ফ্যাশন আসে, পুরোনো জুতো আলমারির এক কোণে পড়ে থাকে। অর্থাৎ জুতোর উপযোগিতা ও সৌন্দর্য সময়ের সঙ্গে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।

শিক্ষার ক্ষেত্রে বিষয়টি সম্পূর্ণ ভিন্ন। একটি বই হয়তো বহু বছর পুরোনো হয়ে যেতে পারে, তার পাতা হলদে হয়ে যেতে পারে, কিন্তু তার ভেতরে থাকা জ্ঞান পুরোনো হয় না। বরং সেই জ্ঞান নতুন প্রজন্মের হাতে নতুন অর্থ পায়। একজন মানুষ যে শিক্ষা শৈশবে অর্জন করে, তা তার চিন্তাভাবনা, সিদ্ধান্ত, মূল্যবোধ ও কর্মজীবনে বহু বছর প্রভাব ফেলতে পারে।

তাই জুতো যেমন পায়ের পথকে নিরাপদ করে, শিক্ষা তেমন জীবনের পথকে আলোকিত করে।

## ফুটপাতের বই সাধারণ মানুষের জ্ঞানের দরজা

ফুটপাতের বইয়ের দোকান আমাদের শহুরে জীবনের এক অনন্য দৃশ্য। সেখানে হয়তো বিলাসবহুল সাজসজ্জা নেই, নেই ঝলমলে আলো। পুরোনো কাঠের তাক, মাটিতে সাজানো বই কিংবা প্লাস্টিকের চাদরের ওপর রাখা বই; এসবই তার পরিচয়। কিন্তু সেই সাধারণ পরিবেশের মধ্যেই লুকিয়ে থাকে অসাধারণ এক সম্পদ।

ফুটপাতের বই অনেক মানুষের কাছে জ্ঞানের সহজলভ্য মাধ্যম। যাঁদের পক্ষে বড় বইয়ের দোকান থেকে বেশি দামে বই কেনা সম্ভব নয়, তাঁরা অনেক সময় পুরোনো বইয়ের দোকানে নিজেদের প্রয়োজনীয় বই খুঁজে পান। একজন শিক্ষার্থী পরীক্ষার প্রস্তুতির বই পেতে পারে, একজন চাকরিপ্রার্থী প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার বই কিনতে পারে, আবার একজন সাহিত্যপ্রেমী অল্প দামে উপন্যাস, কবিতা বা দর্শনের বই সংগ্রহ করতে পারে।

একটি পুরোনো বই কখনও কখনও একাধিক মানুষের জীবনে আলো ছড়ায়। একজন পড়ে বইটি অন্যজনকে দেন; আবার সেই বই চলে যায় আরেকজনের হাতে। এভাবেই একটি বইয়ের জ্ঞান বহু মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারে।

ফুটপাত তাই কেবল কেনাবেচার স্থান নয়; অনেক সময় এটি জ্ঞান গণতন্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। অর্থনৈতিক সামর্থ্য কম হলেও মানুষের জ্ঞান অর্জনের আকাঙ্ক্ষা যেন থেমে না যায়; ফুটপাতের বই সেই সুযোগ তৈরি করে।

## শপিং মলের জুতোর বাহার ও ভোগের সংস্কৃতি

অন্যদিকে আধুনিক শহরের শপিং মল আমাদের ভোগবাদী জীবনের একটি প্রতীক। সেখানে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের জুতো, পোশাক ও আনুষঙ্গিক

সামগ্রী সাজানো থাকে আকর্ষণীয়ভাবে। বিজ্ঞাপন আমাদের বোঝায়;নতুন জিনিস মানেই নতুন আনন্দ, নতুন পরিচয়, নতুন মর্যাদা।

জুতো কেনার মধ্যে কোনো সমস্যা নেই। সমস্যা তখনই তৈরি হয়, যখন প্রয়োজনের চেয়ে প্রদর্শন বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। একটি ভালো জুতো দরকার হতে পারে, কিন্তু তার চেয়েও দামি জুতো কেনা যদি শুধু অন্যকে দেখানোর জন্য হয়, তাহলে প্রশ্ন ওঠে;আমরা কি সত্যিই নিজের ভবিষ্যতের জন্য অর্থ ব্যয় করছি?

সমাজে এমন এক প্রবণতা তৈরি হয়েছে, যেখানে বাহ্যিক সৌন্দর্য ও ব্র্যান্ডের মূল্য অনেক সময় জ্ঞান ও দক্ষতার চেয়েও বেশি গুরুত্ব পায়। একজন মানুষ কী পড়েছেন, কী জানেন, কী করতে পারেন;তার চেয়ে কখনও কখনও তিনি কী পরেছেন, কোন ব্র্যান্ড ব্যবহার করছেন, সেটিই বেশি আলোচিত হয়।

এই মানসিকতার পরিবর্তন জরুরি। কারণ ভোগের জিনিস মানুষের জীবনকে কিছুটা আরাম দিতে পারে, কিন্তু জ্ঞান মানুষের ক্ষমতাকে বাড়ায়।

## শিক্ষার জন্য খরচ আসলে বিনিয়োগ

শিক্ষাকে ব্যয় হিসেবে দেখলে তার মূল্য বোঝা কঠিন। কিন্তু শিক্ষাকে যদি বিনিয়োগ হিসেবে দেখা হয়, তাহলে বিষয়টি সম্পূর্ণ বদলে যায়।

একজন বাবা-মা সন্তানের বই কিনতে টাকা খরচ করেন। প্রথম দৃষ্টিতে সেটি একটি খরচ। কিন্তু সেই বই থেকে সন্তান যে জ্ঞান অর্জন করে, তা ভবিষ্যতে তার দক্ষতা বাড়াতে পারে, কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করতে পারে এবং তাকে আত্মনির্ভরশীল করে তুলতে পারে। একজন তরুণ কোনো প্রশিক্ষণ কোর্সে অর্থ ব্যয় করেন। সেই শিক্ষা তার পেশাগত দক্ষতা বাড়াতে পারে। একজন মানুষ ভাষা শেখেন, কম্পিউটার শেখেন, কারিগরি দক্ষতা অর্জন করেন; এসবই ভবিষ্যতের সম্ভাবনায় বিনিয়োগ।

অন্যদিকে একটি জুতো কেনার পর সেটি ব্যবহারে ক্ষয় হবে। কয়েক মাস বা কয়েক বছর পর সেটি বদলাতে হতে পারে। কিন্তু একটি বই থেকে অর্জিত একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা সারাজীবন কাজে লাগতে পারে।

তাই শিক্ষার পেছনে ব্যয় করা অর্থের প্রকৃত মূল্য তার দামের মধ্যে নয়, তার দীর্ঘমেয়াদি প্রভাবের মধ্যে।

## 'জুতো ক্ষয়ে যায়, বইয়ের কথা থাকে'

এই একটি বাক্যেই শিক্ষার স্থায়িত্বের গভীর সত্য লুকিয়ে আছে। জুতো ক্ষয় হয়, কারণ তার কাজ মূলত শারীরিক। বই মানুষের মনের সঙ্গে কাজ করে। একটি বই পড়ে একজন মানুষ নতুনভাবে পৃথিবীকে দেখতে শেখেন। তার চিন্তার পরিধি বাড়ে। সে প্রশ্ন করতে শেখে, যুক্তি দিয়ে বিচার করতে শেখে এবং নিজের ভুল সম্পর্কে সচেতন হতে পারে।

একটি ভালো বইয়ের একটি বাক্যও কখনও কখনও মানুষের জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে। একজন শিক্ষার্থী হয়তো বিজ্ঞানবিষয়ক বই পড়ে বিজ্ঞানী হওয়ার স্বপ্ন দেখতে পারে। কেউ ইতিহাস পড়ে সমাজকে নতুন চোখে দেখতে পারে। কেউ সাহিত্য পড়ে মানবিকতার গভীরতা বুঝতে পারে। কেউ দর্শন পড়ে নিজের অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্ন করতে পারে।

বইয়ের সবচেয়ে বড় শক্তি এখানেই;এটি শুধু তথ্য দেয় না; অনেক সময় চিন্তার জন্ম দেয়।

## শিক্ষা শুধু চাকরির জন্য নয়

শিক্ষার উদ্দেশ্যকে শুধু চাকরি পাওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ করলে শিক্ষার প্রকৃত গুরুত্ব ছোট হয়ে যায়। শিক্ষা মানুষের চরিত্র গঠন করে, বিবেক তৈরি করে এবং সমাজ সম্পর্কে দায়িত্বশীল করে তোলে।

একজন শিক্ষিত মানুষ জানেন কীভাবে নিজের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হতে হয়। তিনি অন্যের অধিকারকেও সম্মান করতে শেখেন। তিনি কুসংস্কার, গুজব ও অন্ধবিশ্বাসের বিরুদ্ধে যুক্তি দাঁড় করাতে পারেন। তিনি বুঝতে পারেন যে সমাজের উন্নতি শুধু অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির ওপর নির্ভর করে না; এর সঙ্গে ন্যায়বোধ, সহনশীলতা, মানবিকতা ও সামাজিক দায়িত্বও জড়িত।

এই কারণেই শিক্ষা ব্যক্তিগত সম্পদ হওয়ার পাশাপাশি সামাজিক সম্পদও।

একজন মানুষ শিক্ষিত হলে তার প্রভাব শুধু তার নিজের জীবনে সীমাবদ্ধ থাকে না। তার পরিবার, সন্তান, সহকর্মী এবং বৃহত্তর সমাজও তার জ্ঞানের সুফল পেতে পারে।

**ফুটপাতের বইয়ের দোকান আমাদের শহুরে জীবনের এক অনন্য দৃশ্য। সেখানে হয়তো বিলাসবহুল সাজসজ্জা নেই, নেই ঝলমলে আলো। পুরোনো কাঠের তাক, মাটিতে সাজানো বই কিংবা প্লাস্টিকের চাদরের ওপর রাখা বই; এসবই তার পরিচয়। কিন্তু সেই সাধারণ পরিবেশের মধ্যেই লুকিয়ে থাকে অসাধারণ এক সম্পদ। ফুটপাতের বই অনেক মানুষের কাছে জ্ঞানের সহজলভ্য মাধ্যম। যাঁদের পক্ষে বড় বইয়ের দোকান থেকে বেশি দামে বই কেনা সম্ভব নয়, তাঁরা অনেক সময় পুরোনো বইয়ের দোকানে নিজেদের প্রয়োজনীয় বই খুঁজে পান। একজন শিক্ষার্থী পরীক্ষার প্রস্তুতির বই পেতে পারে, একজন চাকরিপ্রার্থী প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার বই কিনতে পারে, আবার একজন সাহিত্যপ্রেমী অল্প দামে উপন্যাস, কবিতা বা দর্শনের বই সংগ্রহ করতে পারে। একটি পুরোনো বই কখনও কখনও একাধিক মানুষের জীবনে আলো ছড়ায়। একজন পড়ে বইটি অন্যজনকে দেন; আবার সেই বই চলে যায় আরেকজনের হাতে। এভাবেই একটি বইয়ের জ্ঞান বহু মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারে।**

## শিক্ষার আলো প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে ছড়ায়

জুতোর ব্যবহার একজন ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু শিক্ষার প্রভাব প্রজন্ম পেরিয়ে যেতে পারে। একজন শিক্ষিত মা বা বাবা তার সন্তানের শিক্ষার গুরুত্ব বুঝতে পারেন। তিনি সন্তানকে বই পড়তে উৎসাহ দেন, প্রশ্ন করতে দেন, ভালো-মন্দ বিচার করতে শেখান। এভাবেই শিক্ষার মূল্যবোধ এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে পৌঁছে যায়।

একটি পরিবারে যদি বই পড়ার সংস্কৃতি তৈরি হয়, তাহলে সেই পরিবারের শিশুদের মধ্যে জানার আগ্রহ বাড়তে পারে। তারা শুধু পরীক্ষার জন্য নয়, আনন্দের জন্যও পড়তে শেখে। আর পড়ার অভ্যাস একজন মানুষের চিন্তার জগৎকে ক্রমশ বিস্তৃত করে।

তাই শিক্ষায় বিনিয়োগের ফল অনেক সময় তাৎক্ষণিকভাবে দেখা যায় না। কিন্তু তার প্রভাব দীর্ঘমেয়াদি এবং গভীর।

## দরিদ্র মানুষের জন্য শিক্ষার গুরুত্ব আরও বেশি

সমাজের অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে থাকা মানুষের জন্য শিক্ষা উন্নতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পথ। অর্থের অভাব একজন মানুষকে অনেক সুযোগ থেকে বঞ্চিত করতে পারে, কিন্তু শিক্ষা তাকে সেই সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করার ক্ষমতা দিতে পারে।

একজন দরিদ্র পরিবারের শিশু যদি মানসম্মত শিক্ষা পায়, তাহলে তার সামনে নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলতে পারে। সে নিজের দক্ষতা কাজে লাগিয়ে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করতে পারে। সে নিজের পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন করতে পারে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মও তার অগ্রগতির সুফল পেতে পারে।

এই কারণে শিক্ষাকে বিলাসিতা হিসেবে দেখা উচিত নয়। বিশেষ করে শিশুদের জন্য শিক্ষা মৌলিক অধিকার ও ভবিষ্যৎ নির্মাণের অন্যতম প্রধান ভিত্তি।

## বই কেনা মানে স্বপ্ন কেনা

'শিক্ষা কেনে মানুষ স্বপ্নের দাম দিয়ে'; এই ভাবনাটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। মানুষ যখন একটি বই কেনে, তখন সে কেবল কাগজ ও মুদ্রিত অক্ষর কিনছে না। সে সম্ভাবনা কিনছে। সে নিজের অজানা জগতের দরজা খুলছে।

একজন শিক্ষার্থী যখন নিজের জমানো টাকা দিয়ে বই কেনে, তখন সেই বই তার কাছে ভবিষ্যতের সিঁড়ি। একজন কর্মজীবী যখন নিজের দক্ষতা বাড়ানোর জন্য বই বা প্রশিক্ষণে অর্থ ব্যয় করেন, তখন তিনি নিজের আগামী দিনের মূল্য বাড়ান। একজন শিশু যখন গল্পের বই হাতে নেয়, তখন সে কেবল গল্প পড়ে না; কল্পনার জগতে প্রবেশ করে, ভাষা শেখে এবং নতুনভাবে ভাবতে শেখে।

এই অর্থে বই কেনা একটি ছোট সিদ্ধান্ত হলেও তার প্রভাব অনেক বড় হতে পারে।

## আমাদের অগ্রাধিকার কী হওয়া উচিত?

প্রশ্নটি জুতো কিনব কি বই কিনব;এমন সরল নয়। জীবনে দুটিরই প্রয়োজন রয়েছে। আমাদের পায়ে জুতো দরকার, শরীরে পোশাক দরকার, দৈনন্দিন জীবনে নানা সামগ্রী দরকার। কিন্তু একই সঙ্গে আমাদের বুঝতে হবে কোন খরচ প্রয়োজন, কোনটি বিলাসিতা এবং কোনটি ভবিষ্যতের বিনিয়োগ।

একটি দামি জুতোর বদলে সাশ্রয়ী জুতো কিনে যদি সেই অর্থের একটি অংশ বই কেনার জন্য রাখা যায়, তাহলে তা দীর্ঘমেয়াদে মূল্যবান সিদ্ধান্ত হতে পারে। পরিবারের বাজেটে যেমন খাবার ও পোশাকের জন্য অর্থ রাখা হয়, তেমনই বই, শিক্ষা, দক্ষতা অর্জন ও জ্ঞানচর্চার জন্যও নির্দিষ্ট অর্থ বরাদ্দ করা দরকার।

একটি সমাজের উন্নতির মানদণ্ড শুধু কত বড় শপিং মল আছে, তা দিয়ে নির্ধারিত হয় না। বরং কতজন শিশু বই পড়ছে, কতজন তরুণ দক্ষতা অর্জন করছে, কতজন মানুষ জ্ঞানচর্চা করছে; এসবও উন্নতির গুরুত্বপূর্ণ সূচক।

## ভবিষ্যৎ গড়ার ডাক

'শিক্ষার আলো জীবনভর পথ দেখিয়ে রাখে'; এই কথাটিই আমাদের মূল বার্তা। জীবনের পথে নানা বাধা আসবে। অর্থনৈতিক সমস্যা, সামাজিক প্রতিকূলতা, ব্যর্থতা কিংবা অনিশ্চয়তা;সবকিছুর মধ্যেও শিক্ষা মানুষকে নতুন পথ খুঁজে নেওয়ার শক্তি দেয়।

জ্ঞান মানুষকে শুধু উত্তর দেয় না, প্রয়োজনে নতুন প্রশ্ন করতেও শেখায়। আর প্রশ্ন করার ক্ষমতাই অগ্রগতির অন্যতম প্রধান শক্তি।

আজ একটি বই কেনা হয়তো খুব ছোট একটি কাজ। কিন্তু সেই বই থেকে জন্ম নিতে পারে একটি নতুন ধারণা। সেই ধারণা থেকে তৈরি হতে পারে নতুন দক্ষতা। সেই দক্ষতা থেকে তৈরি হতে পারে নতুন কর্মসংস্থান। আর একজন মানুষের সাফল্য থেকে বদলে যেতে পারে একটি পরিবার, এমনকি একটি সমাজও।

তাই আমাদের ভোগের সঙ্গে জ্ঞানের ভারসাম্য তৈরি করতে হবে। শপিং মলের ঝলমলে আলো আমাদের আকর্ষণ করতেই পারে, কিন্তু জীবনের দীর্ঘ পথ আলোকিত করার জন্য দরকার অন্য এক আলো;জ্ঞানের আলো।

জুতো ক্ষয়ে যাবে। তার তলা পাতলা হবে, রং মুছে যাবে, একদিন হয়তো সেটি ফেলে দিতে হবে। কিন্তু একটি বইয়ের কথা থেকে যাবে। একটি শিক্ষার সূত্র, একটি চিন্তা, একটি মূল্যবোধ, একটি উপলব্ধি মানুষের মনে বহু বছর বেঁচে থাকতে পারে। শেষ পর্যন্ত মানুষের প্রকৃত পরিচয় তার পোশাকে নয়, তার চিন্তায়; তার জুতোর ব্র্যান্ডে নয়, তার জ্ঞানে; তার বাহ্যিক চাকচিক্যে নয়, তার চরিত্র ও কর্মে।

তাই আজকের সময়ে আমাদের প্রত্যেকের কাছে আহ্বান;প্রয়োজনীয় জিনিস কিনুন, কিন্তু জ্ঞানকে কখনও অপ্রয়োজনীয় মনে করবেন না। সন্তানকে শুধু ভালো পোশাক ও জুতো দেওয়ার চেষ্টা নয়, তার হাতে বইও তুলে দিন। নিজের জন্য শুধু আরাম নয়, শেখার সুযোগও তৈরি করুন। সমাজে শুধু বড় বড় বিপণিবিতান নয়, সমৃদ্ধ পাঠাগার, বইয়ের দোকান ও শিক্ষার পরিবেশ গড়ে তুলুন। কারণ জুতো আমাদের পথের কাঁটা থেকে পা বাঁচায়, কিন্তু শিক্ষা আমাদের জীবনের অন্ধকার থেকে পথ দেখায়।

জুতো ক্ষয়ে যায়, বইয়ের কথা থাকে। শিক্ষা একবার অর্জিত হলে তার আলো সহজে নিভে যায় না। তাই জ্ঞানের জন্য খরচ হোক, শিক্ষার জন্য বিনিয়োগ হোক;কারণ আজকের জ্ঞানই আগামী দিনের ভবিষ্যৎ গড়ার সবচেয়ে শক্তিশালী ভিত্তি।